উইমেন অ্যান্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ

মডিউল P

আয়োজক

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

নীতিমালা প্রনয়নকারীদের জন্য দিক নির্দেশনা

মডিউল P

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ

উষা রানী ভাইসুলু রেড্ডী

(Usha Rani Vyasulu Reddi)

উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্র

UNITED NATIONS
APCICT-ESCAP

উইমেন এন্ড ICT ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ (WIFI) ঃ নীতিমালা প্রনয়নকারীদের জন্য দিক নির্দেশনা

এই কাজটি ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত হয়। লাইসেন্স এর কপি দেখুন: *http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*.

এই প্রকাশনায় উল্লিখিত মতামত, পরিসংখ্যান এবং অনুমান লেখকগণের দায়িত্ব, এটিকে জাতিসংঘের অনুমোদনের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

এই প্রকাশনার মধ্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির ডিজাইন বা উপস্থাপনা কোনও দেশ, শহর বা এলাকার কর্তৃপক্ষের আইনি অবস্থা, বা তার সীমানা সীমিতকরণ বিষয়ে সম্পর্কিত জাতিসংঘের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে কোনো মতামত প্রকাশ করে না।

এখানে উল্লেখিত বিভিন্ন ফার্ম এবং বাণিজ্যিক পণ্যগুলোর নাম জাতিসংঘের অনুমোদিত বোঝানো হয় নি।

যোগাযোগ ঃ

ফোকাল পয়েন্ট, WIFI প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

বি সি সি ভবন

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোন ঃ ০২-৯১২৪৬২৬

ই-মেইল ঃ bcc@bcc.net.bd

ওয়েব ঃ www.bcc.net.bd

Copyright © UN-APCICT/ESCAP 2016

বাংলা অনুবাদ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি)

মুখবন্ধ

নারী উদ্যোক্তা হলো ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি শক্তি। বেশীরভাগ নারী উদ্যোক্তাই উদ্ভাবনী, প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠার জন্য বদ্ধপরিকর এবং সারাজীবন শেখার জন্য প্রস্তুত। তাদের সাফল্যের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন: বাড়তি সঞ্চয়, শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, চাকুরির উৎস বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে, সেই সাথে জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। যদিও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার ব্যবধান কিছুটা কমেছে, তথাপিয়ও মহিলারা এখনও পুরুষদের তুলনায় অর্থনৈতিক সুযোগ যেমন: শ্রমিক নিয়োগ, ন্যায্য মজুরী, ঝুঁকিমুক্ত কাজ, অর্থসংস্থান ও ঋণ সুযোগ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী একটি টেক্সই উন্নয়নের ব্লু প্রিন্ট হচ্ছে এজেন্ডা ২০৩০, যা আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। বিগত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জেন্ডার বৈষম্য সামান্য পরিবর্তীত হলেও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই দৃষ্টি ভঙ্গিকে উপলব্ধি করা আরও চ্যালেঞ্জিং হবে। ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্যতা মোকাবেলায় আমাদের দারিদ্র ও বৈষম্যের শিকড় উৎপাটন করতে হবে এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এটিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সাহায্যে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে।

আইসিটিগুলো সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অংশগ্রহন এবং ক্ষমতায়ন সক্রিয়করনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তবে জনসংখ্যার কিছু অংশ এই প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারে অক্ষমতা ও প্রবেশাধিকারের অভাবে এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই ডিজিটাল বিভাজনে সেতুবন্ধনের জন্য এবং যে কোন প্রকার বৈষম্য দুর করতে সাহায্য করার জন্য এশিয়ান প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (APCICT) মহিলা ও আইসিটি ফ্রন্টিয়ার (WIFI) গঠন করেছে যা নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনার মৌলিক জ্ঞান ও আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনলাইন সুযোগ-সুযোগ দিয়ে সহযোগীতা করছে।

এই প্রেগ্রামটি কার্যকরভাবে একটি সক্রিয় নীতি পরিবেশকে ত্বরান্বিত করে যা বিশেষভাবে নারী অগ্রগতির পথে থাকা প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলিকে মোকবেলা করবে। নারী ও আইসিটি ফ্রন্টিয়ার (WIFI) মডিউলগুলি প্রতিফলিত করে যে, আইসিটি দক্ষতা ও উদ্যোক্তা জ্ঞান উভয়ের উন্নয়ন, জীবিকার উন্নত করা এবং নারীর সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কল্যানকে উন্নত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। নারী ও আইসিটি ফ্রন্টিয়ার (WIFI) সমান সুযোগ সুবিধা প্রদনের মাধ্যমে সকলের জন্য একটি সমন্বিত ও টেঁকসই ভবিষ্যত গড়ার মাইলফলক চিহ্নিত করে।

Hyeun-Suk Rhee

Director

UN-APCICT/ESCAP

মডিউল সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

এই মডিউলের উদ্দেশ্য হলো নীতিনির্ধারকদের অবহিত করা এবং আইসিটিতে অভ্যস্ত নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সক্রিয় পরিবেশ তৈরীতে জন্য জেন্ডার সম্পর্কিত জ্ঞান সমৃদ্ধ নীতিমালা প্রনয়নে সহযোগীতা করা।

মডিউলটিতে চারটি প্রধান বিভাগ রয়েছে, সেই সাথে একটি ভূমিকা এবং উপসংহারও রয়েছে। প্রথম বিভাগ টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (SDG) প্রেক্ষিতে জেন্ডার ও ক্ষমতায়নের ধারনা দেয়। দ্বিতীয় বিভাগ আইসিটি ব্যবহারে জেন্ডার বিভক্তির ব্যাখ্যাসহ নারী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষন করে। তৃতীয় বিভাগ জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াগুলির উপর দৃষ্টিপাত করে এবং চতুর্থ বিভাগ প্রধানত আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী উদ্দ্যোগকে সক্রিয় করার জন্য কিছু কার্যকর কৌশল পরীক্ষা করে।

এই বিভাগগুলিতে উদ্ভুত ধারণা এবং বিষয়গুলির ব্যাখ্যা বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণ এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগ একটি সারসংক্ষেপ এবং এক সেট স্বতঃস্ফুর্ত অনুশীলনের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারীদের কিভাবে প্রশিক্ষন দিতে হবে, এবং স্থানীয় পরিবেশের জন্য কিভাবে বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ করতে হবে এ বিষয়ে প্রশিক্ষকদের জন্য এই মডিউলের শেষে কিছু নোট রাখা হয়েছে।

প্রশিক্ষন গ্রহণের ফলাফলঃ

মডিউলটি সম্পূর্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে সক্ষম হবেঃ

১. জেন্ডার বিষয়ক ধারনাটি বুঝতে পারবে, ফলে দেশ একটি জেন্ডার সংবেদনশীল সরকারের দিকে এগিয়ে যাবে।
২. একটি জেন্ডার সংবেদনশীল সরকার সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা গঠন এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে ও প্রয়োগ করতে পারবে।
৩. বিশেষ রেফারেন্সের সাথে আইসিটির প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহারের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগীতা করতে পারবে।

নির্দিষ্ট অংশগ্রহনকারী ঃ

জাতীয় ও স্থানীয় নীতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক, সংসদ সদস্য এবং সরকারী কর্মকর্তারা।

সময়কালঃ

৬ ঘন্টা/ এক দিনের প্রশিক্ষন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্থা সমূহ ও ব্যাক্তিগণ, যারা মডিউলটি তৈরীর সময় একাধিকবার রাউন্ড বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় অংশ নিয়েছে ও মূল্যবান মতামত প্রদান করেছে UN-APCICT তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আমরা পাকিস্তান ইনষ্টিটিউট অব আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট (PIID), ফিলিপাইনের কোরিয়ান এক্সকিউটিভ সার্ভিস বোর্ড (CESB), শ্রীলংকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংস্থা এবং পরামর্শ মিটিং, বিশেষজ্ঞ গ্রুপ মিটিং, কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের এবং মাঠ পর্যায়ের সহযোগীতাকারীদের ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও APCICT উষা রানী ভাইসুলু রেড্ডী, ফাহিম হোসাইন, মারিয়া জুয়ানিটা আর. ম্যাকাপাগাল, যারা মডিউলটি তৈরী ও বিষয়বস্তু সংশোধন করতে সহায়তা করেছেন তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয় । BIID ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কে বাংলায় অনুবাদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মডিউল সম্পাদনা করার জন্য আমরা ক্রিস্টিন আপিকুলকে ধন্যবাদ জানাই।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ iii

মডিউল সম্পর্কে কিছু কথা ঃ iv

১. ভুমিকা ২

২.এসডিজি প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ও ক্ষমতায়নকে বোঝা ও শেখার ফলাফল সমূহ ঃ ৪

২.১ লিঙ্গ বনাম জেন্ডার ৪

২.২ টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ৫

বক্স ১ টেঁকসই উন্নয়ন কি? ৫

২.৩ এসডিজি ও নারীর ক্ষমতায়ন ৭

২.৪ ক্ষমতায়ন কি ? ১০

২.৫ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ১১

২.৫.১ আর্থিক পণ্য ও সেবা সমূহ ১৩

২.৫.২ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জন্য সরবরাহ ও চাহিদা ১৪

২.৫.৩ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সমস্যা ১৫

৩. নারী ও আইসিটি ঃ ক্ষেত্রসমূহ ১৭

৩.১ যোগাযোগ পেশায় নারীর অংশগ্রহন ১৯

৩.২ মিডিয়াতে নারী ও মেয়েদের চিত্রনাট্য ২০

৩.৩ আইসিটি ব্যবহারে জেন্ডার বিভাজন ২১

৩.৪ সরকারী সেবাগুলিতে আইসিটির ব্যবহার ২৩

৩.৫ নারীর ক্ষমতায়নে আইসিটির সুযোগ ২৫

৪.১ জেন্ডার মুলধারার দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ ৩৭

৪.১.১ জেন্ডার সংবেদনশীলতা ৩৮

৪.১.২ জেন্ডার বিশ্লেষণ ৩৮

৪.১.৩ জেন্ডার নিরীক্ষা ৪৩

৪.১.৪ জেন্ডার বাজেটকরণ ৪৩

৪.২ জেন্ডার মূলধারার স্তরসমূহ ৪৮

৪.২.১. ষ্টেকহোল্ডার কারা ? ৪৮

৪.২.২. সমস্যাটি কি ? ৪৯

৪.২.৪.কর্ম এবং বাজেট নির্ধারণ ৫১

৪.২.৫ যোগাযোগ এবং পরামর্শ ৫২

সুবিধাভোগীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ৫২

অংশীদারদের মধ্যে পরামর্শ ৫৩

৫. নারী উদ্যোগে আইসিটি এর জন্য একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ৫৫

৫.১ সরকারের ভূমিকা ঃ সক্রিয় আইন প্রণয়ন এবং আইনি কাঠামো ৫৭

৫.৩.২ নারীদের আর্থিক সেবামুলক কার্মকান্ড বৃদ্ধি করা ৬৫

৫.৩.৩ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বাস স্থাপন ৬৬

৫.৩.৪ ক্রাউড ফান্ডিং ৬৬

৫.৪ অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি ৬৭

৫.৫ দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসা উন্নয়ন সেবা ঃ ৬৮

৫.৬ সেবার প্রচার এবং বাজারজাতকরণ ঃ ৬৮

৫.৮ বাস্তবায়ন ঃ ৭১

৬.১ আইন ও নীতিগুলিকে মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করা ৭৫

৬.২ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা ঃ ৭৬

৬.৩ একটি জেন্ডার সহনশীল নীতির পরিস্থিতি তৈরী করা ঃ ৭৭

রেফারেন্স ৭৮

সংযুক্তি ৮১

বক্স ১ টেঁকসই উন্নয়ন কি? ৫

বক্স ২. এসডিজি ৫ ঃ জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করা ৯

বক্স ৩ জেন্ডার কে মূল ধারায় নেয়ার অংশীদার ৪৯

বক্স - ৪ ঃ বিবাহিত এবং অবিবাহিত নারীদের মধ্যে আইনগত পার্থক ৫৭

চিত্র ১ অর্থের প্রবাহ.....১৩

চিত্র ২ জেন্ডার ভিত্তিক ইন্টারনেটের ব্যবহার ২২

চিত্র ৩ আমি কোথায় ভাল কাজ করতে পারব? কি ব্যবহার রয়েছে আমার কাছে? ২৩

চিত্র ৪ জেন্ডার বিশ্লেষণে শাহ এর পদ্ধতি.....৪০

চিত্র ৫ ঃ উদ্যোক্তা পরিবেশ.....৬১

কেস স্ট্যাডি-১ ঃ ২৬

কেস স্ট্যাডি - ২ সেইলা এন্ড ইলান্স (Sheila & Elance) ২৭

কেস স্ট্যাডি-৩ পরিবর্তনের জন্য আইসিটি এবং ভারতের কর্নাটক এর বাসিন্দা প্রাকরিয়ে (Prakriye) আইসিটি ব্যবহার করে ক্ষমতায়নে একটি সংস্কৃতি তৈরী করে ২৮

কেস স্ট্যাডি - ৪ বাংলাদেশের ইনফোলেডি ২৮

কেস স্ট্যাডি - ৬ SEWA আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তন নিয়ে আসে স্বকর্মী নারী সমিতি..... ৩০

কেস স্ট্যাডি-৭ লিখন (Likhaon) একটি অনলাইন এডভোকেসী ফোরাম তৈরী করে ৩১

কেস স্ট্যাডি-৮ কলম্বিয়াতে মুলধারায় জেন্ডার..... ৩৫

কেস স্ট্যাডি ৯ ভিয়েতনামের জেন্ডার অডিট টুল.....৪৩

কেস স্ট্যাডি - ১০ ফিলিপাইনে জেন্ডার সমতায়নের জন্য বাজেট ৪৪

কেস স্ট্যাডি- ১১ ইন্দোনেশিয়ার জেন্ডার মুলধারা ৪৫

কেস স্ট্যাডি- ১২ ভারতের হায়দ্রাবাদের বিক্রেতারা, তাদের জন্য যে সকল ব্যাংক লোন আছে তা সম্পর্কে অজ্ঞাত ৫২

কেস স্ট্যাডি -১৩ ঃ.....৫৯

কেস স্ট্যাডি- ১৪ .....৬৪

কেস স্ট্যাডি -১৫ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ সংস্থা ৬৬

কেস স্ট্যাডি-১৬ কে আই ভি এ. ও আর জি এর মাধ্যমে ক্রাউড ফান্ডিং.....৬৭

শব্দ চিহ্ন গুলির তালিকা

ADB Asian Development Bank

APCICT Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (United Nations)

BDS Business Development Services

BPO Business Process Outsourcing

CEDAW Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (United Nations)

ICT Information and Communication Technology

IT Information Technology

IVRS Interactive Voice Response Service

KYC Know Your Customer

MDG Millennium Development Goal

MSME Micro, Small and Medium Enterprises

MGNREGA Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (India)

NGO Non-Governmental Organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

ROSCA Rotating Savings and Credit Association

SBP State Bank of Pakistan

SDG Sustainable Development Goal

SEWA Self Employed Women's Association

SME Small and Medium Enterprises

SMS Short Message Service

UNDP United Nations Development Programme

UNICEF United Nations Children's Fund

১. ভুমিকা

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আকার-আকৃতি নির্বিশেষে মানবতার অর্ধেকই নারী হিসাবে জন্মায় এবং একটি মেয়ে ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে নারীতে রূপান্তরিত হয়। ইতিহাস জুড়েই দেখা যায় নারীরা সন্তান জন্মদান, পরিবারের স্বাস্থ্য প্রভৃতির দায়িত্ব কাঁধে নেয়। পক্ষান্তরে পুরুষেরা বাড়ির বাইরে যায় ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার ভুমিকা পালন করে।

সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে এবং সংস্কৃতি, সামাজিক আদর্শ ও ধর্মের প্রভাবে এই ভূমিকা সমূহ আরও জটিল হয়ে ওঠে। নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য স্থাপনের জন্য নারী ও পুরুষের সংগ্রাম ইতিহাস জুড়েই রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ম বা দায়িত্বসমূহ পুরুষ দ্বারা নির্ধারিত যা অসম ও পুরুষকে বেশী ক্ষমতা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের ভূমিকা সংক্রান্ত সমাজের প্রধাণ বর্ণনাকে জেন্ডার বা লিঙ্গ বলা যায়।

সমাজের মূল ধারায় নারী ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলি এগিয়ে যায়। বিষয়গুলি নারীবাদী আন্দোলনের অলংকার শাস্ত্রে পরিনত হয়। মতাদর্শের সমস্ত কাঠামো বাদ দিলে লিঙ্গ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মূলতঃ ক্ষমতা সম্পর্কযুক্ত হয় -তা হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন, নারী ও মেয়ে শিশুদের জন্য আরও শিক্ষার ব্যবস্থা, বা সমাজের শাসন ব্যবস্থায় নারীর সমান প্রতিনিধিত্ব।

অতঃপর উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ের অধিকার, ভূমিকা ও দায়িত্বের পুনঃ সঙ্গায়িতকরন। তারা এই ভুমিকা গুলি বলতে প্রদত্ত পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং সম্মানকে বুঝায় । এবং তারা এই ধরনের ভূমিকা ও কর্মকান্ডে সাম্যতা এবং পরস্পর বিরোধের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। কিছু কিছু সমাজে এ উদ্বিগ্নতা সমাজের মূল ধারায় ছেলে ও পুরুষকে নিয়ে আসা কেন্দ্রীক । অন্যান্য সমাজে নারী ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং যা তাদেরকে সমাজে তাদের ভূমিকা অর্থপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম করে। লিঙ্গগত চিন্তাধারার মুল বিষয়সমূহ হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে বৈষম্য যা উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া উচিত। অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতার ফল বুঝা যাবে যদি তার বেছে নেয়ার যোগ্যতা (ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নিজের জীবনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাইরের প্রভাবমুক্ত) থাকে। যদি কেউ ক্ষমতায়নের মাত্রা গড়ে তুলতে চায় তাহলে প্রথমেই আসবে অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা যা পরে তাকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্ঞাত সিদ্ধান্তের জন্য নিরাপত্তা প্রদান করবে।

মানবজাতির অর্ধেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন উন্নয়ন হতে পারে না। তবে জেন্ডার উন্নয়ন, যোগাযোগ, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDGs) এবং টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDGs)[১] এদের মধ্যে জটিল সংযোগগুলি উন্নয়ন বিতর্কে এখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট বা অমিমাংশীত। এ ধরনের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সময়োপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক উভয়ই, কারন এই জেন্ডার বিতর্ক একই সাথে সমাজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক থেকে বিস্ফোরক হয় এবং একটি পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ থেকে বুদ্ধিজীবী ও প্রসাশকগণ এ আলোচনায় অংশ নেয়।

[1] See United Nations, "Sustainable Development Goals". Available from http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

"উন্নয়নে নারী" হতে "নারী ও উন্নয়ন" এবং "জেন্ডার ও উন্নয়ন" বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের পর বিশ্ব সম্প্রদায় স্বীকার করেছে যে, বিশ্বব্যপী নারীর মানবাধিকার অস্বীকৃত। বৈশ্বিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি দিয়েছে যে, জেন্ডার সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবেলা ছাড়াই দরিদ্রের জীবনযাত্রার কোন অর্থপূর্ন উন্নতি করতে পারে না। গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডার মূলে জেন্ডার বিষয়টি থাকা উচিত।

অন্তর্নিহিত, স্থিতিস্থাপকতা এবং স্থিতিশীলতার কথা বলার সকল বৈশ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় জেন্ডারের মাধ্যমে যা একটি সংক্ষিপ্ত পথ। সরকার তাদের প্রতিশ্রুত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্তপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এজন্য জেন্ডার বিষয়টি বোঝা প্রয়োজন অতঃপর একটি জেন্ডার সংবেদনশীল ও স্মার্ট সরকারের দিকে এগোনো যায়[২]।

অর্থনৈতিক সহযোগীতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছে: শিক্ষা, চাকুরী ও উদ্যোক্তা[৩](3E:Education, Employment and Enterpreneurship)। এ মডিউলের অধিকাংশই ৩য় ভাগ(Enterpreneurship) অর্থাৎ উদ্দোক্তা তথা নারীদের মধ্যে উদ্যোক্তা বৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভুমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

যেহেতু এই মডিউলের পদ্ধতিটি এমন একটি ধারণা থেকে এসেছে যে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হচ্ছে উদ্দীপক যা[৪] নীতি নির্ধারক, সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মীরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করে সক্রিয় জেন্ডার স্পর্শকাতর নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে এবং সেগুলো বাস্তাবায়ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত দৃষ্টি দিতে হবে আইসিটি কিভাবে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। পাঁচ দশকের অ্যাপ্লিকেশন এবং গবেষণা থেকে যথেষ্ট প্রমান রয়েছে যে, দক্ষতার সাথে ব্যবহার করলে আইসিটিগুলি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। গত ২০ বছরে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষমতা বেশ কয়েকটি এশিয়ান দেশগুলির দ্রুত উন্নয়নে মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে এবং এই তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সরকারী অফিস, ইউনিভার্সিটি, উন্নয়ন সংস্থা এবং ব্যবসায় গুলিতে সারা বিশ্বে দৃশ্যমান।

উন্নত সরকারী সেবা বৃদ্ধির জন্য ই-সরকার বা আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহার, ভালো জনসাধারণ এবং সুশাসনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটা গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ই-গভর্নেন্স মূলত ঃ সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে ব্যাপক ভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ই-সরকার নীতিমালা ও অনুশীলনে অন্তর্ভূক্ত হলো ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা, বিশেষ করে নারী ও মেয়েদের। অতএব একটি জেন্ডার দায়িত্বশীল ই-গভর্নেন্স সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

[2] Smart government is the use of innovative policies, business models and technology to address the financial, environmentaland service challenges facing public sector organizations. The concept of smart government relies on consolidated informationsystems and communication networks. IGI Global, "What is Smart Government". Available from http://www.igi-global.com/dictionary/smart-government/45119.

[3] OECD,"Gender Equality in the "Three Es" in the Asia/Pacific Region", in Society at a Glance: Asia/Pacific 2014 (2014).Availablefromhttp://www.oecdilibrary.org/docserver/download/8114171ec005.pdf?expires=1464400445&id=id&accname=guest&checksum=AA2CD88D76694B1591FAF95AA8C10D24.

[4] Agency is the capacity of individuals to act independently and to make their own free choices.

প্রেক্ষাপট সুনির্দিষ্ট করার জন্য মডিউলে বৈশ্বিক উন্নয়ন বিষয়গুলির দ্রুত আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বিশেষ করে এসডিজি এবং আইসিটি এবং জেন্ডার বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক (বিভাগ ২ এবং ৩)। অতঃপর একটি বিভাগে মুল ধারার জেন্ডার নীতিমালা সমূহের প্রয়োগ করার নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারে বিশেষ রেফারেন্স সহ জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন এই মডিউলের চুড়ান্ত অংশে (বিভাগ ৫) আলোকপাত করা হয়েছে।

এই মডিউলটি নারী ও আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভের অন্যান্য মডিউল থেকে আলাদা এবং নীতি নির্ধারনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, এতে জেন্ডার ও ক্ষমতায়নের মুল বৈশিষ্ট্যগুলি এবং নীতি ও সরকারী অনুশীলনের উপর মনোযোগ আকর্ষন করে। বিষয়বস্তুতে কিছু ওভারলেপ থাকতে পারে, তবে এই মডিউলটির বিভিন্ন সিরিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই এবং মডিউলের বিষয়বস্তু সমার্থক।

২.এসডিজি প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ও ক্ষমতায়নকে বোঝা ও শেখার ফলাফল সমূহ ঃ

এই বিভাগটি পড়ার পর শিক্ষার্থী অবশ্যই বুঝতে সক্ষম হবে-

- তাদের নিজস্ব দেশের প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ বনাম জেন্ডার ভূমিকা সমূহ
- জেন্ডার সংক্রান্ত গোলগুলির বিশেষ রেফারেন্সসহ স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) চিহ্নিত করা।
- এসডিজি পরিচালনার অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলি বোঝা।
- এসডিজি ও নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা।
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তি এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উদ্যোক্তা বিষয়ে তার গুরুত্ব বোঝা।

২.১ লিঙ্গ বনাম জেন্ডার

লিঙ্গ হলো জৈবিক, মহিলা ও পুরুষ হিসাবে প্রজননের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া দ্বারা সংজ্ঞায়িত। অন্যদিকে, জেন্ডার হলো এমন একটি বিষয় যা নারী পুরুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ভূমিকা এবং নারী, পুরুষ, ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি এবং সম্পর্কগুলি সামাজিকভাবে তৈরী এবং সামাজিকভাবে শিখে থাকে । এগুলোর প্রেক্ষাপট এবং সময় নির্দিষ্ট এবং পরিবর্তনযোগ্য[৫]। জেন্ডার ধারণার মধ্যে রয়েছে সামাজিক প্রত্যাশা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ যা নারী ও পুরুষের একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই সংস্কৃতি জাতিগত, এবং এর পরিবর্তনও জাতিগতভাবে হতে পারে।

[5] UNDP, "Primers in Gender and Democratic Governance #4 – Gender Responsive E-governance: Exploring the TransformativePotential",2008.Availablefromhttp://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womensempowerment/primers-in-gender-and-democratic-governance-4/f_GenderGovPr_eG_Web.pdf.

একটি সাধারণ ধারণা হলো, যখন জেন্ডার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাতে শুধুমাত্র নারী ও নারী সংক্রান্ত বিষয়ই থাকে। যদিও এ ধারণাটি টেকনিক্যালি ভুল, এটি অধিনস্ত এবং বৈষম্যতার ঐতিহাসিক অবস্থার প্রতিফলন (তথ্য দ্বারা প্রমাণিত) যা অনেক সমাজেই নারী ও মেয়েদের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়েছে। এই বৈষম্য সংশোধন এবং পুরুষদের মানবাধিকারের সমতুল্য সকল মানবাধিকারের পূর্ণতা জেন্ডার সমতার আন্দোলনের অংশ। মূলত : সমতা[৬] হলো সমান অধিকার, দায়বদ্ধতা এবং সকলের ভোগের সুযোগ, যদিও তারা নারী ও পুরুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে।

জেন্ডার সমতা হচ্ছে নারী ও পুরুষের সাথে ন্যায্যতার প্রক্রিয়া। এটি করার জন্য প্রায়ই ঐতিহাসিক ও সামাজিক অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন যা নারী ও পুরুষকে একটি সমক্ষেত্রের উপর পরিচালনা থেকে বাঁধা দেয়। সমতা হলো একটি মাধ্যম সমতা হলো ফলাফল।[৭] বিশ্ব সম্প্রদায় গত পাঁচ দশক ধরে জেন্ডার সমতার মাধ্যমে জেন্ডার সমতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

২.২ টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য এজেন্ডা হচ্ছে টেঁকসই উন্নয়ন। এর বিষয়গুলো ২০৩০ সালের টেঁকসই উন্নয়ন[৮] এজেন্ডাতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রকল্পটি সকল জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে অর্জন করা যাবে না- যে কোন কারনেই হোক না কেন, কোন অঞ্চল না গ্রুপকে এই প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে এসডিজি অর্জন করা যাবেনা।

বক্স ১ টেঁকসই উন্নয়ন কি?

টেঁকসই উন্নয়ন এমন উন্নয়ন যা কোন রকম আপোশ ছাড়াই ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে বর্তমানের প্রয়োজনগুলি পূরন করে।

এর মধ্যে রয়েছে দুটি মুল ধারণা ঃ

- "চাহিদার" ধারণা, বিশেষ করে বিশ্বের দরিদ্রদের অপরিহার্য চাহিদা, যার উপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।
- বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে পরিবেশের দক্ষতার উপর রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত সীমাবদ্ধতার ধারণা।

Source: United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987). Available from http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

[6] Ibid.

[7] UNESCO, "Gender Mainstreaming Implementation Framework: Baseline definitions of key concepts and terms", April2003.Availablefromhttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf.

[8] For the full document and details, see https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

পরিপূর্ণভাবে টেঁকসই উন্নয়ন বোঝার তিনটি মূল ধারণা হচ্ছে ঃ

- স্থিতিস্থাপকতা
- অংশগ্রহণ
- কতটুকু টেঁকসই

"স্থিতিস্থাপকতা" হলো সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে বহিরাগত চাপ ও ঝামেলা মোকাবেলা করার জন্য গ্রুপ বা সম্প্রদায়ের ক্ষমতা।[৯] একটি সমাজ বা গোষ্ঠির স্থিতিস্থাপকতার পরিমান আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষমতা এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতি বা অত্যাধিক বৃষ্টি বা খরা সম্পর্কিত পর্ব এবং দুর্যোগ থেকে ফিরে আসার ক্ষমতা। পরিস্থিতি সামলাতে যত ভালো প্রস্তুতি তত বেশী স্থিতিস্থাপক।

অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে আদিবাসী, স্থানীয়, প্রান্তিক, বিরোধিতাকারী, বিচ্ছিন্ন, জাতিগত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরসহ সকল নিরীহ সম্প্রদায়কে মানব উন্নয়ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক। এই সমস্ত উল্লিখিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সারা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক জুড়েই রয়েছে জাতি, ধর্ম, জাতিগত বা অন্য কোন শ্রেণীবিন্যাসভুক্ত নারী ও মেয়েরা। দেশ জুড়ে নারী ও পুরুষ বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্রে কার্যকর জীবন বেছে নেয়ার ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে মহিলারা পিছিয়ে থাকে।

সুসংহতি তিনটি মুল উপাদানকে অন্তর্ভূক্ত করে যা সুসংহত এবং আন্ত:সংযোগের মাধ্যমে সমাধান করা উচিতঃ

১. অর্থনৈতিক বৃদ্ধি
২. সামাজিক অন্তর্ভূক্তি
৩. পরিবেশ সুরক্ষা

জেন্ডার সমতা সামাজিক অন্তর্ভূক্তির অংশ।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, কোন বাস্তব এবং টেঁকসই উন্নয়ন হতে পারে না যদি জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে উন্নয়ন সুবিধা থেকে বাদ দেয়া হয়। সহজভাবে বলা যায়, কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এটা অর্জন করতে হলে, একাধিক সংস্থা আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় একসাথে কাজ করা, একাধিক স্তর এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং একসাথে কাজ করা এবং এটি আবশ্যক।

[9] W. Neil Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" Progress in Human Geography, vol. 24 (September2000). Available from https://groups.nceas.ucsb.edu/sustainability-science/2010%20weekly-sessions/session-102013-11.01.2010-emergent-properties-of-coupled-human-environment-systems/supplemental-readings-from-cambridge-students/Adger_2000_Social_ecological_resilience.pdf.

২.৩ এসডিজি ও নারীর ক্ষমতায়ন

জেন্ডার পার্থক্য এবং বৈষম্যতার কারনে নারী ও পুরুষদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, প্রতিভা, চাহিদা প্রভৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নয়ন উদ্যোগগুলি নারী ও পুরুষের সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে। জেন্ডার গতিপথের বিবেচনা ছাড়াই নারীরা প্রায়ই উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ এবং তা থেকে সুবিধা গ্রহণে বাধার সম্মুখীণ হয়।

উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা অনুমান করে যে, যদি নারীদের উৎপাদনশীল সম্পদের উপর সমানভাবে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণে সমঅধিকার দেয়া হয় তাহলে কৃষি উৎপাদন ২০-৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে যা পরবর্তীতে উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ২.৫-৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং ক্ষুধা-দারিদ্রের সংখ্যা ১২.০ -১৭.২ শতাংশ কমাতে পারে।[১০]

এটি বিবেচ্য বিষয় নয় যে এটি কোন রিপোর্টকে ইঙ্গিত করে। সকল রিপোর্টই পরিবার, সম্প্রদায়ের সমাজে অবদান সত্ত্বেও সমাজে নারী ও মেয়েদের অসহায় অবস্থাটাই তুলে ধরে। প্রায়শই, নারীদের মালিকানা এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস এবং পুরুষদের তুলনায় কম শিক্ষার ও অর্থনৈতিক সুযোগ, যেখানে তারা শ্রম মূল্য ছাড়াই গৃহের ও বাইরের দ্বিগুণ কাজের দায়িত্ব পালন করে।[১১] নারী ও মেয়েদের দুর্বলতার সম্পর্কেও যথেষ্ট জানা যায় যেমন- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, পর্নোগ্রাফি, যৌন নিপীড়ন [১২], মানবপাচার এবং বিভিন্নরূপে মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকার।

অনুরূপ ফলাফল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের মত ক্ষেত্রগুলিতেও উদ্ভুত হয়। যেখানে দেখা যায় উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর (নারী ও মেয়ে শিশুরা প্রায়ই দুর্ভোগ পোহাচ্ছে), এবং বৈশ্বিক তথ্যগুলি ক্রমাগতভাবে দেখাচ্ছে যে, যদি সমান সুযোগ থাকে তবে বৃহত্তর, সুষম এবং আরো ন্যায়সঙ্গত বৃদ্ধির সম্ভাবনাটি দ্রুততর হয়।

নারীর বিরূদ্ধে বৈষম্যমূলক সকল কর্ম দুর করার বিষয়ে জাতিসংঘের কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে (CEDAW)। CEDAW কে মহিলাদের জন্য আন্তর্জাতিক বিধান অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় যার মাধ্যমে সরকার মহিলাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দুর করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[১৩]

---

[10] Food and Agriculture Organization, The State of Food and Agriculture 2010-2011: Women in Agriculture – Closing thegendergapfordevelopment(Rome,2011).Availablefromhttp://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/095-eng-ed2010-2011.pdf.

[11] United States Agency for International Development, "Gender Equality and Women's Empowerment: Integrating Gender",2012. Available from http://transition.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/gender/index.html.

[12] Sextortion is a form of sexual exploitation that employs non-physical forms of coercion to extort sexual favours from thevictim. Wikipedia, "Sextortion". Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Sextortion.

[13] UN Women, "Factsheet: CEDAW and Women's Migration in Asia". Available fromhttp://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/9/factsheet-cedaw-and-womens-migration-in-asia.

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে বেইজিং প্লাটফর্ম ফর একশন নারীদের জন্য গৃহিত হয়,[১৪] এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং সকল সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এবং বেসরকারী খাতকে নিম্নলিখিত বিষয়ে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছে ঃ

- নারীদের উপর স্থায়ী ও ক্রমাগতভাবে দারিদ্রের বোঝা বৃদ্ধি।
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা, সংশ্লিষ্ট পরিষেবার অসাম্যতা এবং অপর্যাপ্ত এবং অসম ব্যবহার।
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা।
- কর্মসংস্থাপনের জন্য বিদেশে বসবাসরত নারীদের উপর সশস্ত্র বা অন্য ধরনের সংঘাতের প্রভাব।
- অর্থনৈতিক কাঠামো এবং নীতিসমূহের মধ্যে বৈষম্য, সব ধরনের উৎপাদনশীল কার্যকলাপে অংশগ্রহণ এবং সম্পদসমূহ ব্যবহারের সুযোগ।
- ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল স্তরে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য।
- নারীদের অগ্রগতি উন্নয়নে সকল পর্যায়ে অপর্যাপ্ত প্রক্রিয়া।
- নারীর প্রতি সম্মানের অভাব এবং নারীর মানবাধিকার রক্ষায় অপর্যাপ্ত প্রচার ও সুরক্ষা ব্যবস্থা।
- নারীদের যোগাযোগ এবং সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে মিডিয়াতে নারীর প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণে জেন্ডার বৈষম্য।
- মেয়ে শিশুর অধিকার লংঘন ও স্থায়ী বৈষম্য।

২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে এসডিজি'র পূর্বসুরি এমডিজি'র ১৫টি সমীক্ষার প্রতিবেদনে[১৫] দেখা যায় যে, জনগনকে দারিদ্র থেকে বের করে আনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য রয়েছে। তবে জেন্ডার বৈষম্য বিশেষত ক্রমবর্ধমান ভাবে চলতে থাকে, পুরুষের তুলনায় নারী আরো বেশী দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে, যা "নারীর দারিদ্র" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।[১৬] আজ নারীরা এখনো শিক্ষা, অর্থনৈতিক সম্পদ ও কর্মক্ষেত্রে কম সুযোগ পায় এবং সরকারী-বেসরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থানে উভয়ের মধ্যে পূর্ব উপস্থাপিত হয়।

জেন্ডার সমতাসূচক দ্বারা গণনাকৃত জেন্ডার সমতাসূচক (সংখ্যায় সমান),[১৭] প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষায় অর্জিত হয়েছে- যার মধ্যে রয়েছে কম শিশু মৃত্যুহার, উন্নত মাতৃত্ব এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি। তবে, কর্মক্ষেত্রে নারীদের

[14] UNWomen,"TheUnitedNationsFourthWorldConferenceonWomen.Availablefrom http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm.

[15] United Nations, The Millennium Development Goals Report 2015 (New York, United Nations, 2015). Available from

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf.

[16] Feminization of poverty is the concept that describes the idea that women represent disproportionate percentages of theworld›s poor. UNIFEM (now UN Women) describes it as «the burden of poverty borne by women, especially in developingcountries». Wikipedia, "Feminization of poverty". Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Feminization_of_poverty.

[17] The Gender Parity Index (GPI) is a socioeconomic index usually designed to measure the relative access to education offemales and males. In its simplest form, it is calculated as the quotient of the number of females by

অধীনস্ত করা চলছে এবং তাদের কাজের জন্য কম বেতন দেয়া হয়, তাদের শিক্ষাগত দিক বিবেচনা না করেই। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এ ধরনের লিঙ্গ ভিত্তিক অবনতি চলছেই।

SDGs লক্ষমাত্রায় ৫ম লক্ষ্য হলো জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়ন (বক্স ২ দেখুন)।

বক্স ২. এসডিজি ৫ ঃ জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করা

এসডিজি ৫ জেন্ডার সমতা ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়েছে। এর প্রধান লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. সর্বত্র সমস্ত নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দুর করা।
২. পাচার এবং যৌন ও অন্যান্য ধরনের শোষণসহ সরকারী ও প্রাইভেট স্কুলে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা দুর করা।
৩. সব ধরণের ক্ষতিকারক চর্চা যেমন ঃ শিশু ও বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং মহিলা জিনগত (Genitalmupilation) বিকৃতি দুর করা।
৪. সরকারী পরিসেবা, অবকাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা এবং পরিবার ও পরিবারের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া এবং তা জাতীয় ভাবে যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে অবৈতনিক যত্ন, গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্যায়ন করা।
৫. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনসাধারণের জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীর পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
৬. জনসংখ্যা ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কার্যক্রম এবং বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এর পর্যালোচনা সম্মেলনের ফলাফল ডকুমেন্ট অনুযায়ী সম্মতি হিসাবে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারে সার্বজনীন সুযোগ নিশ্চিত করা।
৭. জাতীয় আইন অনুযায়ী অর্থনৈতিক সম্পদ, ভূমি ও সম্পত্তি, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকারে নারীদের সমান অধিকার প্রদানের জন্য নিয়মগুলো সংস্কার করা।
৮. নারীর ক্ষমতায়ন প্রচারে, বিশেষ করে সক্ষম আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।
৯. জেন্ডার সমতার প্রচার এবং সব স্তরের সকল নারী ও মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য সুদৃঢ় নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন গ্রহণ ও শক্তিশালীকরণ।

---

the number of malesenrolled in a given stage of education (primary, secondary, etc.). Wikipedia, “Gender Parity Index”. Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Parity_Index.

SDG - ৫ ছাড়াও, যা স্পষ্টভাবে নারী ও মেয়েদের বিশেষ চাহিদার কথা বলে, অন্য সব ১৬টির লক্ষ্য "ব্যাপক" এবং সার্বজনীন, যেমন, সকলের জন্য অপরিহার্য। এর মানে নিখুঁতভাবে, যেহেতু লক্ষ্য ৫ এর অধীনে নারী ও মেয়েদের বিশেষ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে, অন্যান্য এসডিজি অর্জনের প্রচেষ্টায় অবশ্যই নারী ও মেয়ে শিশু, এবং অন্যান্য ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারের জড়িত হওয়া ছাড়া ন্যায়সংগত উন্নয়ন এবং নারী ও মেয়েদের "ক্ষমতায়ন" ঘটতে পারে না।

এ থেকেই ক্ষমতায়নের ধারণা আসে যা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সরকারের ভূমিকার আলোচনার পূর্বেই আলোচনা করা উচিত।

২.৪ ক্ষমতায়ন কি ?

উন্নয়নমূলক বক্তৃতাগুলিতে, ক্ষমতায়ন একটি অত্যন্ত বিতর্কিত শব্দ। কখনও কখনও ক্ষমতায়ন শব্দটি "এজেন্সী" হিসেবে প্রায়ই অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সম্পর্কের সাথে আলাপচারিতায় ব্যবহৃত হয়। আসলে ক্ষমতায়ন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জাতিসংঘ ক্ষমতায়নকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছে ঃ

ক্ষমতায়নের ফলে মানুষ নারী ও পুরুষ উভয় তাদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, নিজের এজেন্ডা সেট করতে পারে, দক্ষতা লাভ করতে পারে (বা তাদের নিজস্ব দক্ষতা এবং জ্ঞান স্বীকৃত), আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে, সমস্যার সমাধান করতে এবং আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।।[১৮]

যদি এই ধারণাটি সম্প্রসারিত করা হয় এবং ক্ষমতায়ন/এজেন্সীকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে নারী বা মেয়েদের ক্ষমতার মাত্রা কতটুকু তার পরিমাপ করা সম্ভব।

- **সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ**- নারীদের আয় করার সক্ষমতা এবং আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, ইচ্ছামত ব্যবহার ও বস্তুগত সম্পদ ফেলে দেয়ার ক্ষমতা প্রভৃতির দ্বারা পরিমাপ করা যায়।
- **মুক্তভাবে চলাফেরার সক্ষমতা**- নারীরা তাদের চলাফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন কি-না এবং ঘরের বাহিরে যাওয়ার সক্ষমতা দ্বারা পরিমাপ করা যায়।
- **পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত নেয়া**- নারী ও মেয়েরা কখন কাকে বিয়ে করবে, কখন কতটা বাচ্চা নিবে এবং কখন বিয়ে ভঙ্গ করবে এগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা আছে কি-না তার দ্বারা পরিমাপ করা যায়।
- **সহিংসতার ঝুঁকি মুক্ত**-পারিবারিক এবং অন্যান্য (যেমন- যৌন, দৈহিক বা মানসিক) সহিংসতা আছে কি-না দ্বারা পরিমাপ করা যায়।

[18] UN Women, "Women's Empowerment Principles: Equality Means Business", second edition, 2011. Available from http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/10/women-s-empowerment-principles-equality-means-business.http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf.

- **সমাজে কথা বলা ও নীতি নির্ধারনের প্রভাব-** আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহন এবং প্রতিনিধিত্ব এবং সমষ্টিগত কর্ম ও সংগঠন সমূহে অংশগ্রহণ বা জড়িত হওয়া দ্বারা পরিমাপ করা যায়।[১৯]

এখানে যুক্তি দেয়া হয় যে, এজেন্সী ব্যবহার করার চাবিকাঠি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নিহিত রয়েছে, কারণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অন্যান্য অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উন্নত করতে পারে। উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি ধরন হিসাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি এবং অনেক অর্থনীতিতে নারী উন্নয়নের একটি অসাধারণ সম্ভাবনা সহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সমাজকে রূপান্তর এবং দারিদ্র দূরীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[২০]

উচ্চতর আয় সামাজিক ও অন্যান্য পরিসেবা ব্যবহারে ভালো সুযোগ করে দেয়। উপরন্ত, উচ্চ আয় অর্থনৈতিক নির্ভরতা কমাতে এবং এভাবে এই পরিবারে বা বাড়ীতে ভালোভাবে অংশগ্রহণ ও ভালোভাবে দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ, পাশাপাশি সম্প্রদায়েও একই রকম সুযোগ করে দেয়। যদি মহিলারা তাদের নিজস্ব আয় উপার্জন করতে পারে তাহলে ক্ষমতা প্রয়োগের সক্ষমতা বাড়বে।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন জেন্ডার বৈষম্য দূর করবে না, তবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চালক। এটা বলা যায় না যে অন্যান্য সামাজিক, আইনী ও রাজনৈতিক শর্তগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়; কারণ তারা এবং সরকার যদি এই ধরনের বৈষম্য কমাতে আইনি কাঠামো তৈরীতে একটি ইতিবাচক ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নও হবে।

২.৫ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভূক্তি

অর্থসংস্থান ও ঋণের সুযোগ হচ্ছে উদ্যোক্তাদের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। এটি আরও বেশী মহিলাদের জন্য যারা সামাজিক, শিক্ষাগত এবং আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে সম্পদ ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণে বাঁধা প্রাপ্ত। বিশ্বব্যাপী এই সীমাবদ্ধতাগুলি সম্বনিত অর্থের জন্য একটি বাঁধা।

[19] World Bank, "Promoting Women's Agency", in World Development Report 2012 (Washington D.C., 2012). Available fromhttp://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210131593622 2006/chapter-4.pdf.

[20] OECD, "Gender Equality in the "Three Es" in the Asia/Pacific Region", in Society at a Glance: Asia/Pacific 2014 (2014),p.41.Availablefromhttp://www.oecdilibrary.org/docserver/download/8114171ec005.pdf?expires=1464400445&id=id&accname=guest&checksum=AA2CD88D76694B1591FAF95AA8C10D24.

জাতিসংঘের মতে ব্যাপক (Inclusive) অর্থসংস্থান এর সংজ্ঞা হলো ঃ

> বিভিন্ন সুসংগত ও টেঁকসই প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত একটি বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবা, একটি যুক্তিসংঙ্গত মূল্যে তা পাওয়ার সুযোগ।[২১]

সংজ্ঞাটি বিভিন্ন রকম হতে পারে,[২২] তবে ব্যাপকভাবে সম্মত হয় যে, সমবায় অর্থায়ন শুধুমাত্র আর্থিক সেবা যেমন "পেমেন্ট, সঞ্চয়, ঋণ এবং বীমার সুযোগ উল্লেখ করে না বরং সমবায় অর্থসংস্থান আর্থিক সেবা, ভোক্তাদের আর্থিক ক্ষমতা এবং তাদের সুরক্ষা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণের জন্য সরকারী পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কেও উল্লেখ করে।

নারীর আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জন্য সবচেয় শক্তিশালী যৌতিক অর্থনৈতিক সুবিধা হলো উৎপাদনশীল সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং আর্থিক মধ্যস্থতা হলো শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাথে যুক্ত।

"নারীর বাজার" (বা বাজারে নারী) খুব বড় এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী নিম্ন আয়ের স্ব-চাকুরীরত নারীর অনেক অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, কৃষি ও পশুপালন, ছোট ও মাঝারী উদ্যোগ (এস এম ই) মালিক, এবং নিম্ন আয়ের বেতনাভূক শ্রমিক (যেমন ঃ কারখানা শ্রমিক, গার্হস্থ্য শ্রমিক)। এই গ্রুপের একটি সাধারন এবং ঘনঘন উদ্ভূত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো যে এদের প্রায়ই আর্থিক সেবা থেকে বাদ দেয়া হয়, কারণঃ

- আর্থিক সামর্থ্য ও আর্থিক সক্ষমতা কম।
- সম্পত্তি আইনের কারণে শর্তাদি পূরণে অসামর্থ্য।
- কাজ করার অধিকার, চুক্তি স্বাক্ষর, ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা।
- যথাযথ পরিচয় পত্রের অভাব।
- স্বামীর সম্মতি ছাড়াই ঋণ গ্রহণ করতে অক্ষম।

এই বিষয়ের উপর প্রতিবেদনগুলি দেখিয়েছে যে নারীরা ক্রমবর্ধমান হতাশাজনক অংশ হিসাবে অর্থের ব্যবহারকে নির্দেশ করে। অতএব এই সমস্যাগুলো তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্য নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে ইচ্ছাকৃত মনোযোগের প্রয়োজন এবং এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য নারী পুরুষ সকলের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভূক্তির মধ্যে রয়েছে বিস্তৃত পরিসরের আর্থিক পণ্য যা সম্ভাব্য ঋণ, সঞ্চয়, বীমা, পেমেন্ট এবং গার্হস্থ্য ও আন্তর্জাতিক রেমিটেন্সসহ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সুবিধাসহ এসএমই সুবিধা প্রদান করা।

[21] United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Inclusive & Local Finance". Available from http://www.un.org/esa/ffd/topics/inclusive-finance.html.

[22] The World Bank and IMF adopted a more specific and measurable definition as: "the proportion of individuals and firmsthat use financial services", which focuses more on measuring actual use than providing the access. On the other hand,ESCAP's 2015 discussion paper takes a more inclusive approach by defining inclusive finance as: "the process of ensuringaccess to appropriate financial products and services needed by all members of the society in general, vulnerable groupsin particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institutional players".

চিত্র ১ অর্থের প্রবাহ

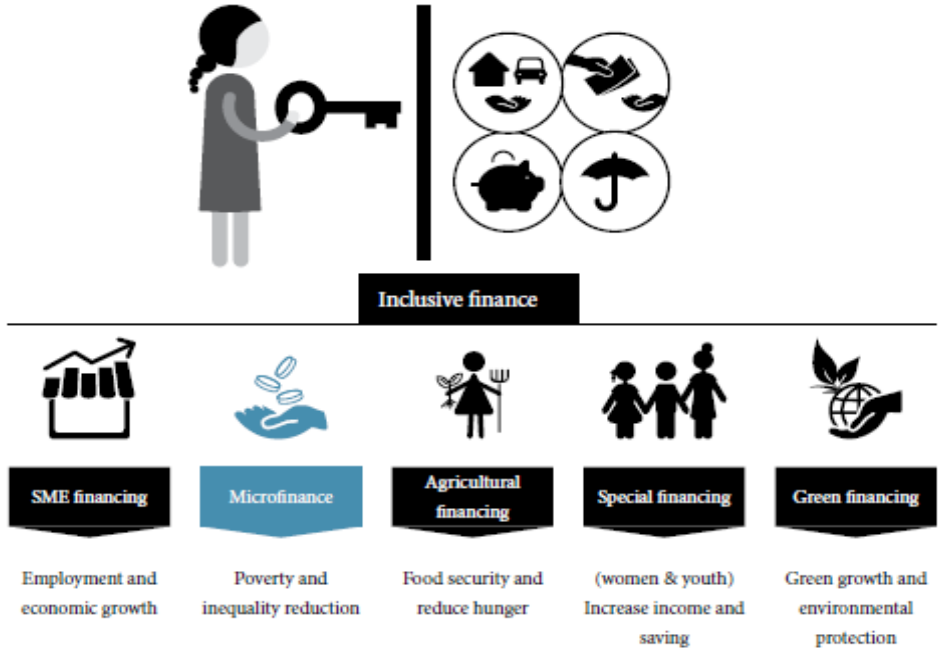

Source: Md. Ezazul Islam, "Inclusive Finance in the Asia-Pacific Region: Trends and Approaches", Draft Discussion Paper: Asia-Pacific High-Level Consultation on Financing for Development, Jakarta, Indonesia, 29-30 April 2015. Available from https://www.unescap.org/sites/default/files/3-ESCAP_FfD_Financial%20inclusion_24April2015.pdf.

২.৫.১ আর্থিক পণ্য ও সেবা সমূহ

মাইক্রো ফাইনান্স সেইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সেবা প্রদান করছে যারা আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংকগুলি থেকে বাদ পড়েছে, কারণ তারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করতে পারে না।

১৯৭০ দশকে গ্রামীন ব্যাংকের মাধ্যমে আধুনিক মাইক্রো ফিনান্সের প্রবর্তন করা হয়, যা দ্রুত বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। মাইক্রো ফিনান্স প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে ছোট ছোট ঋণ দিয়ে শুরু করেছে, তবে উন্নয়নশীল দেশের নিম্ন আয়ের সম্প্রদায়ের চাহিদা অনুযায়ী এটি একটি বিস্তৃত সেট এটিকে আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও সমন্বয় করা যায়।

মাইক্রো ফাইনান্স প্রায়ই নারীদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন রকম প্যাকেজ অফার করে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য মাইক্রো ফাইনান্স নিম্নলিখিত বিকল্পসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে ঃ

- **মাইক্রো সেভিংস-** সঞ্চয়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় যার ফলে সঞ্চয় জমা দেয়ার ক্ষেত্রে নারীরা সক্ষম হয়।
- **ক্ষুদ্র ঋণ-** দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা কম বেকারত্ব, মুলধনের অভাব এবং কোনও অতীত ঋণের কারণে ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না হওয়ায়, যাদের স্বল্প স্বার্থে এবং শারীরিক শর্তাদি ছাড়াই অল্প পরিমান অর্থ প্রদান করা হয়।
- **মাইক্রো ইনসিওরেন্স-** কম প্রিমিয়াম এবং কম কাভারেজসহ গরীব মানুষের জন্য বীমা। এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো গ্রাহকদের সেবাটির মুল্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং গনমাধ্যম সচেতনতা তৈরী করা।

২.৫.২ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জন্য সরবরাহ ও চাহিদা

উপরে উল্লেখিত বিকল্পগুলি আর্থিক অন্তর্ভূক্তির যোগান অংশের একটি অংশ, যা আর্থিক বাজার/পরিষেবার বিধান এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অন্তর্ভূক্ত করে। একটি চাহিদা অংশ আছে যা বিবেচনা করা প্রয়োজন, যেমন ভোক্তাদের সচেতনতা, এবং আর্থিক পণ্য জ্ঞান, আর্থিক স্বাক্ষরতা এবং ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা।[২৩]

মাইক্রো ফাইনান্সের শুধুমাত্র যোগান অংশকে আলোচনায় আনা যথেষ্ট নয়। এটি চাহিদা স্বাপেক্ষে বিষয়গুলির সাথে মিলিত হতে পারে যেমন আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রচার, ভোক্তা আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধির এবং ভোক্তা সুরক্ষা নীতিগুলির উন্নয়ন যা দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে বিবেচনা করে।

আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান এবং শিক্ষা তিনটি উপাদন অন্তর্ভূক্ত ঃ

- **আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান** - আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে দক্ষতা এবং জ্ঞান।
- **আর্থিক শিক্ষা**- আর্থিক ভাবে শিক্ষিত হওয়ার জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব তৈরীর প্রক্রিয়া। এটি উপার্জন।খরচ সঞ্চয়, ঋণ এবং বিনিয়োগের বিষয়ে ভাল অর্থ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে মানুষকে প্রবর্তন করে।
- **আর্থিক সামর্থ্য-** আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান মধ্যে নিহিত জ্ঞান এবং দক্ষতা ব্যবহার করার ক্ষমতা এবং সুযোগ। আর্থিক সামর্থ্য একটি বিস্তৃত ধারণা যা মূলত আর্থিক ব্যবস্থার সাথে ব্যক্তিগত কার্য সম্পাদন করে।

[23] Md. Ezazul Islam, "Inclusive Finance in the Asia-Pacific Region: Trends and Approaches", Draft Discussion Paper: Asia-PacificHigh-Level Consultation on Financing for Development, Jakarta, Indonesia, 29-30 April 2015. Available from https://www.unescap.org/sites/default/files/3-ESCAP_FfD_Financial%20inclusion_24April2015.pdf.

২.৫.৩ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সমস্যা

উন্নয়নশীল দেশে ৪০% দরিদ্র পরিবারের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী বয়স্কদের ব্যাংকিং পরিষেবাগুলোতে[২৪] প্রবেশাধিকার নেই। এদের প্রতি পাচজনের একজন রিপোর্ট করে যে, ব্যাংকের দূরত্ব হলো ব্যাংক হিসাব[২৫] না থাকার কারণ। সুতরাং ব্যাংকিং না করা সরকারের পক্ষে একটি সমস্যা।

উন্নয়নশীল দেশগুলির এসএমই এবং উদ্যোক্তাদের অর্থায়নগুলির জন্য সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। মাত্র ১৮ শতাংশ উন্নয়শীল দেশে ছোট উদ্যোগের ঋণ[২৬] আছে। ঋণের নিরাপত্তার অভাব, অপ্রত্যাশিত আর্থিক স্বাক্ষরতা এবং ভোক্তা সুরক্ষা, সেই সাথে সমাজতান্ত্রিক সংকোচনের মধ্যে উল্লখিত অন্যান্য অনেক কারণগুলির মধ্যে এটি অন্তর্ভূক্তির কারণ হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে জেন্ডার বৈষম্য।

ব্যাংক হিসাবের মালিকানা, সংরক্ষণ, ক্রেডিট এবং অর্থ প্রদানের পরিসেবাগুলির ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়না।[২৭]

দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাংক একাউন্ট মালিকানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী জেন্ডার গ্যাপ ১৮ শতাংশ পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে। ব্যাংক একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে তা আরও বিস্তৃত। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ঋণের হারের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে যা উল্লেখযোগ্য।[২৮]

অর্থ সংস্থানে সীমিত প্রবেশাধিকার মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য একটি গুরুতর বাধা। এই কারণে অন্যান্য বাঁধাগুলির সাথে সংযুক্ত নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঃ

- ব্যবসা ছোট আকারের হয় এবং ব্যবসার আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে নারী উদ্যোক্তার মালিকানা কমতে থাকে।
- সীমিত ক্ষেত্রে কম মান বৃদ্ধি এবং কম প্রবৃদ্ধি যেমন সেবা খাত এবং সামাজিক নিয়ম যেমন- রান্নার, সেলাই, চুলের কাজ) এর সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপগুলির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে।

[24]World Bank, "The Global Findex Database 2014".Available from http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex.This is a comprehensive database on financial inclusion, launched by the World Bank, to provide in-depth data on howindividuals save, borrow, make payments, and manage risks. Collected in partnership with the Gallup World Poll and fundedby the Bill & Melinda Gates Foundation, the Global Findex Database is based on interviews with about 150,000 adults inover 140 countries.

[25] The unbanked refers to those who do not have a bank account at a formal financial institution. Distance refers to the formalfinancial institution being too far away.

[26] World Bank, "Enterprise Survey 2014". Available from http://data.worldbank.org/data-catalog/enterprise-surveys.

[27] World Bank, "Global Findex Database 2014". Available from http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex.

[28] Ibid.

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

- কাগজের একটি অংশে পনেরটি শব্দ লিখুন যেগুলোতে আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে বিপরীত লিঙ্গের বর্ণনা করে।
- এই শব্দগুলিকে দুটি কলামে শ্রেণীবদ্ধ করুন- যেগুলি জৈবিক কার্যকারিতা প্রতিফলিত করে এবং যেসব সামাজিক ভূমিকা প্রতিফলিত করে যা আপনার সমান বিপরীত লিঙ্গের নির্দেশ করে।
- সেক্স ও জেন্ডার সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ধারনায় তালিকাটি কি বলে?
- আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কতগুলো শব্দ প্রতিনিধিত্ব করে এবং কতগুলির ভুমিকা পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে হয়।

মুল বার্তা

- সেক্স জৈবিক। জেন্ডার একটি সামাজিক কাঠামো এবং মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বুঝায়।
- জেন্ডার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সমাজ নির্দিষ্ট যা স্থায়ী হয় না। জেন্ডার সম্পর্ক পরিবর্তিত হতে পারে।
- স্থায়ী উন্নয়নের জন্য গ্লোবাল এজেন্ডা ২০৩০ এর অন্তর্নিহিত নীতি হল অন্তর্ভূক্তি, স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করে যে, টেঁকসই উন্নয়নের সুবিধাগুলি সবাই যেন সমভাবে পায়, কেউ যেন বাদ না পড়ে।
- বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের একটি ঐতিহাসিক ও দীর্ঘস্থায়ী অুসবিধা দেখা দিয়েছে যার অনেক কারণ রয়েছে।
- ক্ষমতায়ন মানে সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাহিনী দ্বারা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নারী ও পুরুষ উভয়ই তাদের জীবন মান নিয়ন্ত্রণ করতে পরে, নিজের এজেন্ডা সেট করতে পারে, দক্ষতা অজর্ন করতে পারে এবং সমাজে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- এসডিজি এর লক্ষ্য ও বিশেষ করে নারী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে দায়িত্ব দেয়। অন্যান্য মুল লক্ষ্যগুলির মধ্যে নারীর চাহিদাগুলি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত।
- যেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের অনেক দিক রয়েছে, নারী ও মেয়ে শিশুদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য একটি প্রধান উদ্দীপক হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। এটি ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় শর্ত।
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নারী সমবায় সমিতিকে সমর্থন করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩. নারী ও আইসিটি ঃ ক্ষেত্রসমূহ

শেখার ফলাফল

এই বিভাগটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে সামর্থ্য হবে ঃ

- জেন্ডার পার্থক্যকে সংকুচিত করে আইসিটি এর সম্ভাব্যতা বুঝতে পারে।
- তাদের নিজেদের দেশে নারী ও আইসিটি এর মধ্যে ইন্টারফেসে কেস স্ট্যাডি সনাক্ত এবং বিশ্লেষন করতে পারে।
- আইসিটি ব্যবহারে নারীদের সুনির্দিষ্ট বাঁধা বুঝতে সক্ষম হয়।

বিশ্ব সাহিত্যের মুলধারার বিশ্বাস হলো আজকের আইসিটি "জেন্ডার নিরপেক্ষ" এবং "ক্ষমতায়নের সরঞ্জাম"। বিশেষ করে মোবাইল ফোনের বিস্তার নিয়ে, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভুমিকাতে সমানভাবে নারী ও পুরুষকে ক্ষমতায়নের জন্য বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ধারণা করা হয় যে, আইসিটি সবল ভাবে জেন্ডার নিরপেক্ষ।

কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন না করা পর্যন্ত আইসিটিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে পিরামিডের নীচের অংশে এবং "নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ"[২৯] দের ভবিষ্যৎ আইসিটি নীতি ও অনুশীলনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় না। ডিজিটাল এবং জ্ঞান বিভেদকে আরও বাড়িয়ে তুলতে আইসিটি গুলিকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দেখা যায়, যা নারীর ক্ষমতায়নে বাঁধা হতে পারে।[৩০]

আইসিটিগুলি বর্তমানে বিশ্ব সমাজের রূপান্তরের ভুমিকা পালন করছে। যোগাযোগ এবং পরিবহন খরচ একটি উল্লেখযোগ্য পরিমানে কমাতে, বাণিজ্যিক লেনদেনের গতি বাড়াতে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের দিক পরিবর্তন করেছে। যেহেতু আইসিটি দুরত্বকে অপ্রাসঙ্গিক করে রেখেছে তাই মুল প্রজেক্ট থেকে দুরবর্তী ইউনিটে, ব্যবসায় প্রক্রিয়া আউটসোর্সিং (বি পি ও) বা কল সেন্টারগুলি বিভিন্ন সামগ্রী বা সেবা গুলিতে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজের স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। কম উন্নয়নশীল, কম্পিউটারে শিক্ষিত এবং ইংরেজীতে শিক্ষিত শ্রমশক্তির মাধ্যমে কিছু উন্নয়নশীল দেশ উপকৃত হয়েছে। এই সকল দেশের নারীরাই বিশ্বব্যাপী বিতরনকৃত কাজের প্রধান কর্মী।

যাইহোক, অন্য কোন উদ্ভাবনের মতো আইসিটিগুলি সমাজের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। অতএব, ন্যান্সি হাফকিন এর যুক্তি হলো আইসিটিগুলি জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়।

---

[29] The silent majority is an unspecified large group of people in a country or group who do not express their opinions publicly.

Wikipedia, "Silent majority". Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Silent_majority.

[30] Nancy Spence, "Gender, ICTs, Human Development, and Prosperity", USC Annenberg School for Communication and Journalism, Volume 6, Special Edition (2010). Available from http://itidjournal.org/itid/article/download/626/266.

একটি অনুমান যে, একটি তথাকথিত জেন্ডার নিরপেক্ষ তথ্য প্রযুক্তি প্রকল্প জেন্ডার নির্বিশেষে সম্পূর্ণ জনসংখ্যার উপকাত করবে যা বাস্তবতা বিবর্জিত কারণ প্রযুক্তির উপর জেন্ডার সম্পর্কের প্রভাব এবং সামাজিক বাধাসমূহ যা নারীদের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করতে বাঁধা সৃষ্টি করে।[৩১]

প্রযুক্তিগুলি প্রবেশাধিকার সামাজিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি আরও সাপ্লাই সাইড বিষয়াবলী রয়েছে যা সংস্থার উন্নতির জন্য নারীদের আইসিটি ব্যবহার সীমিত করে। এই বিষয়গুলিতে প্রযুক্তি নকশা এবং ব্যবহারকারীর ইন্টারফেস, সামগ্রী, ইন্টারনেটের ভাষা (প্রধানত ইংরেজী) এবং কিছু প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন।[৩২]

উপরোক্ত বিশ্লেষণটি সঠিক হলেও, পরিবর্তনের প্রমান আছে, যদিও সেটি সরলীকরণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। লেখক ২০১০ সালে ভারতে বিস্তৃত ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সময়, ধারাবাহিকভাবে একটি প্রমান দেখিয়েছেন যে, মোবাইল ফোনের মালিকাণাধীন নারীরা মোবাইল ফোন ছাড়া নারীদের চেয়ে বেশী আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস হয়।[৩৩] মহিলাদের জন্য চেরী ব্লেয়ার ফাউন্ডেশন দ্বারা গবেষণায় অনুরূপ ফলাফল প্রদর্শন করে। সাধারণত মোবাইল ফোন নারীদের ছোট ব্যবসার জন্য, পরিবার, বন্ধুদের এবং ক্লায়েন্টদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করে।

অতএব, যে পদ্ধতিতে আইসিটি নারীদের সহায়তা ও প্রভাবিত করতে পারে তার উপর ব্যাপক আলোচনার আগে, নারী ও আইসিটির মধ্যে বিভক্তি নিয়ে (Inter section) একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা জরুরী।

দুটি বিষয় ঐতিহাসিকভাবে নারী এবং আইসিটির মধ্যে বিভক্তির উপর আলোচনার আধিপত্য করে। এগুলো হলোঃ ১. যোগাযোগ পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ এবং ২. গনমাধ্যমে নারী ও মেয়েদের নিয়ে নাটক।

এই দুটি বিষয় নারীদের ক্রিয়েটিভ এরিয়া "J-এর বেইজিং প্লাটফর্মের" প্রতিফলন যা সরকারী, বেসরকারী ও মিডিয়া সংস্থার প্রতি নির্দেশ করে ঃ ১. মিডিয়া এবং নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর অভিব্যক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগবৃদ্ধি ২. প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে নারীদের একটি সুসম ও অপ্রচলিত চিত্র তুলে ধরার জন্য।

আইসিটি ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করার আগে উভয় বিষয়ের একটি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান প্রয়োজন কারণ জেন্ডার সমস্যাসমূহ সমাজে বিদ্যমান এবং মুলধারার গণমাধ্যমে যা আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং এখন আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে এগুলি আরও অগ্রসর হচ্ছে।

[31] Nancy J. Hafkin, Is ICT gender neutral? A gender analysis of six case studies of multi donor ICT projects (Santo Domingo: United Nations Research and Training Institute for the Advancement of Women (now UN Women), 2002).

[32] Swasti Mitter, "Globalization, ICTs and Economic Empowerment", in Gender and the Digital Economy: Perspectives from the Developing World, Cecilia Ng and Swasti Mitter, eds. (New Delhi: Sage, 2006).

[33] Cherie Blair Foundation for Women, "Mobile Technology Programme". Available from http://www.cherieblairfoundation.org/programmes/mobile/.

৩.১ যোগাযোগ পেশায় নারীর অংশগ্রহন

নারীদের নিয়ে ১৯৯৫ সালের বেইজিং কনফারেন্সের ২০ বছর পর কনফারেন্সের আলোচনাকৃত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, নারীদের অংশগ্রহণের হারে সামান্য ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। নারীদের মধ্যে ২০ শতাংশের কম বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং নারীদের খুব কম অংশই মিডিয়ার[৩৪] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কম এবং অসম মজুরি, অন্যায় আচরণ এবং কাজের স্বীকৃতির অভাব, কর্মস্থলে নারাজি এবং হয়রানি এবং পেশাদার ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখার দ্বৈত বোঝা প্রভৃতি নারীদের পেশা ছেড়ে দেয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন আইসিটি প্রবর্তনের সাথে সাথেই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়নি। সেখানে সামান্য বা জেন্ডার বিচ্ছিন্ন তথ্য পাওয়া যায় না এবং শুধু জাতীয় আঞ্চলিক পর্যায়ের ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের তথ্য পাওয়া যায় যা জাতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি নির্দেশক জেন্ডার বিচ্ছিন্ন ক্রম বর্ধমান সংখ্যা (তথ্য সংগ্রহের কোন ষ্ট্যান্ডার্ড ছাড়াই)। আইসিটি খাতকে সংকীর্ণ অর্থে একটি পুরুষ শাসিত শিল্প হিসাবে ধরা হয়। এটি শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পেশাজীবি এবং উচ্চতর ব্যবস্থাপক পর্যায়ের জন্যই সত্য।

তবে, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন রিপোর্টটি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আইসিটি সেক্টরে নারীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে এবং দেখা যায় যে, কিছু দেশে আইসিটি সেক্টরে নারীদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা করছে। চীন, ভারত ও ফিলিপাইনের মতো উদীয়মান অর্থনীতিতে, আইসিটি শিল্পে নারীদের অধিক অংশগ্রহণ রয়েছে, যদিও এতে নিম্ন স্তরের সমর্থন রয়েছে।[৩৫]

ভারতে আইসিটি সেক্টরে যোগাদানের জন্য নারীদের প্রণোদনা প্রদান করা হয়। তারা পিক এন্ড ড্রপ ট্যাক্সি সুবিধা প্রদান, যৌন হয়রানি কমিটি গঠন এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করে থাকে। ফলসরূপ আইসিটি সেক্টরে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত ভারতের সাধারণ কর্মসংস্থান (২০০৯ সালে ৩১ শতাংশ) সর্বোচ্চ জেন্ডার রেশিও অর্জন করেছে এবং ২০০৯ সালে ২০ শতাংশ নারীর জন্য ব্যবস্থাপক পদ খোলা হয়েছে। [৩৬]

---

[34] See: Who Makes the News, "Global Media Monitoring Project". Available from http://whomakesthenews.org/gmmp; C. Rodriguez Bello, Women and Media: Progress and Issues (Toronto: Association for Women's Rights in Development, 2003); and United Nations Commission on the Status of Women, "Secretary-General's Report: Participation of women in the news media and in the information and communications technologies and women's access to them, as well as their repercussions
on the advancement and empowerment of women and their use for these purposes", Doc E/CN.6/2003/6. Available from http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/47sess.htm. See also ESCAP, Gender Equality and Women's Empowerment I Asia and the Pacific: Perspectives of Governments on 20 Years of Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (Bangkok, 2015). Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/B20%20Gender%20Equality%20Report%20v10-3-E%20(Final%20for%20web).pdf.

[35] International Labour Organization, 2001 Report on Work in the New Economy, cited in International Telecommunication Union, "A Bright Future in ICTs: Opportunities for a New Generation of Women", February 2012. Available from https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and Girls/Documents/ReportsModules/ITUBrightFutureforWomeninICTEnglish.pdf.

[36] Ibid., p. 33; and NASSCOM, "Impact of IT-BPO Industry in India: A Decade in Review", pp. 12-13. Available from http://www.nasscom.in/impact-itbpo-industry-india-decade-review

মালয়েশিয়ায়, মাল্টিমিডিয়া সুপার কোরিডোর এ একটি বিশেষ প্রশাসনিক জোন নির্মাণে দেশটি সিদ্ধান্ত নেয়, যা আরও বেশি উদার নিয়ম ও বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় ও আইসিটি সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, আইসিটির হঠাৎ উন্নতির কারণে সুপ্রশিক্ষিত আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব থাকায় দেশের আইসিটি সেক্টরটি নারীদেরকে পূর্বের পুরুষের আধিপত্যপূর্ণ আইসিটি সমাজে নতুন সদস্য হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে।[৩৭]

৩.২ মিডিয়াতে নারী ও মেয়েদের চিত্রনাট্য

সারা পৃথিবী হতে নেয়া তথ্য, দেশ নির্বিশেষে দেখা যায় সমস্ত যোগাযোগ মিডিয়াতে মেয়ে ও নারীদের চিত্রনাট্যের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। নারীদের মিডিয়া শিল্পে উপস্থাপিত করা হয় এবং নারীদের মিডিয়া কাভারেজ নেতিবাচক, ছদ্মবেশী, লিঙ্গবাদী এবং অপমানজনক হতে চলেছে। নারী সাধারণত ফ্যাশান, অনুভূতিশীল সম্পর্ক ও পরিবারের মতো বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং প্রায়ই কয়েকটি প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের জন্য কাজ করে।

প্রকৃতপক্ষে নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন পরিস্থিতি উন্নত করেনি বরং খারাপ হয়েছে। আইসিটি বিপ্লবের সবচেয়ে নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে একটি হলো নারী ও শিশুদের যৌন শোষণের জন্য ইন্টানেটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার।[৩৮] ইন্টানেট টেকনোলজি যৌন নিপীড়নের ছবি ও ভিডিওগুলি অবাধে কিনতে, বিক্রি করতে, বিনিময় করতে এবং যৌন নিপীড়নের উদ্দেশ্যে পার্টনার খুজে পেতে সাহায্য করে। আরও ভয়ংকর বিষয়গুলো নারী পাচারের জন্য ইন্টারনেটের ব্যবহার উদাহরনস্বরূপ, ওয়েব পেজগুলি যে তরুন মহিলাদের জন্য মিথ্যা পেশা সুযোগের বিজ্ঞাপন দেয়, যারা একবার তা গ্রহণ করে চিরতরে যৌনদাস হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়।

মিডিয়া এবং বিষয়বস্তু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি রয়েছে। বিশেষ করে এটি এমন একটি পদ্ধতি যা নারী ও মেয়েদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার লংঘন করে না, একই সময় একই ভাবে নিশ্চিত করা হয় সে সেন্সরশীপে এই ধরনের বিধান যেন ব্যবহার করা না হয় এবং এতে নিয়ন্ত্রকরা সম্মত, কিন্তু যখন একটি দেশে বিষয়বস্তু তৈরী হয় এবং দ্বিতীয় কোন দেশে থেকে তৃতীয় কোন দেশে শ্রোতাদের জন্য প্রেরিত হয় তখন কিভাবে বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। পর্নোগ্রাফী, অপবাদ , তথ্য স্বাধীনতা এবং সাইবার ক্রাইমের নীতিগুলি পর্যালোচনা এবং সুসম করা উচিত যাতে আইসিটি থেকে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য নারী ও পুরুষের মর্যাদা নষ্ট করা হয় না।

[37] International Telecommunication Union, "A Bright Future in ICTs: Opportunities for a New Generation of Women", February 2012, p. 32. Available from https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Documents/ReportsModules/ITUBrightFutureforWomeninICT-English.pdf.

[38] United Nations Broadband Commission, Cyber Violence Against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call (2015). Available from http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf.

৩.৩ আইসিটি ব্যবহারে জেন্ডার বিভাজন

কিছুদিনের মধ্যেই আইসিটি সমূহকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে। গতি, গন্তব্যে পৌছানো, ক্ষমতা, চুড়ান্তভাবে শেষ ব্যক্তিটাকে পর্যন্ত সংযোগ করার ক্ষমতা, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নমনীয়তা এবং একাধিক সম্ভাবনা এবং নিদর্শন বা ব্যবহার বৈচিত্র প্রভৃতি আইসিটিগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ ঃ সরকারগুলি আরও উন্নততর, দক্ষ, কার্যকর এবং দায়িত্বশীল শাসন প্রদানের জন্য তাদের প্রচেষ্ঠায় আইসিটি ব্যবহার করছে।

মূলত মোবাইল বিপ্লবের কারণে আইসিটি গুলো দ্রুত জনসংখ্যার মধ্যে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পাচ্ছে। এই আইসিটি সরঞ্জামগুলি দ্রুত বিশ্বব্যাপী মোবাইল ফোন বিপ্লব এর সাথে সাথে তারা যেভাবে চায় ও যোগাযোগ করে সেভাবেই পরিবর্তনের জন্য এগুলো খুবই শক্তিশালী। আইসিটি অফারের সুবিধাগুলির পরিসর বিস্তৃত এবং প্রতিদিন বাড়ছে। ক্রমবর্ধমানভাবে আইসিটিগুলির বাজার এবং মুল্যের তথ্য সরবরাহের সম্ভাব্যতা, পণ্যের উন্নতি, উন্নত সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের সাফল্যে এবং ব্যার্থতার মধ্যে পার্থক্যসূচক হতে পারে। এই প্রযুক্তিগুলিতে প্রবেশাধিকার না থাকলে তা খুবই অসুবিধাজনক হবে ।

বাণিজ্যিক, শিল্প, অলাভজনক এবং সরকারী উৎস থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারে জেন্ডার বৈষ্যম্যের একটি আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরে। তবে উল্লেখ্য, পরিসংখ্যান প্রায়ই অংশগ্রহণ ও ব্যবহারের বাহিরে যায় না এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশে সেখানে অংশগ্রহণের হারে বিশাল জেন্ডার ব্যবধান রয়েছে সেখানেও (চিত্র ২ দেখুন)[৩৯]

[39] World Bank, "Engendering ICT Toolkit: Indicators for Monitoring Gender and ICT". Available from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/EXTICTTOOLKIT/0,,contentMDK:20272986~menuPK:562601~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:542820,00.html.

চিত্র ২ জেন্ডার ভিত্তিক ইন্টারনেটের ব্যবহার

Sources: Bangladesh – Alexandra Tyers, "A gender digital divide? Women learning English through ICTs in Bangladesh", British Council Bangladesh / Institute of Education, University of London. Available from http://ceur-ws.org/Vol-955/papers/paper_16.pdf; China – China Internet Network Information Center, "Statistical Report on Internet Development in China", January 2016. Available from https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201604/P020160419390562421055.pdf; Hong Kong, Indonesia and Republic of Korea – World Bank, "Indicators for Monitoring Gender and ICT". Available from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/EXTICTTOOLKIT/0,,contentMDK:20272986~menuPK:562601~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:542820,00.html; and India – Statista, "Distribution of internet users in India as of October 2015, by gender". Available from https://www.statista.com/statistics/272438/gender-distribution-of-internet-users-in-india/

আদর্শগতভাবে নারীদের আইসিটি হতে প্রাপ্ত সুবিধা পুরুষদের মতো একই রকম হওয়া উচিত কিন্তু যখন "জেন্ডার লেন্স" এর মাধ্যমে আইসিটিকে দেখা হয় তখনই জেন্ডারভিত্তিক নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো সামনে আসে। উদাহরণস্বরূপ, মোবাইল ফোন প্রবেশাধিকারে মহিলাদের বাধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- খরচ
- নেটওয়ার্ক মান ও কাভারেজ
- নিরাপত্তা ও হয়রানি
- মোবাইল অপারেটর/ এজেন্টের বিশ্বস্ততা
- প্রযুক্তিগত স্বাক্ষরতা এব আত্মবিশ্বাস।[৪০]

এইগুলো সঠিকভাবে বোঝাই নারীদের অসমতাগুলি দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

[40]GSMA, Connected Women – Bridging the Gender Gap: Mobile Access and Usage in Low- and Middle-Income Countries,Executive Summary (2015), p. 4. Available from https://www.intgoforum.org/cms/igf2016/uploads/proposal_background_paper/GSMAReport_Executive Summary_NEWGRAYS-web3.pdf.

৩.৪ সরকারী সেবাগুলিতে আইসিটির ব্যবহার

১৯৯৫ সালের বেইজিং কনফারেন্স থেকে শুরু করে কয়েক দশক ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচলিত মাধ্যমে যেমন- প্রিন্ট, রেডিও, টেলিভিশন, নতুন কম্পিউটার, ওয়েব ভিত্তিক মাধ্যম এর উপর বিভিন্ন রকম গবেষণা ও পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই পুরাতন ও নতুন আইসিটিগুলি দারিদ্র দূর করতে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি ও দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই প্রচেষ্ঠাসমূহে ভিন্ন ভিন্ন সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। আইসিটি ব্যবহারে যখন জেন্ডার লেন্সের মাধ্যমে বিবেচনা করা হয় তখন উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে এটি স্পষ্ট যে অনেক দেশ তাদের সংবিধানে জেন্ডার সমতা গড়ে তুলেছে কিন্তু এই ধরনে সাংবিধানিক বিধান এবং প্রকৃত অনুশীলনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে, বিশেষ করে যখন নীতিনির্ধারন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ফলস্বরূপ, অধিকাংশ জাতীয় আইসিটি প্রকল্প (প্রচলিত মাধ্যম সহ) জেন্ডার বিষয়ে অন্ধ (Gender Blind)।[৪১]

চিত্র ৩: আমি কোথায় ভাল কাজ করতে পারব? এর জন্য কি আছে?

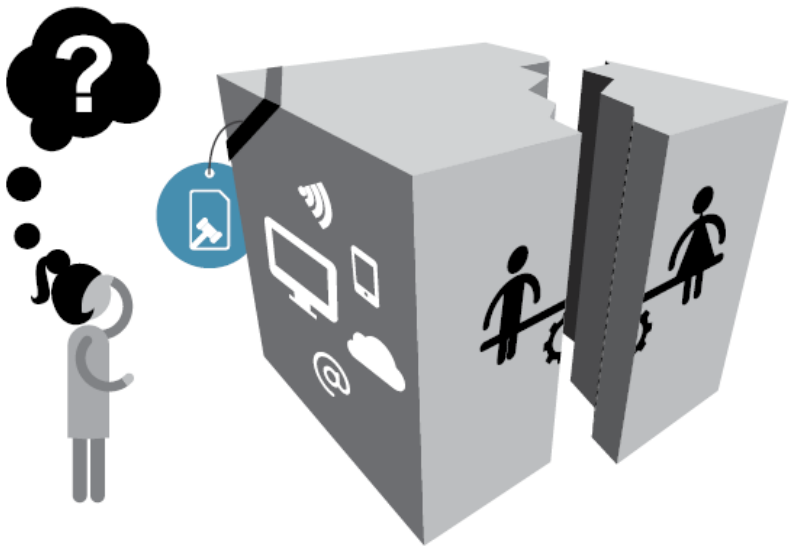

[41] Gillian M. Marcelle, "Information and communication technologies (ICT) and their impact on and use as an instrumentfor the advancement and empowerment of women", Report from the online conference conducted by the Division for theAdvancement of Women (now UN Women), no date. Available from http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/ict2002/reports/Report-online.PDF.

যখন জেন্ডার বিবেচনা না করে আইসিটি প্রকল্প ডিজাইন করা হয় তখন এটাতে নারীদের অংশগ্রহণ কম হয়। আইসিটি প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ বোর্ডজুরে দেখানো হচ্ছে যে, যদি দরিদ্রের অংশগ্রহণ কম হয় তবে দরিদ্র মহিলাদের অংশগ্রহণ আরও কম হয়।

উপরন্তু, জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক তথ্য ব্যবধান রয়েছে। অতএব, এই ধরনের ফলাফলের মাত্রা নির্ধারণ করা কঠিন এবং তাই, একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে অতীত ও বর্তমান সকল প্রকল্পগুলির পুনরায় পরীক্ষা করার জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দরিদ্রদের মধ্যে কম অংশগ্রহণের কিছু কারণ হলো, প্রবেশাধিকার, সামর্থ্য এবং কিছু মৌলিক দক্ষতার অভাব। প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, সংযোগ খরচ, কম্পিউটার স্বাক্ষরতা এবং ভাষা দক্ষতাসহ সামগ্রিক সীমাবদ্ধতা। এই সামগ্রিক সীমাবদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রেই দরিদ্র মহিলাদের বিরক্তির কারন হয় এবং এটি হয় জেন্ডারভিত্তিক সামাজিক সংস্কৃতি নির্ণায়ক দ্বারা।

উদাহরণস্বরূপ বেশিরভাগ নারীরই তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। এর মানে হলো যে সমাজভিত্তিক ই-কৃষি উদ্যোগের আইসিটি সুবিধাগুলি পুরুষের কাছে জমা হতে পারে না যতক্ষন না নারীদের অংশগ্রহণ পরিকল্পনা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।[৪২]

যদিও পুরুষের মতো নারীদেরও আইসিটি প্রয়োজন। অর্থাৎ উৎপাদনশীল, প্রজনন ও সম্প্রদায়ে ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে, জেন্ডারভিত্তিক বাধাসমূহ অসুবিধা তৈরী করে এবং যে প্রযুক্তিগুলো তাদের প্রয়োজন তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

আইসিটিসহ নারীরা যে সকল বাধাসমূহের সম্মুখীন হয় ঃ

- আইসিটিগুলির মাধ্যমে নারীর নিরক্ষতার চ্যালেঞ্জসমূহ কিছুটা হলেও মোকাবেলা করা যেতে পারে, অডিও ও ভিডিও'র মাধ্যমে কিছুটা হলে স্বাক্ষরতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যেতে পারে।
- দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক ব্যক্তির অভাব পুরুষদের তুলনায় নারীদের দারিদ্র ও দুর্বল অর্থনৈতিক ক্ষমতা বেশী প্রভাবিত করে।
- গৃহস্থলীর খুব চাপের কারণে কোন কিছু শিখতে নারীরা সময় দিতে পারে না।
- নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব এবং নারী কেন্দ্রিক সহায়তার অনুপস্থিতি, যেমন-শিশু যত্ন কেন্দ্র, যোগাযোগের জন্য নিরাপদ সামাজিক স্থান এবং নারী সুবিধাদি, প্রশিক্ষক ও পরিবর্তন এজেন্ট (Change Agent) প্রভৃতির অভাব নারীর আইসিটি ব্যবহারে বাঁধা দেয়।

[42] IT for Change, "Gender Equality in the Information Society", March 2014.

- সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান যা সমাজে নারীর বৈষম্য বজায় রাখে এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুচ্ছ করে ও অগ্রগতিতে বাঁধা দেয়।

এই সব কারণগুলির একটি সম্মিলিত প্রভাবে নারীর উন্নয়ন ব্যাহত হয়। প্রাসঙ্গিকতা, ভাষা, প্রাপ্যতা এবং ব্যবহারের শর্তাবলী অনুসারে আইসিটি সামগ্রীর উন্নয়ন হলে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আইসিটি ব্যবহারে নারীদের অংশগ্রহন বাড়বে বলে আশা করা যায়।

৩.৫ নারীর ক্ষমতায়নে আইসিটির সুযোগ

মহিলাদের ক্ষমতায়নে জন্য আইসিটির ক্ষমতা বোঝার জন্য প্রয়োজন জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়গুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা। ক্ষমতায়ন হচ্ছে নিজেই একটি শক্তি যেখানে ক্ষমতায়ন শব্দটি কর্তৃত্ব, সামর্থ্য, অভ্যন্তরীন শক্তি, সহযোগীতা ও জোটের মাধ্যমে অর্জিত শক্তি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নারীবাদী ব্যবহারের ক্ষেত্রে "ক্ষমতায়ন" পরিষ্কার ভাবেই ক্ষমতা অর্জনের উপরই জোড় দেয়, ক্ষমতা প্রয়োগে নয়।[৪৩] আইসিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের দুটি প্রধান পন্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে নারীর একক ক্ষমতায়নের উপর ভিত্তি করে অন্যটি হচ্ছে নারীদের গ্রুপ বা সংগঠনের ক্ষমতয়নের উপর ভিত্তি করে। দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই গুরত্বপূর্ণ, পরিপূরক এবং নারী ক্রিয়াকলাপ প্রায়ই উভয়ের সমন্বয়ে জড়িত হয়ে থাকে ।[৪৪]

নারী পশ্চাদপদতার নির্ধারক মূল কারণগুলি হচ্ছে ঃ স্বাক্ষরতা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। এটা স্পষ্ট যে, যে সব নারী আইসিটি ব্যবহার করতে পারে সেই নারীদের দারিদ্রতা নিরসনে আইসিটি সহায়ক হয় এবং মতপ্রকাশের সুযোগ পায়।

জাতীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এখনও অপর্যাপ্ত কারণ জেন্ডার-বিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যান মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু কিছু অকল্পনীয় ঘটনা ফলাফলগুলিকে বৈধ করে, যাতে আইসিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ফলশ্রুতিতে নারী ও তার পরিবারের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে, শ্রমবাজারে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের ক্ষেত্রে, উদ্যোক্তা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারীর ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

জেন্ডারভিত্তিক বাঁধাগুলি কমে গেলে এবং শিক্ষার সুযোগ পেলে নারী ও মেয়েদের উপকার হবে। ভারত ও ফিলিপিন্সের মতে আইটি সক্রিয় সেবা কেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রমান রয়েছে যা দেখায় যে, তরুণদের,

[43] Kum-kum Bhavani, J. Foran and P. Kurian, eds., Feminist Futures: Re-imagining Women, Culture and Development (NewDelhi: Zubaan, 2006).

[44] United Nations, "Gender equality and empowerment of women through ICT", in Women 2000 and Beyond, September2005, p. 13.

গ্রামীন নারীদের এবং গরীব পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পরিবারকে দারিদ্র থেকে তুলে আনতে সুযোগ দিয়েছিল।

ভারতে উদীয়মান অর্থনীতিতে, যেখানে নারী এক দশকের বেশী সময় ধরে সফটওয়ার শিল্পে কাজ করে আসছে, সেক্টরটি অন্য ধরনের টেকনিক ছাড়া জেন্ডার সমতাগত কাজের সুযোগ দেয় এবং নারীরা এই স্থানটি গ্রহণের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে।[৪৫] কেস স্ট্যাডিজ ১ ও ২ দুটি গল্পের কথা বলে যেখানে কিভাবে আইসিটি দুটি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে সেটি বর্ণনা করা হয়েছে ।

কেস স্ট্যাডি-১ ঃ নন্দিনী ও উবারদোস্ত (Nondini & UberDost)

নন্দিনী বেঙ্গালর এর কাছাকাছি একটি দরিদ্র পরিবারে বাস করে, সে পরিবারের বড় মেয়ে এবং সবসময় একজন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। শিক্ষার জন্য টাকা পয়সা না থাকার কারণে সে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয় সম্পন্ন করে ও একটি ছোট ব্যবসা শুরু করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রচেষ্টা তার নিজেকে ও পরিবারকে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। দুখ:জনক ঘটনাটি ঘটে যখন তার বাবা মারা যায় ও অনেক ঋণ রেখে যায়। সে সময় নন্দিনী উবার রেফারেল সম্পর্কে জানতে পায়। Uber একটি বিশ্বব্যাপী অনলাইন পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং প্লাটফরম যা সরাসরি যাত্রিদের সাথে ড্রাইভারকে সংযুক্ত করে। UberDost একটি Uber রেফারেল প্লাটফরম যেখানে ব্যবহারকারীরা উবরের ড্রাইভারদের ভাড়ার অর্থ প্রদান করে এবং নিজেরাও অর্থ উপার্জন করতে পারে।

নন্দিনী উবরের প্রস্তাবিত ড্রাইভারদের সম্ভাব্যতা (Potentiality) বোঝে। সে একটি ছোট অফিস নেয়, কিছু গবেষণা করে এবং কিছু সুত্র অনুসরণ করে কাজ শুরু করে। আজ সে প্রায় দুই লক্ষ ইন্ডিয়ান্স রূপি (প্রায় তিন হাজর ডলার) মাসে আয় করে, সে তার বাবার রেখে যাওয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছে। তার বোনের বিয়ের জন্য টাকা দিতে সাহায্য করেছে এবং তার নিজের গৃহের গর্বিত মালিক হয়েছে।

Source: Sneha Banerjee, "How a Mother Paid Off Her Debts by Referring Drivers for Uber", Entrepreneur India, 7 May 2016. Available from https://www.entrepreneur.com/article/275380 (accessed 17 May 2016).

[45] Shoba Arun and Thankom Arun, "ICTs, Gender and Development: Women in Software Production in Kerala", Journal ofInternational Development (2002), cited in International Telecommunication Union, "A Bright Future in ICTs:Opportunitiesfor a New Generation of Women", February 2012. Available from https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Womenand-Girls/Documents/ReportsModules/ITUBrightFutureforWomeninICT-English.pdf.

কেস স্ট্যাডি ২: সেইলা এন্ড ইলান্স (Sheila & Elance)

ফিলিপাইন ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিলা তিরান্টিও ১.৫ ডলার প্রতি ঘন্টায় আয় করে এবং খাদ্য ও চাইল্ড সেবার জন্য অর্জিত টাকা ব্যয় করে। ইলান্স ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করার চার বছরের মধ্যে, অনলাইনে ই-বুকিং ক্যাটালগ করার জন্য আয় করে ৮.৫০ মার্কিন ডলার প্রতি ঘন্টায়। এতে করে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করতে সামর্থ্য হয় এবং ম্যানিলায় একটি যৌথমালিকানাধীন সম্পত্তি ক্রয় করে।

Elance একটি অনলাইন প্লাটফরম যা ফ্রিলান্সার এবং প্রকল্প মালিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এটি পরিচালনার জন্য বেশিরভাগই মার্কিন ষ্টাটআপ দেওয়া হয় যাতে অন্য এসএমই গুলো প্রকল্প গুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দেয় এবং তারপর কাজ করার জন্য ব্যক্তি বা ফ্রিলান্সারদের দল নিয়োগ করে। দ্রুত, অধিক কার্যকর এবং সস্তা ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রারম্ভিক আইপি এবং ডেটা এন্ট্রি আউটসোর্সিং এর কাজগুলো নিতে পারে যা বড় বিপিওরা নেয় না। সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তথ্যউপাত্ত হতে দেখা যায় আইসিটি সেক্টর কর্মসংস্থানের জন্য একটি উদীয়মান ও ক্রমবর্ধমান সেক্টর এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণ যা উন্নয়নকে তরান্বিত করে। এই প্রবৃদ্ধিটি আইসিটি শ্রম বাজারে নারীদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়নি। নীচের স্তরের অবস্থানগুলোর মধ্যে নারীরা দৃঢ় ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। তবে ১৫ শতাংশের কমই পরিচালক বা কৌশলগত পরিকল্পনাকারী। এর অর্থ এই যে, শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধার কারণে নারীরা নিজেদের শিক্ষিত করছে এবং আইসিটি চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে ও ভালো করছে কিন্তু প্রচারমূলক সুযোগের অভাব এবং জেন্ডার ভিত্তিক ভুমিকাগুলোর চাপ ও দায়িত্বের কারণে নারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে।

Source: Jeremy Wagstaff, "Global Army of Online Freelancers Remakes OutsourcingIndustry", Reuters, 10 October 2012. Available from http://www.reuters.com/article/2012/10/10/us-asia-freelance-idUSBRE8991MY20121010.

আইসিটি গুলি সরাসরি নারীকে উপকার করতে পারে যখন নারীরা তাদের নিজস্ব অবস্থা উন্নত করতে আইসিটি ব্যবহার করে এবং পরোক্ষভাবে যখন আইসিটিগুলি নারীর তথ্য ও সেবা সরবাহের জন্য উন্নত হয়। আইসিটি নারীদের ই-কমার্সে সরাসরি যোগদান করার সম্ভাবনারও সুযোগ এনে দেয় এবং শিক্ষাগত ও ই-সরকারী পরিসেবায় প্রবেশের সুযোগ করে দেয় যা সামাজিক অগ্রগতিতে বাঁধা সৃষ্টি করে এমন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বাঁধা অতিক্রম করে।

নারীদের দলগুলির মধ্যে, আইসিটিগুলি ব্যবহারে নারীরা তাদের মতামত প্রকাশের জন্য এবং নারী বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন যোগাযোগের প্লাটফরম প্রদান করে নারী অধিকার ও অংশগ্রহণের জন্য প্রচারণা সংগঠিত করছে।

আইসিটি মহিলা দলগুলিকে কিভাবে উপকৃত করছে তার অনেক বৈশ্বিক উদাহরণ রয়েছে। ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স এবং শ্রীলংকা থেকে প্রাপ্ত উদাহরণে দেখা যায় যে, সংগঠিত নারী দলের দ্বারা প্রযুক্তির

সামগ্রিক ব্যবহারের ফলে নারীরা নিষ্ক্রিয় হতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হয়েছে। চলুন এদের কয়েকটি কেস স্ট্যাডি দেখা যাক।[৪৬] কেস স্ট্যাডি ৩ ও ৬ ।

কেস স্ট্যাডি-৩ পরিবর্তনের জন্য আইসিটি এবং ভারতের কর্নাটক এর বাসিন্দা প্রাকরিয়ে (Prakriye) আইসিটি ব্যবহার করে ক্ষমতায়নে একটি সংস্কৃতি তৈরী করে

দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য কর্নাটকে, ভারতীয় এনজিও আইসিটি ফর চেঞ্জ প্রোজেক্ট সেন্টার ফর কমিউনিকেশন ইনফরমেটিক্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর সাথে কিভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি নারী ক্ষমতায়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে সে বিষয়ে কাজ করছে। এই নারী সমখ্যা (Mohila Samakhya) প্রকল্পটি ভারতের কর্নাটক রাজ্য পর্যায়ে ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের একটি জাতীয় মহিলা ক্ষমতায়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত।

প্রাকরিয়ের দলটি এই ধারণা দিয়ে শুরু করেছিল যে, নারীর ক্ষমতায়নের অংশ গঠনের জন্য আইসিটিগুলির ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে। কমিউনিটি মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনটি ডিজিটাল কম্পোনেন্ট তৈরী ও ব্যবহার করা হয়। প্রথমটি ছিল সাপ্তাহিক রেডিও সম্প্রচার নারী কণ্ঠে (কেলু সাথি বা শোন আমার বন্ধু)। দ্বিতীয়টি ছিল নারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও উন্নয়নের উপর বাছাই করা ভিডিও, যেমন- একটি ব্যাংক ঋণ কিভাবে পেতে হয়, তাদের অধিকার কি প্রভৃতি। তৃতীয় উপাদানটি হলো কমিউনিটি টেলিসেন্টার জনসাধারনের তথ্য এক্সেসের জন্য, গ্রাম থেকে একটি যুবক মহিলা দ্বারা চালানো হয়।

এখানে আমরা শিখলাম ক্ষমতায়নের সংস্কৃতিগঠন সম্পর্কে, প্রযুক্তি সম্পর্কে নয়।

Source: Anita Gurumurthy and others, "Mahiti Manthana: Reimagining a women'sempowerment programme through digital technologies", IT for Change ThinkPiece, 2010, p. 4. Available fromhttp://www.itforchange.net/sites/default/files/ITfC/Mahiti%20Mantana-%20website.pdf.

কেস স্ট্যাডি - ৪ বাংলাদেশের ইনফোলেডি

বাংলাদেশের তরুণ ইনফোলেডিরা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারী ও জ্ঞানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সেবা প্রদান করে। ল্যাপটপ, স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে সজ্জিত ইনফোলেডিগুলি গ্রাম গুলিতে স্বাস্থ্য সেবা, কৃষি সম্প্রসারণ ও আইসিটি সংক্রান্ত তথ্য সেবা ও পণ্য সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ- গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভধারনের যত্নে মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী প্রদর্শন করে, তাদের ল্যাপটপ, মেডিকেল কিট ব্যবহার করে মৌলিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং ফলিক এসিড পণ্য বিক্রি করে গর্ভাবস্থা সেবা প্রদান করতে পারে। এছাড়াও ইনফোলেডি অনলাইন জন্ম নিবন্ধন এবং মোবাইল ব্যাংকিং সহ সরকার, এনজিও এবং বেসরকারী খাতের বিভিন্ন ই-পরিসেবাগুলির প্রবেশাধিকার সহজতর করতে পারে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষ করে গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের নারীরা ইনফোলিডি হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

[46] The Deccan Development Society and E-Seva Models in India, CENWOR's work in Sri Lanka, and the very successfulE-Homemakers demonstrate the liberating and empowering effect of ICTs on organized groups of women.

একটি ইনফোলেডির তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাকে সফল করতে সাহায্য করে ঃ (১) একটি উদ্যোক্তা মানসিকতা, (২) দ্রুত শেখার ক্ষমতা, (৩) ভালো যোগাযোগ দক্ষতা।

ইনফোলেডিদের সেবা প্রদানের জন্য তথ্য প্রযুক্তি উপকরণ ব্যবহারে তাদের নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। ইনফোলেডিদের সহযোগীতার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা রেখেছে।

Source: Dnet, "Infolady Model". Available from http://dnet.org.bd/page/Generic/0/61/145/85.

কেস স্ট্যাডি - ৫ দক্ষিণ পূর্ব ভারতের থেনী জেলায় ছাগল পালন ঃ

দক্ষিণ পূর্ব ভারতের থেনী জেলায় ছাগল পালক মহিলাদের একটি সম্প্রদায়, কৃষকদের কর্মসূচীর জন্য কমনওয়েলথ অব লাইফলং লার্নিং এর মাধ্যমে ছাগল চাষ এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তাদের নিজস্ব কোম্পানী উদ্বোধন করেছে।

মাত্র ১৫ বছর আগে, এই মহিলাদের মোবাইল ফোনের ব্যবহার বা তাদের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানের অভিজ্ঞতা ছিল না। এখন তারা তাদের সদস্যদের মোবাইল ফোনে ভয়েস মেইল বার্তা প্রেরণ করছে যাতে তারা উন্নত জাতের বীজ, রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও পশুখাদ্যের মাধ্যমে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জনে সাহায্য করতে পারে।

নারীরা গর্ব করে নিজেদেরকে "ভয়েস মেইল কৃষক" বলে ডাকে। নারীরা ২০১৩ সালে মধ্যসত্ত্বভোগীদের প্রয়োজনীয়তা দুর করতে তাদের নিজস্ব কোম্পানী গঠন করে এবং তাদের নিজস্ব সমাজে তাদের কাজের মুনাফার আরও বেশী বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। জানুয়ারী ২০১৬ এ কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন এক্টের অধীনে Vidiyal নামে একটি এনজিও এবং ভারতের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রের জাতীয় ব্যাংকের সহায়তায় জেলা ছাগল পালক কৃষক প্রযোজক কোম্পানী নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠন করে।

কোম্পানী ১০ সদস্যের পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এর মধ্যে আটজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ সদস্য রয়েছে যারা সদস্যদের শেয়ারের উত্থাপিত তহবিল দ্বারা কোম্পানী চালাবে। প্রতিটি সদস্য ১০০ টি করে শেয়ার কিনছে। মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে ভাগ করা হবে এবং অতিরিক্ত মুনাফা হিসাবে রাখা হবে।

Source: Commonwealth of Learning, "Theni District 'voicemail farmers' start owncompany after L3F training", 6 January 2016. Available from https://www.col.org/programmes/lifelong-learning-farmers/theni-district-voicemail-farmers-start-owncompany-after-l3f.

কেস স্ট্যাডি ৬: SEWA আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তন নিয়ে আসে স্বকর্মী নারী সমিতি

(এস ই ডব্লিউ এ) ভারতের একটি নারী শ্রমিক সংগঠন যেখানে দরিদ্র নারী শ্রমিকদের স্ব-কর্মী নারী কর্মীদের সাথে কাজ করার মেন্ডেট রয়েছে, যারা দেশের অনানুষ্ঠানিক অরক্ষিত শ্রম খাতে অংশ নেয়। প্রাথমিক ভাবে SEWA তারা সদস্যদের বাড়ীতে কম্পিউটার স্থাপন এবং কম্পিউটার ব্যবহারে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। পরে তারা প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা, ওয়ার্কশপ এবং সভায় ব্যবহারের জন্য কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করেছিল। আইসিটি প্রতিষ্ঠান এবং এর সদস্যদের কাজ করার ধরনে পরিবর্তন এনেছে।

Source: IT for Change, "Self Employed Women's Association, Gujarat: A Case Study".Available from http://www.eldis.org/go/home&id=67915&type=Document#.V0kQZCN97R0.

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুরে বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে যা বর্ণনা করে যে, সমষ্টিগত ভাবে নারীরা কাজ করাতে উপকৃত হয়েছে এবং আইসিটি গুলির ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের জীবন উন্নত হয়েছে। কিছু দৃষ্টান্তে একটি সক্রিয় নীতি পরিবেশে সহায়তা করা হয়েছে, অন্যান্য নারীরা নিজ উদ্যোগে তাদের জীবন উন্নত করেছে।[৪৭]

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) আইসিটি ও নারী সমিতির ১২টি ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নের জন্য ই-সরকারের মনোযোগ কেন্দ্রভুত করেছে, এবং সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া গেছে যে, জেন্ডার দায়িত্বশীল ই-সরকারী হস্তক্ষেপ জেন্ডার সমতার জন্য অনেক ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

ESCAP নারীদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি করে, ঐতিহ্যগত নিয়মগুলি চ্যালেঞ্জ করতে এবং সমমনাদের সাথে সংযোগ গড়ে তুলতে নারীদেরকে সক্ষম করে।[৪৮] চাকরির বাজারে অংশগ্রহণের জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, অধিকারগুলির উপর তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে এবং তাদের প্রতিকারের প্রক্রিয়াগুলিতে প্রবেশাধিকার দেয়। ESCAP জনসাধারণের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রূপান্তর করে, তাদের প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক ভাবে ব্যাপক জেন্ডার পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলে।[৪৯]

নারীরা সমষ্টিগত মতামত এবং অধিকারের জন্য লবিতে কার্যকরভাবে আইসিটি ব্যবহার করেছেন। মঙ্গোলিয়ার ডেমোক্রেটিক উইমেনস ইউনিয়ন একটি প্রচারাভিযান পদ্ধতি ব্যবহার করে, মহিলাদের অনলাইন উপস্থিতি তৈরী করতে সহায়তা করে এবং সংসদের মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। ২০১০

[47] The ADB has compiled a large number of Asia-Pacific initiatives. See ADB, "Gender Equality Results Case Studies". Available from http://www.adb.org/publications/series/gender-equality-results-case-studies.
[48] ESCAP, "E-Government for Women's Empowerment in Asia and the Pacific", May 2016. Available from http://egov4women.unescapsdd.org/.
[49] Ibid., p. 6

সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রচারাভিযান চলে, প্রচারাভিযানের ফলে সংসদে মহিলাদের উপস্থিতি শূণ্য থেকে ছয় পর্যন্ত বেড়ে যায়।[৫০]

কেস স্ট্যাডি-৭: লিখন (Likhaon) একটি অনলাইন এডভোকেসী ফোরাম তৈরী করে

লিখন (নারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র) ফিলিপাইনভিত্তিক একটি তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন যা দেশের নারীদের দ্বারা পরিচালিত, একটি প্রজনন স্বাস্থ্য বিল পাসের জন্য এক দশক ব্যাপী প্রচারাভিযানে সক্রিয়ভাবে জড়িত। যৌনতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং অধিকার গুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজন এমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে নারী ও যুবকদের দায়িত্বশীলতার আওতায় আনতে লিখন (Likhaon) একটি অনলাইন পত্রিকা তৈরী করেছে। লিখন আশা করে যে, এই কর্মকান্ড শেষ পর্যন্ত আইন প্রনেতাদের প্রভাবিত করবে এবং জনগণের সমর্থন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য আইন পাসের দিকে এগিয়ে যাবে।

Source: The Likhaan Group. Available from http://www.likhaan.com/.

এই সংগঠনটি ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে একটি ভীতিপ্রদ গনধর্ষণের ক্ষেত্রে সার্বজনীন বিশেষ করে নারী ও মেয়েশিশু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের ক্রোধ / প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করে। সংগঠনটি ভারতবর্ষের ধর্ষণের আইনগুলিতে রূপান্তর বা পরিবর্তন আনতে সফল হয়। অনলাইন আন্দোলন আইন প্রণেতাদের বসতে, শুনতে ও আইন পরিবর্তনের বাধ্য করে।[৫১]

বিশ্বজুড়ে নারীরা আইসিটি ব্যবহার করে তাদের জীবনে উন্নতি সাধন করছে এবং বিভিন্ন এজেন্সী গঠন করছে যদিও এগুলির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সবসময় এগুলো স্পষ্টভাবে সরকারী নীতিতে প্রতিফলিত হয় না বিশেষ করে "জেন্ডার দায়িত্বশীলতা"। প্রায়ই এগুলো তৃণমূল উদ্দ্যোগ হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং এনজিওগুলি পরিবর্তক এজেন্ট হিসাবে কাজ করে সহায়তা ও প্রচার করে।

একটি সক্রিয় সরকারী নীতি এবং পরিকল্পনা কিভাবে একটি বড় স্কেলে নারী ক্ষমতায়নকে প্রভাবিত করতে পারে তার বোঝার জন্য "জেন্ডার সংবেদনশীলতা" এবং "মূলধারার জেন্ডার" বোঝা প্রয়োজন যা সেকশন-৪ এ

বলা হয়েছে। এবং সরকারের নীতি বিষয়ে আলোচনার আগেই আইসিটি ব্যবহার করে কিভাবে নারী ও মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়ন করা যায় তা বোঝা প্রয়োজন।

[50]. Oyungerel Tsedevdamba, "Mongolia's Experience: Increasing Women's Visibility Using Internet and Social Media", presentation. Available from http://iknowpolitics.org/sites/default/files/increasing_womens_visibility_using_internet_and_social_media_1.pdf.

[51] Akanksha Prasad and Indu Nandakumar, "Delhi gang rape case: Social media fuels rally at India Gate", The Economic Times,24 December 2012. Available from http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-12-24/news/35991878_1_delhigang-adhvith-dhuddu-social-media.

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

- উপরের আলোচনায় বিভিন্ন সমাজে নারী ও মেয়েদের অবস্থা সংজ্ঞায়িত করে এমন অনেক শর্তাবলী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো কি?
- আপনার দেশের প্রেক্ষাপটে নারী ও মেয়েরা কি ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। সেগুলো উপরে আলোচনার তালিকা থেকে আলাদা হতে পারে। যদি তাই হয়, সেগুলো কি ?
- আপনার মতে আপনার দেশে নারী ও মেয়ে শিশুদের জীবনযাত্রার উন্নতিতে আইসিটির সুযোগ কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ?

মূল বার্তা

নারী ও আইসিটির মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত ও ইন্টারফেস রয়েছে। নারী ও মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য আইসিটি ব্যবহার করে মিডিয়া ও আইসিটি পেশায় নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রচার মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করছে।

আইসিটিতে এক্সেস ও ব্যবহারে নারী ও মেয়েরা যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়, অন্যান্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও সে সব বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বাঁধাগুলিতে নিরক্ষরতা, সময়ের অভাব, আয়ের অভাব এবং আর্থিক সম্পদে প্রবেশাধিকার, নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব, গতিশীলতা সংক্রান্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ এবং একটি প্রদত্ত সমাজে অনুভূত জেন্ডার ভূমিকা অন্তর্ভূক্ত।

নারীরা স্বতন্ত্রভাবে এবং সম্মিলিতভাবে উপকৃত হচ্ছে, যখন তারা অর্থনৈতিক উন্নতি ও পরামর্শের জন্য তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে।

৪. নারীদের জন্য একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রক্রিয়া

শিক্ষার ফলাফল

এই অধ্যায় আলোচনার পর পাঠকরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে সক্ষম হবে ঃ

- জেন্ডার মুলধারা এবং জেন্ডার মুলধারায় পৃথক বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণ।
- তাদের স্ব-স্ব দেশের প্রেক্ষাপটে আইসিটিডি প্রোগ্রামের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বা জেন্ডার নিরীক্ষণে পদক্ষেপ নেয়া।
- তাদের নিজ নিজ দেশে আইসিটিডি হস্তক্ষেপে জেন্ডার মুলধারার স্তরসমূহ প্রয়োগে সক্ষম হবে।
- "দেশব্যাপী" বা পৃথক একটি প্রকল্প পদ্ধতির মুলধারায় জেন্ডারনীতি এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন।

জেন্ডার সম্পর্কের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের ধীর প্রক্রিয়ায় বা সাবধানে পরিকল্পিত নীতি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে হতে পারে। মানবাধিকার ও মর্যাদার নীতির উপর ভিত্তি করে একটি আলোকিত ও উন্নত সমাজ, সাবধানে পরিকল্পিত জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল শাসন প্রদান করবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল শাসন স্বীকৃতি দেয় যে, নারী ও পুরুষের বিভিন্ন চাহিদা, আগ্রহ, অগ্রাধিকার, দায়িত্ব ও জেন্ডার বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য ভিন্ন।[৫২] জেন্ডার সংবেদনশীল সরকার ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যকে চিহ্নিত করার জন্য এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচীসমূহ নারী ও পুরুষের সমানভাবে উপকারে আসে।[৫৩]

একটি জেন্ডার সংবেদনশীল সরকার হলো জেন্ডার মুলধারা কৌশল ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সরকারী সংজ্ঞা হলো ঃ

> সব এলাকায় এবং সব স্তরে আইন, নীতি বা প্রোগ্রামসহ কোনও পরিকল্পিত কর্মে নারী ও পুরুষদের জন্য নিরীক্ষণের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারী ও পুরুষের উদ্বেগের বিষয় এবং কৌশল, কর্মসূচী, কর্মসূচীর নকশা বাস্তবায়ন, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসাবে কাজ করে যাতে নারী ও পুরুষ সমানভাবে উপকৃত হয় এবং বৈষম্য না থাকে।[৫৪]

[52] Gender Hub eLearning, "Gender-sensitive governance". Available from http://governance.genderhub.org/glossary/gendersensitive-governance/.

[53] Ibid.

[54] United Nations, The Report of the Economic and Social Council for 1997 (1997).

জেন্ডার মূলধারাকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে ঃ

উন্নয়ন প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রকল্প, প্রোগ্রাম বা নীতির সকল পর্যায়ে সম্পদ ও বিকাশের সুবিধা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের সমান অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া।[৫৫]

অনেকটা অজ্ঞাতভাবেই, নীতি প্রণয়ন করার সময় "জেন্ডার অন্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং অনুমান করা যায় যে, এটি প্রোগ্রাম বা নীতিসমূহ এবং সামাজিক ফলাফলগুলির অপরিহার্য নির্ণয়কারী নয়।[৫৬]

অন্য সময়ে "জেন্ডার নিরপেক্ষতার" ধারণার উপর নীতি এবং কর্মসূচীগুলি তৈরী করা হয়েছে সেগুলি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য উপযুক্ত বা সমানভাবে প্রযোজ্য। [৫৭]এই ধরনের জেন্ডার নিরপেক্ষতা বিদ্যমান প্রমাণের সাথে সরাসরি বিরোধিতা করে যে, নীতি ও কর্মসূচীগুলি নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

জেন্ডার মুলধারার উদ্দেশ্য বিদ্যমান নীতিগুলি এবং অপ্রচলিত প্রোগ্রাম গুলিকে রক্ষণ করা বা তাদের প্রতিস্থাপন করা নয়। এটি বিভিন্ন সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক চাহিদার দিকে নজর রেখে এবং সকল ক্ষেত্রে জেন্ডারগত দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভূক্ত করে তাদের শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে, যাতে বিদ্যমান নীতিগুলি আরও দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রতিক্রিয়া, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা দ্বারা উন্নত করা যায়।

জেন্ডার মুলধারা সমগ্র সরকার জুড়ে প্রয়োগ করা যাবে আবার পৃথক খাতেও প্রয়োগ করা যাবে।

[55] World Bank, "Glossary". Available from http://info.worldbank.org/etools/docs/library/192862/introductorymaterials/glossary.html.
[56] Ibid.

[57] Wikipedia, "Gender neutrality". Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_neutrality.

কেস স্ট্যাডি-৮ কম্বোডিয়াতে মূলধারায় জেন্ডার

১৯৯৩ সালে কম্বোডিয়ার সংবিধান গৃহীত হয়, যাতে "নারী ও পুরুষের আইন অনুযায়ী সমান অধিকার উল্লেখ রয়েছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমান অংশগ্রহণ ভোগ করে (ধারা ৩৫) ; কর্মসংস্থানের সমতা এবং সমান কাজের জন্য সমান বেতন এবং এটি স্পষ্টভাবে নারীদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে।

নীতি কাঠামো সেট করার পর, কম্বোডিয়ার সরকার মুলধারায় জেন্ডার সিস্টেম বা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করে যা পুরো সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়। যাতে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সমর্থন নিশ্চিত করা হয়েছে। যৌথ পর্যবেক্ষণ সূচকগুলি প্রতি ১৮ মাসের মধ্যে লাইন মন্ত্রণালয়ের (Line Ministry) কারিগরী দল দ্বারা নির্ধারিত ও নিরীক্ষণ করা হয় এবং ২০১৪ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর।

কম্বোডিয়ার নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৪, ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে নিয়মিত কম্বোডিয়া জেন্ডার মূল্যায়ন বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ প্রদান করে। এই জেন্ডার মূল্যায়ন লাইন মন্ত্রণালয়ের মুলধারার ভিত্তি এবং জেন্ডার সমতা ও উন্নয়নের সামগ্রিক নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা কর্মসূচীর একটি ভিত্তি।

একটি কর্মসূচী থেকে কর্মসূচীভিত্তিক পদ্ধতিতে স্থানান্তর করার মাধ্যমে কম্বোডিয়া সমস্ত কর্মসূচী এবং কার্যক্রমের মধ্যে জেন্ডার মুলধারা নিশ্চিত করতে জাতীয় থেকে কমডিনিটি পর্যায়ে সক্রিয় প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেছে। সব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কারিগরী ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং জেন্ডার মুলধারার কার্যকরী গ্রুপ আছে।

কম্বোডিয়ার রাজকীয় সরকার স্বীকার করে যে বিশেষ করে নীতিমালা থেকে বাস্তবায়নের সমস্ত স্তরে চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

*Source: Ministry of Women's Affairs of Cambodia, "Gender Mainstreaming: Institutional,Partnership and Policy Context – Cambodia Gender Assessment", Policy Brief1, 2014. Available from*http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/DemoGov/NearyRattanak4/Neary%20Rattanak%204%20-%20PB%20Gender%20Mainstreaming_Eng.pdf*.*

সতন্ত্র খাতগুলোতে, প্রক্রিয়াগুলি ব্যাপক এবং জেন্ডার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প উল্লেখ করে।[৫৮]

- নেপালে এডিবি এবং নেপাল সরকার জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক নারীদের জন্য একটি প্রকল্প উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীন নারীদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক, আইনগত ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সমন্বিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রামীন নারীদের এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড় দলগুলির সদস্যদের দ্বারা দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো ঃ স্থানীয় কনটেক্সগুলির প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্ব দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি, নারীর সমষ্টিগত অংশীদারিত্বের জন্য একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে বহুবিধ এবং একত্রিকৃত পদ্ধতি।[৫৯]

- শ্রীলংকায় দুটি প্রকল্পে কমিউনিটি ডেলেপমেন্ট কম্পোনেন্টের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে যা সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, সামাজিক অন্তর্ভূক্তি এবং সম্প্রদায়ের অবকাঠামো উন্নয়নে জেন্ডার সমতা এবং অভিষ্ট সম্প্রদায়ের জীবিকার পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত করেছে।[৬০]

- ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে এসএমই উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণকে সহযোগীতার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট কাজ করে। এই নারী মালিকাণাধীন এসএমইদের সহযোগীতার করা হয় যাতে নারীরা যে সমস্ত বাধার বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তা মোকাবেলা করতে পারে। নির্দিষ্ট কতগুলো জেলায় মহিলাদের মালিকাণাধীন এসএমই'র সংখ্যা ১০% এর বেশী বেড়েছে। ব্যবসার উন্নয়নে এসএমই মালিকদের প্রশিক্ষণ, অ্যাকাউন্টিং, ঋণের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবসার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে উন্নততর সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। পরামর্শক গ্রুপ গঠন, এবং বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ এসএমই মালিকাণাধীন নারীদের আস্থা বৃদ্ধি করে এবং নীতি পরিবর্তনের জন্য লবিতে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং নারী এসএমই এসোসিয়েশনের মধ্যে আলোচনা এবং সম্পর্ক স্থাপনের ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগীতা বৃদ্ধি পায়, যা নারী মালিকাণাধীন এসএমইদের জন্য ভালো ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে।[৬১]

জাতিসংঘের আবাসিক এলাকাগুলোতে বেশ কয়েকটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে যেখানে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নির্দিষ্ট জেন্ডার উদ্বেগ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।[৬২] আফগানিস্তানে কমিউনিটি ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে একটি

---

[58] ADB, "Gender Equality Results Case Studies". Available from http://www.adb.org/publications/series/gender-equalityresults-case-studies

[59] ADB, Gender Equality Results Case Study: Nepal Gender Equality and Empowerment of Women Project (Mandaluyong City,2016). Available from http://www.adb.org/publications/gender-equality-results-case-study-nepal.

[60] ADB, Gender Mainstreaming Case Study: Sri Lanka North East Coastal Community Development Project and Tsunami-AffectedAreas Rebuilding Project (Mandaluyong City, 2015). Available from http://www.adb.org/publications/gender-mainstreamingcase-study-sri-lanka-north-east-coastal-community-development.

[61] ADB, Gender Equality Results Case Study: Bangladesh Small and Medium-Sized Enterprise Development Project (MandaluyongCity, 2015). Available from http://www.adb.org/publications/gender-equality-results-case-study bangladesh-sme-developmentproject.

[62] United Nations Human Settlements Programme, A Compendium of Case Studies on Gender Mainstreaming Initiativies inUN-Habitat, 2008-2012 (Nairobi, 2012). Available from http://unhabitat.org/books/a-compendium-of-case-studies-ongender-mainstreaming-initiatives-in-un-habitat/.

প্রকল্পে, জাতিসংঘের আবাসস্থল, নারী-পুরুষের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে আলাদাভাবে কাজ করে। এর ফলে নারী একক সংহতি গড়ে তুলতে এবং একে অপরের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে ও বলতে পারে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে এবং সমস্যা সমাধানের একটি প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে। এটি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীর মধ্যে বা দলগুলোর মধ্যে নারীদের সমান অংশগ্রহণের মানও চালু করেছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল শান্তি বজায় রাখা, প্রকল্প ব্যবস্থাপকরা সমালোচনামূলক জেন্ডার উদ্বেগগুলি চিহ্নিত করে, এবং নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তৈরী করার মাধ্যমে উল্লেখ করে।[৬৩]

উপরের উদাহরণগুলি দেখায় যে, সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং বিভিন্ন স্তরের চেকলিষ্ট অনুসরণ করে জেন্ডার বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। তবুও, গভীরভাবে জেন্ডার বিশ্লেষণের জন্য দক্ষ হওয়া প্রয়োজন বা দক্ষ লোক প্রয়োজন।

অনেকগুলি উপায় আছে যা লিঙ্গ মুলধারার নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যেতে পারে এমন সার্বজনীন অনেক সম্পদ ও সারঞ্জাম রয়েছে। নীতিমালা প্রক্রিয়ায় জেন্ডার মুলধারার প্রসারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে একটি বিস্তৃত সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো ঃ

৪.১ জেন্ডার মুলধারার দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ

জেন্ডার মুলধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এটি সমস্ত নীতি বিভাগে জেন্ডার মাত্রা স্পষ্ট করে তোলে। মন্ত্রণালয় ও নারী সমিতির বিভাগ গুলি দ্বারা একচেটিয়াভাবে জেন্ডার সমতাকে পৃথকভাবে দেখা যায় না। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকযুক্ত হওয়ায় জেন্ডার মুলধারার সমস্ত নীতি এবং প্রোগ্রামের জন্য তা একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, একটি জেন্ডার মুলধারার দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্ন নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কাজ করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত করে। একটি "জেন্ডার ব্লাইন্ড" বা "জেন্ডার নিরপেক্ষ" দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন জেন্ডার মুলধারার ধারণা এই যে, নীতি, প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য হস্তক্ষেপ নারী ও পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেদের ভিন্নভাবে প্রভাবিত করবে।

অবশেষে, জেন্ডার সমতা উন্নয়নের সুযোগ চিহ্নিত করে, জেন্ডার মুলধারা প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারের জন্য সক্ষম করে কিন্তু একই নীতি প্রক্রিয়ার উভয় ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ও সুবিধাজনক লাভের জন্য তা সক্ষম করে। কার্যকরী পদগুলিতে বৈষম্য সৃষ্টির কারণগুলি ও পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত এবং চিহ্নিত করার জন্য জেন্ডার মুলধারার মাধ্যমে ফলাফলগুলির উপর দৃষ্টিপাত দেয়া সম্ভব।

জেন্ডার মুলধারা বোঝার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। প্রতিটিরই বিভিন্ন রকম সুবিধা রয়েছে এবং এগুলি পরবর্তীতে আলোচনা হবে।

---

[63] Ibid.

৪.১.১ জেন্ডার সংবেদনশীলতা

জেন্ডার মুলধারার প্রথম ধাপে হচ্ছে জেন্ডার সচেতন[৬৪] এবং জেন্ডার সংবেদনশীল[৬৫] হয়ে ওঠা বুঝতে ও স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষিত আচরণের উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিকভাবে নির্ধারিত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যসমূহ সম্পদ ও তার নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে। পরবর্তীতে এই সংবেদনশীলতা সরকারের সবস্তরের নীতি, প্রোগ্রাম এবং প্রকল্পের মধ্যে জেন্ডার বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

ব্যাপক সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি মাঠপর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের, প্রোগ্রাম পরিচালকদের এবং কর্মীদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা তৈরী এবং বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

আপনি চিন্তা করুন নীচের সমস্যাটির সমাধান কিভাবে করা যায় ঃ

আপনার অফিসে দুটি মধ্যম পর্যায়ের অবস্থানের জন্য দুই জন নারী এবং একজন পুরুষকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনজনই সমানভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে শীলা উত্তর দেয় যে, সে সম্ভবত শীঘ্রই বিয়ে করতে পারে। রোমা বলেছেন, তিনি ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন এবং একটি পরিবার শুরু করতে চান। এই প্রশ্নটি পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হয় না।

- অবশেষে কে নির্বাচিত হবে তা কি দ্বারা ঠিক হবে ?
- আপনি কাকে বেছে নিবেন এবং কেন ?
- লুকানো পক্ষপাত সম্পর্কে আপনার নির্বাচন কি বলে ?

৪.১.২ জেন্ডার বিশ্লেষণ

জেন্ডার বিশ্লেষণ হচ্ছে নীতিমালার জন্য ইনপুট হিসাবে পরিবেশন করার জন্য জেন্ডার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। জেন্ডার বিশ্লেষণ -জেন্ডার বিচ্ছেদহীন তথ্য প্রদান করে এবং জেন্ডার ভূমিকা বোঝার এবং কিভাবে শ্রম বিভাজিত মুল্যায়ণ হয় তা বুঝতে সাহায্য করে। একটি গ্লোবাল জেন্ডার সূচক রয়েছে যা একটি জেন্ডার বিশ্লেষণ[৬৬] শুরু করার জন্য ভিত্তি গঠন করতে পারে এই ম্যাক্রো স্তরের তথ্যগুলি অনেক সংখ্যক দেশের জেন্ডার সমতার তুলনা করে। কিছু সূচক দেশের অভ্যান্তরীণ ও কিছু বসতবাড়ীসমূহের তথ্য প্রদান করে।

[64] ESCAP, "E-Government for Women's Empowerment in Asia and the Pacific", May 2016. Available from http://egov4women.unescapsdd.org

[65] Ibid.

[66] Global Entrepreneurship Development Institute, "Female Entrepreneurship Index". Available from https://thegedi.org/research/womens-entrepreneurship-index; Social Institutions and Gender Index. Available from http://www.genderindex.org; The Economist Intelligence Unit, "Women's Economic Opportunity Index 2012". Available from http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=weoindex2012; World Bank, "Gender Data Portal".Available from http://datatopics.worldbank.org/gender/; and World Bank, "Gender Statistics". Available from http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=gender-statistics.

টার্গেট নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য উন্নয়ন সুবিধা এবং সম্পদের যথাযথভাবে এবং নিখুতভাবে লক্ষ করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য জেন্ডার বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। জেন্ডার বিশ্লেষণ কোন বাঁধা বা কোন নেতিবাচক প্রভাব ঘটতে পারে এমন পরিস্থতি মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। এটা নিশ্চিত করে যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি জেন্ডার অন্ধ বা নিরপেক্ষ নয়। একটি জেন্ডার বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে বিভিন্ন কাঠামো এবং সারঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

- আপনার দেশ কি উদ্যোক্তাদের যৌন-বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ?
- যদি তাই হয়, এই তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে এবং এটি জাতীয় নীতিমালার জন্য কীভাবে ব্যবহার করা হয় ?

ভারতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সক্রিয় পরিবেশের উপর একটি গবেষণায়, শাহ[৬৭] জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া (প্রক্রিয়াটির ফ্লোচার্ট চিত্র-৪ এ দেখুন)

বিস্তৃত এবং বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে সুযোগে, জেন্ডার বিশ্লেষণ একটি পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ যা আবর্তিত হয়ে যা কংক্রিট নীতি প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে। শাহ এর সুপারিশগুলি বিভিন্ন শিরনামে নীচে দেখানো হলো ঃ

- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্ঠাসমূহ
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে নাগরিক সমাজের প্রচেষ্ঠাসমূহ
- এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান নীতিসমূহ- নিয়ন্ত্রক, প্রচারমূলক, ক্রেডিট এবং প্রতিনিধিত্বমূলক
- নারী উদ্যোক্তা সুযোগের জন্য সরকারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী
- ব্যবসা উন্নয়ন পরিষেবা প্রদানকাররীসমূহ (BDS)- সহযোগীতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

[67] Hina Shah, "Creating an Enabling Environment for Women's Entrepreneurship in India", ESCAP, May 2013. Available fromhttp://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-SSWA-Development-Paper_1304_1.pdf.

চিত্র ৪ জেন্ডার বিশ্লেষণে শাহ্ এর পদ্ধতি

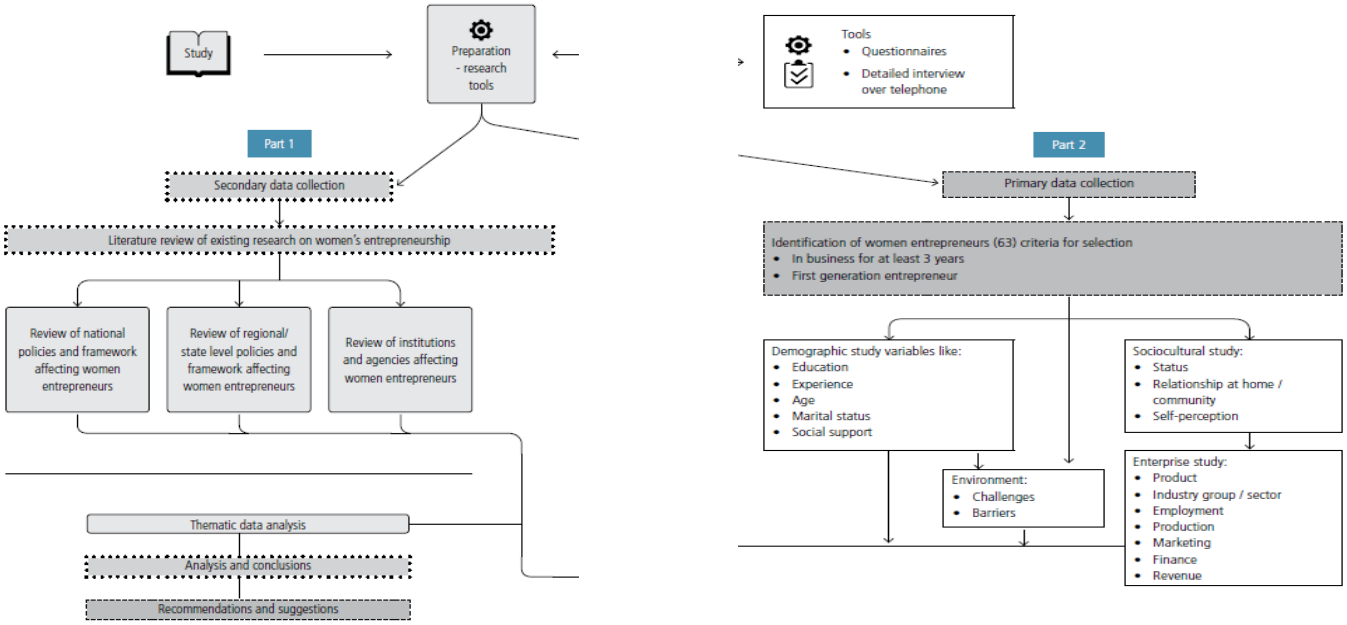

Source: Hina Shah, "Creating an Enabling Environment for Women's Entrepreneurship in India", ESCAP,May 2013. Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-SSWA-Development-Paper_1304_1.pdf.

উইমেন ইন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ

একটিভিটি শীট - ১

জেন্ডার বিশ্লেষণ

অংশগ্রহণকারী ঃ
৩০ জন

সময় ঃ
১ ঘন্টা

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

- পোষ্টার পেপার - ৫টি
- মার্কার - ৫টি
- মাস্কিন টেপ

ভূমিকা ঃ

জেন্ডারের বিশ্লেষণ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া জেন্ডার বিষয়ক সঠিক তথ্য প্রদান করে এবং শ্রমের পক্ষপাতগ্রস্থ মূল্যায়নকে বুঝতে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্য ঃ

নারীরা ক্ষমতায়নের বর্তমান পরিস্থিতি, ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অবদান, ইত্যাদি সম্পর্কে জানা।

ধাপসমূহ ঃ

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের জন্ম তারিখ বলতে বলুন। জন্ম তারিখের ক্রম অনুসারে লাইন করে দাড়ানোর পর তাদেরকে ৫টি দলে ভাগ করুন।

২. প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার পেন দিন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে লিখতে বলুন।

- ১ম দল - নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা
- ২য় দল - নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে নাগরিক সমাজের প্রচেষ্টা
- ৩য় দল - এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নে বিদ্যমান নিয়মগুলো কি কি?
- ৪র্থ দল - জেন্ডার উন্নয়নে সরকারী পরিকল্পনা বা কর্মসূচীগুলো কি কি?
- ৫ম দল - ব্যবসা উন্নয়নে সেবাপ্রদানকারী কি কি প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

৩. প্রতিটি দল লেখা শেষ হলে পোষ্টার পেপারগুলো সামনের দেয়ালে লাগিয়ে উপস্থাপন করতে বলুন।

উপস্থাপনা শেষে কেউ কোন কিছু যোগ করতে চাইলে সুযোগ দিন।

৪. অত:পর অংশগ্রহণকারীদেরকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন-

- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের বাঁধাসমূহ কি কি?
- নারীদের অংশগ্রহণ কিভাবে বাড়ানো যায়?

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (BIID)

৪.১.৩ জেন্ডার নিরীক্ষা

একটি জেন্ডার নিরীক্ষা মুল্যায়ন করে, কিভাবে জেন্ডার বিবেচনাসমূহ নীতি, প্রোগ্রাম এবং প্রকল্পসমূহে সমন্বয় করা হচ্ছে। একটি জেন্ডার নীরিক্ষার সুযোগ ব্যাপক হতে পারে, এর মাধ্যমে আইন, নীতি, বাজেট, কর্মী ক্ষমতা, সারঞ্জাম এবং সম্পদ, কর্মক্ষেত্রে সংস্কৃতি এবং সাংগঠনিক বিষয়গুলি[৬৮] পরীক্ষা করতে পারে। একটি জেন্ডার নীরিক্ষা একটি পৃথক প্রকল্প বা প্রোগ্রাম ষ্ট্যাডি করতে অতিক্ষুদ্র পর্যায়েও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কেস স্ট্যাডি ৯ ভিয়েতনামের জেন্ডার অডিট টুল

ভিয়েতনামের পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের শিশু তহবিল (UNICEF) ভিয়েতনাম এর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পকিল্পনার অগ্রগতি নিরীক্ষার সাহায্য করার জন্য চারটি সামজিক অডিট টুলের মধ্যে একটি জেন্ডার অডিট টুল ব্যবহার করে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল, ভিয়েতনামের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সামাজিক দিক পর্যবেক্ষণ একটি সামাজিক অডিট পরিবর্ধন পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা এবং তার সামাজিক কার্যকারিতা উন্নত করা।

বিশেষ করে উদ্যোগটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে এবং ভিয়েতনামের জনসংখ্যার বিশেষত ঃ দুর্বল গ্রুপগুলির জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করে। এই টুলটি জেন্ডার মুলধারার সিস্টেমেটিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে যার মধ্যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

জেন্ডার অডিট টুল ব্যবহার করে সরকারী কর্মকর্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি জেন্ডার অডিট ম্যানুয়েল তৈরী ও ব্যবহার করা হয়েছিল।

Source: Viet Nam's Ministry of Planning and Development and UNICEF, "Gender AuditManual: A social audit tool to monitor the progress of Viet Nam's Socio-EconomicDevelopment Plan", no date. Available from http://www.unicef.org/vietnam/GENDER_TA.pdf.

৪.১.৪ জেন্ডার বাজেটকরণ

জেন্ডার বাজেট হচ্ছে সকল পর্যায়ে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমন্বয় প্রক্রিয়া ঃ নীতিমালা/প্রোগ্রাম প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা এবং প্রভাব মুল্যায়ন এবং সম্পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূনঃ অর্থায়ন। যা একটি জেন্ডার বাজেট পদ্ধতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে এবং শুধুমাত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

অতঃপর জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণের মাধ্যমে চেক করা হয় যে কিভাবে নীতিটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়, বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যায় করা হয় কি-না এবং টাকাগুলি সমাজে জেন্ডার বিন্যাস পরিবর্তন করছে কি-না।

[68] Lis Myers and Lindsey Jones, "Gender Analysis, Assessment and Audit Manual & Toolkit: For use by ACDI/VOCA staffand consultants in completing gender studies", August 2012. Available from http://www.acdivoca.org/wp-content/uploads/2016/07/ACDI-VOCA-Gender-Analysis-Manual.pdf; Data2X, "Gender Data Gaps". Available from http://data2x.org/what-is-gender-data/gender-data-gaps/; and World Bank, The Little Data Book on Gender 2016 (Washington D.C.,2016). Available from http://data.worldbank.org/products/data-books/little-data-book-on-gender.

প্রায়ই অনেক রকম শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মুল মানে একই। লক্ষ্য হল "জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট", যেটি নারী ও পুরুষ, মেয়েশিশু এবং ছেলেদের বৈষম্যমূলক চাহিদার মোকাবেলা করে। একটি জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণ করার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলো অন্তর্ভূক্ত করুন ঃ

- জেন্ডার বৈষম্য, নারীর চাহিদা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে সরকার ও প্রতিনিধিদের জবাবদিহি এবং সরকারী অর্থ ব্যায়ে নারীর অধিকার।
- স্বচ্ছতার উন্নয়ন ও দুর্নীতি হ্রাস
- পরিকল্পনা ও বাজেট নীতির মধ্যে নারীদের জ্ঞাত অংশগ্রহণ।
- একটি জেন্ডার বাজেট অনুশীলনের জন্য অনেক এন্ট্রি পয়েন্ট আছে, সকল পর্যায়েই যৌন-বিযুক্ত ডাটাবেস আবশ্যক।

কেস স্ট্যাডি - ১০ ফিলিপাইনে জেন্ডার সমতায়নের জন্য বাজেট

১৯৯৬ সাল থেকে ফিলিপাইনের প্রত্যেকটি সরকারী সংস্থাকে জেন্ডার সমতা কাজে কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ অর্থবরাদ্দ করতে হয় এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। ফিলিপাইনের জেন্ডার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতার একটি ইতিবাচক দিক হলো জেন্ডার সমতার জন্য জাতীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা লাইন মন্ত্রণালয় সমর্থন প্রদান করে, যাতে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি লাইন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হয়।

বাজেটের এই ক্ষুদ্র অংশকে জেন্ডার সমতার উল্লেখ করে প্রায়ই ঝুঁকি দেখা যায় তবে এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারীদের প্রান্তিককরণকে শক্তিশালী করতে পারে। একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে পুরো বাজেটে প্রভাবিত করার প্রয়োজন হাইলাইট করা হয়েছে।

ফিলিপাইনের বাজেট এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগ সমস্ত ব্যয় জুরে পারফরমেন্স ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার মধ্যে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ সমন্বয় করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

একটি জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত পর্যায়ে সম্পন্ন করা যেতে পারে ঃ

- বাজেট প্রস্তুতির সময় নিশ্চিত হওয়া যে, বাজেটে আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজনগুলি পূরণ হয়েছে।
- চলতি বছরের বাজেটের যথাযথ ও পূর্ণ ব্যবহারের জন্য সুশৃংখল পদক্ষেপগুলি প্রদান করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করার জন্য গত বছরের বাজেটের প্রাক্কলিত অনুমান বা প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলন করা যেতে পারে।
- পোষ্ট বাজেটের পর্যায়ে সেক্টর সংক্রান্ত বা মন্ত্রিসভা/বিভাগীয় বরাদ্দ এবং ব্যায়সাপেক্ষ মুল্যের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বরাদ্দকরণ সরকারের অগ্রাধিকার নির্দেশ করে। রাজস্বের পাশাপাশি রাজস্বের উৎস, ভর্তুকি ইত্যাদি বিশদ বিশ্লেষণ করুন, এবং কিভাবে নারীরা পুরুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে তা বের করুন।
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে, বাজেটগুলি যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো সেভাবে পুরো পরিমান ব্যায় করা হয়েছিল কি-না। বিতরণ খরচ ও ভর্তুকি কেমন ছিলো এবং এগুলো কাদের জন্য।

Source: Carolyn Hannan, "Mainstreaming gender perspectives in national budgets: anoverview", April 2008. Available from http://www.un.org/womenwatch/daw/news/speech2008/2008%20Korea%20Gender-responsive%20budgets%20April%2019.pdf.

- বাস্তবায়ন পরবর্তী পর্যায়ে বাজেটের ফলাফল এবং প্রভাব পরীক্ষা করা। অনুমতি বনাম বাস্তব ফলাফল থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল বিশ্লেষণ, যার মধ্যে অগ্রহণযোগ্যগুলোও অন্তর্ভূক্ত অর্থসমূহ যার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তা কার্যকরীভাবে পরিকল্পিত ফলাফল অর্জন করছে কি-না এবং এর প্রভাব কি ? তাদের উদ্দেশ্য ও উদ্যেশ্যের সাথে মিল রেখেছে কি-না তা নিয়েও তারা প্রোগ্রাম ও প্রকল্পগুলির একটি প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারে।

কেস স্ট্যাডি- ১১: ইন্দোনেশিয়ার জেন্ডার মূলধারা

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সরকারের জন্য জেন্ডার মুলধারা জেন্ডার সমতা নিরূপনের জন্য একটি মূল কৌশল। ৯/২০০০ সালের রাষ্ট্রপতির ডিক্রিতে, জেন্ডার মুলধারাকে সকল সরকারী কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, যার ফলে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারী সংস্থাগুলির সাথে মেকানিজম স্থাপন এবং জেন্ডার মুলধারার উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলির নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাল্টিসেক্টর ও মাল্টিলেভেল সরকারী সহযোগীতার পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ার জেন্ডার রেস্পন্সিভ বাজেটে কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমেও সহযোগীতা করা হচ্ছে। গ্রাম, উপজেলা এবং জেলা / পৌরসভা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে মহিলা দলগুলি প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের অবদানগুলো প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য সরবরাহ করা হয়। জাতীয় ও স্থানীয় সরকারগুলো সম্প্রদায়ের সংগঠন গুলির সাথে সাম্প্রদায়িক অংশীদারিত্ব বজায় রাখার জন্য সহযোগীতা করছে। ইন্দোনেশিয়ান মন্ত্রণালয়, দাতা সংগঠণ এবং জাতিসংঘের সংস্থার মধ্যে ফান্ডিং এবং প্রযুক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করা হয়েছে। উপরন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিওগুলি পাবলিক সেক্টরের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করছে যেমন- অর্থমন্ত্রণালয় ও বাজেট এর মহাপরিচালক এর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ।যৌথভাবে ইন্দোনেশিয়ার জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট প্রণয়ন ও শক্তিশালীকরণে অনেকেই অবদান রেখেছেন।

Source: ESCAP, Empowering Women Economically: Illustrative Case Studies from Asia(Bangkok, 2014), p. 17. Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/Empower-Women-Economically.pdf.

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

আরও কার্যকর, দক্ষ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য প্রায় ৬০টি দেশের নীতিমালায় জেন্ডার মুলধারা অন্তর্ভূক্ত করেছে।

- আপনার দেশ কি এই ৬০ এর মধ্যে একটি ?
- যদি তাই হয় তবে কি দৃষ্টিভঙ্গি জেন্ডার নীতি গ্রহণ করেছে এটি কি পুরো সরকার বা সেক্টরভিত্তিক পদ্ধতি ?
- নারী উদ্যোক্তা খাতের জন্য আপনি কি যৌন বিচ্ছিন্ন তথ্য পান ? যদি পান তাহলে উপাত্তগুলোতে কি আছে ?

উইমেন ইন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ

একটিভিটি শীট - ২

জেন্ডার বাজেট প্রস্তুতকরণ

অংশগ্রহণকারী ঃ

৩০ জন

সময় ঃ

১ ঘন্টা

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

- পোষ্টার পেপার - ৫টি
- মার্কার - ৫টি
- মাস্কিন টেপ

ভূমিকা ঃ

জেন্ডার বাজেট হল সকল পর্যায়ে জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিমালা/কর্মসূচী প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা, প্রভাব মূল্যায়ন, সম্পদের পুন:প্রতিষ্ঠা এবং পুন:অর্থায়নের একটি সমন্বয় প্রক্রিয়া।

উদ্দেশ্য ঃ

জেন্ডার বৈষম্য, নারীর চাহিদা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে সরকার ও প্রতিনিধিদের জবাবদিহি, সরকারী অর্থ ব্যয়ে নারীর অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সকলের সমান ধারণা অর্জন।

ধাপসমূহ ঃ

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের নামের প্রথম অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী (A to Z) অনুসারে দাড়াতে বলুন, তারপর তাদের দুই দলে বিভক্ত করুন।

২. দুই দলকে দুটি টেবিলে বসতে বলুন এবং পোষ্টার পেপার ও মার্কার দিন।

৩. উভয় দলকে একটি জেন্ডারবান্ধব বাজেট প্রস্তুত করতে বলুন যা নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ের বৈষম্যমূলক চাহিদার মোকাবেলা করতে পারে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

৪. উভয় দল নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বাজেট তৈরি করার পর সামনে গিয়ে উপস্থাপন করতে বলুন।

৫. উপস্থাপনা শেষে কেউ কোন কিছু যোগ করতে চাইলে সুযোগ দিন।

৬. অত:পর অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন-

- সকল আর্থিক বরাদ্দ পূরণ হয়েছে কিনা?
- কিভাবে নারীরা প্রভাব বিস্তার করবে?
- অর্থের উৎস কি কি?

৭. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটিভিটি শেষ করুন।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (BIID)

৪.২ জেন্ডার মূলধারার স্তরসমূহ

জেন্ডার শুধুমাত্র মহিলাদের সাথে জড়িত বিভাগ বা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নয়। এটি কার্যকর হতে জেন্ডার মুলধারা সরকারের সবক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত এবং প্রতিটি বিভাগ বা মন্ত্রণায়ের পরিধী বিস্তৃত হওয়া উচিত[৬৯]। এটা এই কারণে যে, সব বিভাগ এবং মন্ত্রণালয় এবং সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং একটি মন্ত্রণালয়ের নীতি বা কাজ অন্য মন্ত্রণালয়ের কাজে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব থাকে পারে।পদ্ধতি যাই হোক না কেন, জেন্ডার মুলধারার প্রকৃয়াটি বিভিন্ন পর্যায়ে চলে যায়। এই পর্যায়সমূহ নারী উদ্দ্যোক্তাজনিত বিশেস রেফারেন্সের সাথে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।[৭০]

৪.২.১. ষ্টেকহোল্ডার কারা ?

যখন সমাজের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রের অংশীদারদের মধ্যে একটি জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত জড়িত থাকে, তখন আরও কিছু প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন ঃ

- জেন্ডার মুলধারার জন্য অংশীদার কারা ? নারী উদ্দ্যোক্তা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গুলি থেকে মুলকর্মীরা অন্তর্ভূক্ত হবে ঃ
  - বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সরকারী কর্মকর্তা (যেমন ঃ শিল্প, গ্রামীন উন্নয়ন, নারী ও শিশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ)
  - মাইক্রো ফাইনান্সসহ ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
  - শিক্ষাবিদ এবং জেন্ডার এক্সপাট
  - শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ
  - এনজিও এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থাসমূহ
  - নারী উদ্দ্যোক্তা।
- সব অংশীদার এবং নীতিমালা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে মধ্যে জেন্ডার ভারসাম্য আছে কি-না ? যদি জেন্ডার ভারসাম্য না থাকে তাহলে এটি সংশোধণ করা আবশ্যক এবং নীতিমালা প্রণয়নকারীদের অন্তত পক্ষে ৩০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে না এরকম দল থেকে হওয়া উচিত।
- অংশীদার দলটি কি কোন নির্দিষ্ট জ্ঞান এবং দক্ষতায় অবদান রাখতে পারে ? সেক্টরজুরে বিস্তার ছাড়াও এটি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন সে অংশীদারদের গ্রুপে বিভিন্ন রকম বিশেষজ্ঞ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচিত কর্মকর্তারা সংসদ সদস্যরা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ আনতে পারে, গবেষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুল্যবান তথ্য প্রদান করতে পারে। গ্রুপগুলির মধ্যে কি জেন্ডার বিশেষজ্ঞ আছে।

জেন্ডার মুলধারার জন্য অংশীদার চিহ্নিত করতে একটি গাইড হিসাবে বক্স-৩ পড়ুন।

[69] ESCAP, "E-Government for Women's Empowerment in Asia and the Pacific", May 2016. Available from http://egov4women.unescapsdd.org/.

[70] UNDP, "Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit, Part 1 and 2", 2007. Available from http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/library/womens_empowerment/a-toolkit--gender-mainstreaming-in-practice.html.

বক্স ৩ জেন্ডার কে মূল ধারায় নেয়ার অংশীদার

Legend

- Policy strategization and concrete policy development
- Connection to the real needs and experiences of men and women in the target policy group
- Advocacy and building support among the broader public
- Data inputs and provision of gender analysis
- Support in strengthening political will
- Assistance in securing financial and other practical support

Stakeholder group						
Gender Focal Points in other ministries and governmental departments	●			●		●
Development partners with gender equality mandate	●		●	●	●	●
Governmental or independent economicsts with gender expertise	●			●		
Male and female representatives of private sector interests		●	●	●	●	●
Women's or gender NGOs or community-based organizations	●	●	●	●		●
NGOs or community-based organizations (CBOs) that represent men's gender interests	●	●	●	●		●
Relevant sectoral or "special interest" organization that have an interest in or expertise with gender issues	●	●	●	●		●
Human rights groups or advocates	●	●	●	●		
Think tanks or policy analysts with experience and expertise in gender issues	●			●		
Academics or researchers from university Gender Studies Departments or other relevant departments	●			●		
Politicians who support gender issues			●		●	●
Statisticians or other data collectors with experience in gender statistics				●		

Source: UNDP, "Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit, Part 1 and 2", 2007, p. 2. Available from http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/library/womens_empowerment/a-toolkit--gender-mainstreaming-in-practice.html.

৪.২.২. সমস্যাটি কি ?

কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর প্রধান সমস্যা সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো ঃ

১. বিষয়টি কি ? এই ক্ষেত্রে "আইসিটিগুলির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা।"
২. কি অর্জিত হবে ? এই ক্ষেত্রে "নারীদের মধ্যে উদ্দ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে ক্ষমতায়নে সক্ষম হবে।"
৩. এটা কি নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে ?
৪. এই সমস্যাটি কি মুলধারার হবে এমন প্রতিষ্ঠানের মনোভাব এবং অন্যান্য কারণগুলি যা জেন্ডার সমতা রোধ করে এগুলোর রূপান্তর আনতে পারবে ?

যদি ৩ ও ৪ প্রশ্নের উত্তরগুলি "হ্যাঁ" হয় তবে, একটি জেন্ডার নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

একটি জেন্ডার ম্যাপিং ও নিরীক্ষা অনুশীলন জেন্ডার ম্যাপিং হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে যে সকল উপাত্তসমূহ বর্তমানে আছে তা সংগ্রহ ও চিহ্নিত করা এবং কি সংগ্রহ করা উচিত। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রয়োজন, এগুলো হলো ঃ

- কিভাবে এই সমস্যাটি (পূর্ববর্তী পর্যায়ে চিহ্নিত) নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।
- আপনার কাছে কোন উপাত্তসমূহ নেই ?
- এই সমস্যা সম্পর্কিত প্রকল্প বা নীতির হস্তক্ষেপে ইতিমধ্যে কি ঘটেছে ?
- বর্তমানে এই প্রকল্পগুলির সাথে কোন প্রকল্প বা নীতিগুলি সম্পর্কিত ?
- এই সমস্যা সম্পর্কিত অন্যান্য হস্তক্ষেপ কি পরিকল্পিত ?[৭১]

এসব প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার ফলে কোথায় কোথায় ইনফরমেশন গ্যাপ রয়েছে তা নির্ধারণে সহায়তা করে। পরবর্তীতে, এই ইনফরমেশন গ্যাপ পূরণের জন্য জেন্ডার নিরীক্ষা চালু করা যেতে পারে।

জেন্ডার নিরীক্ষা অনুশীলন জ্ঞাত নীতিমালার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং তথ্য প্রদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার নীরিক্ষার মূল পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ[৭২]

- প্রস্তুতিমূলক কাজ
- নথি পর্যালোচনা
- মূল তথ্য দাতাদের সাক্ষাৎকার
- স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী
- উন্নত জেন্ডার মুলধারার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা ডেটা বিশ্লেষণ এবং উন্নয়ন।
- কর্ম পরিকল্পনার প্রচার
- কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ।

মহিলা বিষয়ক ফিলিপাইন কমিশন "সামঞ্জস্যপূর্ণ জেন্ডার ও উন্নয়ন নির্দেশিকা" তৈরি করছে যা জেন্ডার নিরীক্ষাকে একটি কার্যকর পদ্ধতিতে সহায়তা করতে পারে।[৭৩] এই নির্দেশিকাগুলি একটি কাঠামো প্রদান করে যা সেক্টরভিত্তিক চেকলিষ্টগুলির সাথে একটি ধাপে ধাপে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণেতা দেয় সাহায্য করতে পারে বা এগিয়ে নিতে পারে।

[71] bid.

[72] Viet Nam's Ministry of Planning and Development and UNICEF, "Gender Audit Manual: A social audit tool to monitorthe progress of Viet Nam's Socio-Economic Development Plan", no date. Available from http://www.unicef.org/vietnam/GENDER_TA.pdf.

[73] National Economic and Development Authority, Philippine Commission on Women, and Official Development Assistance Genderand Development Network, "Harmonized Gender and Development Guidelines for Project Development, Implementation,Monitoring and Evaluation", Second Edition, December 2010. Available from http://pcw.gov.ph/sites/default/files/documents/resources/harmonized-gad-guidelines-2nd_ed_0.pdf.

৪.২.৪.কর্ম এবং বাজেট নির্ধারণ

জেন্ডার ম্যাপিং এবং নিরীক্ষা অনুশীলন পরিচালনা করে এগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং নীতিগত উপকরণগুলি শক্তিশালী করে, নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দের জন্য পর্যায় ঠিক করা হয়। এই পর্যায়ে মুল বিষয়গুলি কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে তার উপায় বের করা গুরুত্বপূর্ণ।

- দক্ষতা- কিভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা ফলাফলগুলি অর্জন করা যাবে ?
- কার্যকারিতা- কীভাবে একটি নীতির হস্তক্ষেপ একটি প্রদত্ত পরিস্থিতির মধ্যে কার্যকর হবে ?
- জেন্ডার সমতা- নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কতটুকু মোকাবেলা করা হবে ?
- কিভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার অন্যান্য ক্রসকাটিং লক্ষ্য সমূহ নীতিতে সমন্বিত হতে পারে।
- চরম দরিদ্রের মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য দলগুলি নীতির হস্তক্ষেপ থেকে উপকৃত হতে পারবে কি?

উদাহরণস্বরূপ, একটি আর্থিক নীতিতে আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ক্ষমতায়নকে একত্রিত করা সম্ভব কি ? যা নারীদের জন্য পুঁজি ও অর্থসংস্থান প্রবেশাধিকার সহজতর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যারা একটি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ শুরু করতে চান তাদের জন্য ? ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নারীদের মধ্যে একটি ছোট ভাল পাম্পের রক্ষণাবেক্ষণের দোকান চালু করতে দেয়া আর্থিক প্রণোদানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও মহিলা দল উভয়নে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব।

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

আপনার দেশে যে সমস্ত নারী উদ্যোক্তা আছে তাদের সম্পর্কিত তথ্য তালিকাভূক্ত করুন।

- অন্য একটি তালিকা করুন যে সকল নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য আপনার নিকট নেই কিন্তু নীতিমালা তৈরীতে জানা থাকা জরুরী।
- জেন্ডার ম্যাপিং ও নিরীক্ষা অনুশীলনের জন্য একটি প্রস্তাবনা অনুরোধের জন্য শর্তসমূন অন্তর্ভূক্ত করুন।
- আপনার সহকারীদের দ্বারা প্রস্তাবনাটি যাচাই করুন যে অনুমোদন করান।

৪.২.৫ যোগাযোগ এবং পরামর্শ

একাধিক গবেষণা ও বিভিন্ন দেশ হতে প্রমাণিত যে, বিদ্যমান সুযোগ সম্পর্কে নারীর তথ্য এবং সচেতনতার অভাব রয়েছে। কেস স্ট্যাডি ১২ তে একটি ক্লাসিক যোগাযোগের গ্যাপ দেখানো হয়েছে যা নারী ও আইসিটি প্রকল্পগুলোর সাথে সম্পর্কিত অনেক সাহিত্যে বা লেখায় প্রতিফলিত হয়।[৭৪]

কেস স্ট্যাডি- ১২ ভারতের হায়দ্রাবাদের বিক্রেতারা, তাদের জন্য যে সকল ব্যাংক লোন আছে তা সম্পর্কে অজ্ঞাত

ভারতের হায়দ্রাবাদের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় পাবলিক সেক্টর ব্যাংক এর সদরদপ্তর এর বাহিরে একটি রাস্তার বাজার বা ষ্ট্রিট মার্কেট। এখানে ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের বেশীরভাগই নারী। ব্যাংক (ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী) বাজারের ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের মতো বিপুল সংখ্যক শূন্য ব্যালেন্সের সঞ্চয় একাউন্ট এবং নারীদের জন্য স্বল্প সুদের ঋণ অফার করে। ব্যাংক বলে যে, এই ক্ষুদ্র ঋণ নিতে কম মানুষই আসে। বাহিরের মহিলারা তাদের দোরগোড়ায় আক্ষরিক অর্থে বিদ্যমান সুযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

Source: Author's personal research and site visit, 2010.

এটি স্বীকার করাও গুরুত্বপূর্ণ যে নীতিনির্ধারণকারী এবং সুবিধাভোগী উভয়ের মধ্যে জেন্ডার মুলধারার প্রতিরোধ শক্তি রয়েছে। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে কিছু হলো ঃ (১) জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়ে ভুল তথ্য বা তথ্যের অভাব (২) সীমিত সম্পদ (৩) জেন্ডার ভূমিকা সম্পর্কে সাংস্কৃতিক বা ঐতিহ্যগত উপলব্ধি। অতএব যোগাযোগ এবং পরামর্শ কৌশল জেন্ডার মুলধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সুবিধাভোগীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি

নীতি প্রণয়ন, প্রোগ্রাম বা প্রকল্প প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ের যোগাযোগ কৌশলগুলি একত্রিত করা প্রয়োজন। ভালো যোগাযোগের কৌশলগুলি নারী ও পুরুষদের বিভিন্ন চাহিদা এবং পরিস্থিতির (যেমন- যাদের জন্য করা হচ্ছে, বিষয় এবং সুবিধাভোগী) বিবেচনা করে। অন্য কথায় যোগাযোগ কেবল তথ্যের নিরপেক্ষ স্থানান্তর নয়। কিন্তু এটি সচেতনতা বৃদ্ধি, আচরণ পরিবর্তন এবং ভাল অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্জন করা এবং এই বিভিন্ন লক্ষ্যগুলি বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের লক্ষ্য করে করা হয়। নারী সুবিধাভোগীদের জন্য এটি প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ যে, মিডিয়া এবং আইসিটি এক্সপোজার সম্পর্কে এবং পছন্দের ধরণ সম্পর্কে জানা। মিডিয়া ব্যবহার বোঝারর জন্য প্রস্তাবিত প্রশ্নগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঃ

[74] Anita Dighe and Usha Vyasulu Reddi, Women's Literacy and Communication Technologies: Lessons that Experience hasTaught Us (New Delhi: Commonwealth Educational Media Centre for Asia and Commonwealth of Learning, 2006). Availablefrom http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/CEMCA_Womens_Literacy1.pdf; and ADB, Gender Tool Kit: Micro, Small,and Medium-Sized Enterprise Finance and Development (Mandaluyong City, 2014). Available from http://www.adb.org/documents/gender-tool-kit-micro-small-and-medium-sized-enterprise-finance-and-development. See also ESCAP, EnablingEntrepreneurship for Women's Economic Empowerment in Asia and the Pacific (Bangkok, no date). Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/Enabling%20women's%20entrepreneurship.pdf.

- নারী ও পুরুষরা কি বিভিন্ন প্রকাশনা পড়েন ?
- নারী ও পুরুষরা কি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে নজর রাখে বা শুনতে পায় ?
- তারা যা দেখিয়েছেন নারী ও পুরুষের পছন্দে কি ভিন্নতা আছে ?
- মিডিয়া খরচের ধরন (ফ্রিকোয়েন্সী, সময়) নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ?
- নারীরা কি তথ্য এবং সাহায্যের জন্য ঘুরছে ? এজন্য কি বিভিন্ন মিডিয়া এবং আইসিটিগুলির কাছে যাচ্ছে নাকি ব্যক্তিগত উৎসসমূহের কাছে যাচ্ছে- যেমন আত্মীয়, বন্ধু, অন্যান্য নারী, মতামত প্রদানকারী নেতা, স্থানীয় এনজিও বা স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ?
- নারী ও পুরুষদের কি বিভিন্ন বিশ্বাস যোগ্যতার মানদন্ড ("কর্তৃপক্ষ" ব্যবহৃত আর্গুমেন্ট ইত্যাদি) আছে ? অন্য কথায়, তথ্যের উৎস হিসাবে কোনটি নির্ভরযোগ্য হিসাবে বিশ্বাস করে ?
- নারী ও পুরুষদের কি ভিন্ন মর্যাদা রয়েছেছ যার কারণে তারা বিভিন্ন বার্তাগুলিতে ভিন্নভাবে সারা দেয়।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়ার ফলে, তাদের কাছে বিদ্যমান নীতি, প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া এবং সুবিধাগুলিতে নারীদের সচেতনতা নিশ্চিত করতে একটি যোগাযোগ কৌশল গঠন করতে সহায়তা করবে। অন্যথায় ফলাফলটি "অন্ধকারে একটি তীর নিক্ষেপের" মতোই হতে পারে।

অংশীদারদের মধ্যে পরামর্শ

লিঙ্গ অন্ধত্ব এবং নিরপেক্ষতা মোকাবেলা করার জন্য শীর্ষস্তরের নীতিমালা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, শিক্ষাবিদ, দাতা ও উন্নয়ন অংশীদারদের লক্ষ্য করে সক্রিয় ও কার্যকর পরামর্শমূলক কৌশল প্রয়োজন। এই গ্রুপগুলির মধ্যে লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য কিছু উপায় রয়েছে ঃ

সকল মন্ত্রণালয়ের জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট বা জেন্ডার মেনেজমেন্ট কমিটি তৈরী করা।

সমস্ত অংশীদারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি তালিকাভিত্তিক বা একটি সামাজিক মিডিয়া দল (যেমন- ফেসবুক গ্রুপ বা গুগল+গ্রুপ) স্থাপন করা এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য একটি কার্যকর উপায় বের করা, তবে তাদের কাছে ইন্টারনেটের প্রবেশাধিকার থাকাও জরুরী। জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টগুলি প্রাসঙ্গিক সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে দলকে জানাতে পারে। একই সময়ে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে গ্রুপের আলোচনার আবর্তনটি বা রাউটিংটি এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে যে, জেন্ডার নীতিগুলি সরকারী নীতি ও পরিকল্পনা পদ্ধতির মুলধারায় রয়েছে।

- একটি বার্ষিক জেন্ডার রিপোর্ট তৈরী
  সরকার কর্তৃক এই ধরনের একটি প্রতিবেদন পরিসংখ্যানগত তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে, এবং অগ্রগতি ট্র্যাক এবং বিস্তৃত শ্রোতাদের কাছে তথ্য প্রচারের একটি হাতিয়ার হতে পারে। এই ধরনের একটি রিপোর্ট জাতীয় জেন্ডার মেশিনারীজ দ্বারা "ইনহাউজ" তৈরী হতে পারে। অথবা একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা এনজিও'র সাথে উপ-চুক্তি হতে পারে।
- ওয়েবসাইট ও সম্প্রদায়ের মতো ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার

একটি ইলেকট্রনিক সম্প্রদায়ের উদাহরণ হলো সলিউশন এক্সচেঞ্জ অন জেন্ডার[৭৫]- এটি ভারতে ব্যবস্থানপা উদ্যোগ। সলিউশন এক্সচেঞ্জ ২০০৫ সালে একটি সদস্যপদ ভিত্তিক অনলাইন ফোরাম হিসাবে নীতিমালা প্রণয়নকারী, নাগরিক সমাজ, এনজিও, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারী খাত, শিক্ষা গনমাধ্যম এবং সরকারকে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান বন্টন করার জন্য একত্রিত করে।

- জেন্ডার রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা

  এই রিপোর্টগুলি বই, বুলেটিন এবং জেন্ডার সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যগুলির জন্য ক্লিয়ারিং হাউস হতে পারে যা জেন্ডারকে মুলধারায় আরও দক্ষ করে তুলতে পারে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে সরকারগুলির মধ্যে জেন্ডার সমস্যাগুলির প্রোফাইলকে শক্তিশালী করতে পারে।
- সম্প্রদায় এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে নাগরিকদের মধ্যে বিস্তৃত উন্নয়নের জন্য মুলধারার মিডিয়া সংস্থাগুলির সাথে অংশিদারী। সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে মিডিয়াগুলির সাথে এই ধরনের অংশীদারিত্বও সহায়তা করতে পারে।

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

UN Women একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এটি হচ্ছে Progress of the Worlds Women 2015 – 2016

- আপনার দেশ কি কোন জেন্ডার রিপোর্ট তৈরী করে ? আপনি কি আপনার দেশের ওয়েবসাইটে এটি খুঁজে পান?
- যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে সর্বশেষ রিপোর্টটি কি ? এটি কি বিষয় হাইলাইট করে ?
- যদি না হয়, তাহলে আপনার দেশের বার্ষিক জাতীয় জেন্ডার প্রতিবেদন চেয়ে পাঠান। আপনি একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় গ্রুপকে সম্বোধন করবেন। আপনি কিভাবে একটি বার্ষিক জেন্ডার প্রতিবেদনের গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রুপটিকে মোকাবেলা করবেন ?

[75] United Nations in India, "UN Solution Exchange". Available from http://in.one.un.org/page/un-solution-exchange.

মুল বার্তাসমূহ

- উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আইসিটি বিভিন্নভাবে নারী ও পুরুষকে প্রভাবিত করে। এই পার্থক্য মোকাবেলার জন্য জেন্ডার মুলধারা অপরিহার্য।
- জেন্ডার মুলধারা হলো সব উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্ত থাকার প্রক্রিয়া।
- জেন্ডার মুলধারা "সম্পূর্ণ সরকারের প্রচেষ্টা" বা একটি পৃথক প্রকল্প হিসাবে করা যেতে পারে।
- জেন্ডার মুলধারা অনেক এন্ট্রিপয়েন্ট বা পন্থা আছে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো জেন্ডার বিশ্লেষণ, জেন্ডার নিরীক্ষা এবং জেন্ডার বাজেটের অন্তর্ভূক্তি।
- জেন্ডার মুলধারা অংশীদার এবং সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং জেন্ডার উদ্বেগ অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে।
- যোগাযোগ এবং প্রচারের কৌশল জেন্ডার মুলধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- দুটি ভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার গ্রুপকে সম্মোধন করা দরকার। সাধারণভাবে নারীরা সুবিধাভোগী এবং সরকার প্রদানকারী হিসেবে।
- প্রতিটি গ্রুপের জন্য যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল পরিকল্পনা প্রয়োজন।
- সুবিধাভোগীদের জন্য মুলধারার মিডিয়া এবং সরকারের জন্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. নারী উদ্যোগে আইসিটি এর জন্য একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

শিক্ষার ফলাফল

এই অধ্যায় পাঠ শেষে পাঠকগণ সক্ষম হবেন ঃ

- মহিলা উদ্যোগসমূহে আইসিটি এর নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য বোঝা
- ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভূক্তি এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে এর ভূমিকা।
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জন্য আইসিটি সমস্যা বা বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ।

সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি চিহ্নিতকরুন যাতে তাদের নিজ দিশের নীতিমালা প্রণয়নকারীরা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান নীতিসমূহকে সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।

এই মডিউলের আলোচনায় চারটি বিষয় আলোকপাত করা হচ্ছে- সরকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী উদ্যোক্তা এবং আইসিটি। এই বিভাগের উদ্দ্যেশ্য হলো একসঙ্গে ও সুসঙ্গতভাবে বিষয়সমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

নারী উদ্যোগসহ উন্নয়নের যে কোন ক্ষেত্রে একটি কার্যকর জেন্ডার নীতি[৭৬] প্রণয়ন করার জন্য তিনটি পৃথক উপাদান রয়েছে ঃ

১. অবস্থার বিশ্লেষণ- বিশ্লেষণে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠান নিজেই জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে। একটি আধুনিক পরীক্ষায় জড়িত হলো ঃ (ক) জেন্ডার বিষয় সম্পর্কিত কর্ম, জ্ঞান, দক্ষতা এবং অনুশীলন (খ) যৌন বিষয়গুলির জন্য ষ্টাফ/ সদস্যদের প্রতিশ্রুতিকে প্রভাবিত করে এমন কারণসমূহ (গ) কর্মচারীদের প্রভাবিত করে এমন জেন্ডার বিষয়সমূহ, যেমন- প্রচারে সুযোগে ভিন্নতা ও কাজের ক্ষেত্রে হয়রানি।সংস্থাগুলিতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা অনুপস্থিতিতে জেহ্বার উদ্বেগ কার্যকরভাবে মোকাবেলা সম্ভব হবে না।

২. নীতিমালা- এটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ থেকেই বেরিয়ে আসা উচিত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল অনুশীলনের প্রতি দৃষ্টি থাকা উচিত, পাশাপাশি এই দৃষ্টি বিভিন্ন উপায়ে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। নীতিসমূহ প্রায়ই সরকারী নথি হয়।

৩. বাস্তবায়ন কৌশল বা কর্ম পরিকল্পনা- পরিস্তিতি বিশ্লেষণ এবং নীতির উপর ভিত্তি করে এটি একটি অভ্যান্তরীণ নথি। এতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নীতিটি কীভাবে সম্পন্ন হবে তার বিশদ বিবরণ দেয়া উচিত। এটি সাধারণত কার্যক্রমগুলি বর্ণনা করে যা সময়মত, লক্ষ্যমাত্রা, বাজেট, নিরীক্ষণ সূচক ও মুল্যায়ন অনুযায়ী করা উচিত। সরকার তাদের নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার মাধ্যমে বৃহৎ আকারে জনগনের কল্যানে নীতিমালা ও প্রোগ্রামগুলিতে পরিষ্কারভাবে বাধ্যতামুলক না হওয়া পর্যন্ত, বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ গোষ্ঠীর প্রধান উদ্বেগগুলি উপেক্ষা করা হয়। নারীদের এবং মেয়েদের উদ্বেগগুলি প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়, যতক্ষণা বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়।

অতএব সরকারী কর্মকান্ডে জেন্ডার মুলধারা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই ধরনের পদক্ষেপে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে ঃ

- পলিসি এবং প্রোগ্রাম গঠনের আগে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের (এসএমই) সকলের নীতি ও আইনগুলির একটি নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করুন।
- যৌন-বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ করুন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি জেন্ডার কৌশল তৈরী করুন।
- ফিলিপাইনের সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি চলমান ভিত্তিতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রোগ্রাম "হারমোনাইজ জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট গাইডলাইনস"[৭৭] এই নামি পরিচালিত হচ্ছে যা সব স্তরে সরকারী কর্মকর্তাদের জেন্ডার সংবেদনশীলকরণের জন্য একটি কার্যকর রেফারেন্স।

[76] UNDP, "Resource Guide: Mainstreaming Gender in Water Management", Version 2.1, November 2006, p. 139. Availablefrom http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/watergovernance/resource-guide-mainstreaming-gender-in-water-management/IWRMGenderResourceGuide-English-200610.pdf.

[77] National Economic and Development Authority, Philippine Commission on Women, and Official Development Assistance Genderand Development Network, "Harmonized Gender and Development Guidelines for Project Development, Implementation,Monitoring and Evaluation", Second Edition, December 2010. Available from http://pcw.gov.ph/sites/default/files/documents/resources/harmonized-gad-guidelines-2nd_ed_0.pdf.

- সরকারের সব স্তরে সব লাইন মন্ত্রণালয় এবং সরকারী সংস্থাগুলিতে জেন্ডার ফোকাল ইউনিট তৈরী করুন।

কিছু অনুশীলন করা যাক ঃ

- ইউএনডিপি র "রিসোর্স গাইড ঃ মেইনষ্ট্রমিং জেন্ডার ইন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" বইটির ১৪০ ও ১৪১ পৃষ্ঠা দেখুন অথবা ইউএনডিপি ওয়েবসাইটে এই লিংকে পাবেন- http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/
- www-ee-library/water-governance/resource-guide-mainstreaming-genderin-water-management/IWRMGenderResourceGuide-English-200610.pdf.
- এখানে দেওয়া প্যারামিটার অনুযায়ী আপনার সংস্থায় কিভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল করা যায় তা নিয়ে একটি বিশ্লেষণ করুন।
- আপনার দৃষ্টিতে আরও জেন্ডার সংবেদনশীল করতে কি করা উচিত ?

৫.১ সরকারের ভূমিকা ঃ সক্রিয় আইন প্রণয়ন এবং আইনি কাঠামো

নারীর ক্ষমতায়ন মানে তার পরিবর, সমাজের এবং নিজের সর্বোত্তম পছন্দমত সিদ্বান্ত গ্রহণে সমান সুযোগ প্রদান। যেখানে জেন্ডার আইনের সাথে প্রচলিত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে পার্থখ্য থাকে সেখানে ফলাফল পেতে অনেক সময় লাগে। বিশ্বব্যাংকের নারী, ব্যবসা এবং আইন ২০১৬ এর প্রতিবেদনের ২১ টি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যেখানে একই বৈবাহিক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষদের মধ্যে আইনী পার্থক্য রয়েছে (বক্স ৪ দেখুন)

বক্স - ৪ ঃ বিবাহিত এবং অবিবাহিত নারীদের মধ্যে আইনগত পার্থক্য ঃ

নারী, ব্যবসা এবং আইন এর প্রতিবেদন অনুযায়ী একই বৈবাহিক অবস্থার নারী ও পুরুষদের মধ্যে নিম্নলিখিত ২১টি বিষয়ে পার্থক্য তুলে ধরেছেন ঃ

১. পাসপোর্টের জন্য আবেদন
২. বাড়ীর বাইরে ভ্রমন।
৩. দেশের বাইরে ভ্রমন।
৪. অনুমতি ছাড়াই চাকরি করা বা কোন ট্রের্ড / পেশাকে বেছে নেওয়া।
৫. চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।
৬. ব্যবসা নিবন্ধন।
৭. খানা প্রধান বা পরিবার প্রধান হয়ে উঠে।
৮. তাদের সন্তানদের নাগরিকত্ব নিশ্চিতকরন।
৯. একটি ব্যাংক হিসাব খোলা।
১০. বসবাসের স্থান পছন্দ করা।

১১. একটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া।
১২. সম্পত্তির উপর মালিকানা অধিকার।
১৩. সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার।
১৪. রাতে একই সময় কাজ করা।
১৫. একই কাজ বা চাকরী করা
১৬. একই সময়ে সংবিধিবদ্ধ অবসর গ্রহণ করছেন।
১৭. একই হারে ট্র্যাক্স কর্তন ও ঋণের সুবিধা পাচ্ছেন।
১৮.আদালতে তাদের সাক্ষ্য সমান ভাবে গৃহিত হয়।
১৯. সংবিধানে একটি জেন্ডার অথবা যৌন বৈষম্যমূলক ধারণা আছে।
২০.প্রচলিত আইন প্রয়োগ করলে যদি এটি সংবিধান লংঘন করে।
২১.ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগ করলে যদি এটি সংবিধান লঘন করে।
উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়া শুধুমাত্র বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য আরও ৫টি বিষয় হচ্ছে ঃ

২২. আইনত তাদের স্বামীদের মান্য করা।
২৩. একজন বিদেশী স্বামীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষমতা।
২৪. বৈবাহিক সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।
২৫. বৈবাহিক সম্পতিতে আইনি স্বীকৃতি রয়েছে।
২৬. মৃত স্বামীর সম্পতিতে উত্তরাধিকার রয়েছে।

উৎস ওয়াল্ড ব্যাংক, ইউমেন, ব্যবসা এবং আইন ২০১৬, *World Bank, Women, Business and the Law 2016. Getting to Equal (Washington, D.C., 2015),p. 3. Available from* http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/WBL2016-Key-Findings.pdf

জেন্ডার সমতা আইন থাকলে ও দূর্বল ডিজাইন প্রবর্তন, বাস্তবায়ন অথবা নিম্নমানের সামর্থের কারণ তা খুব একটা কাজে লাগে না। এইভাবে নারীদের জন্য কাগজে থাকা আইন বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না বা তাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি আদর্শ সমাজে নারী সংশ্লিষ্ট কোন নতুন আইন তৈরীর প্রয়োজন নাই। তবে বিদ্যমান নীতিমালা দ্বারা সরকারের সকল সেক্টরে জেন্ডার সমতা কার্যকর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (কম্বোডিয়ার কাজ করে কেস স্ট্যাডি-৮ দেখুন) পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, আইন প্রণয়নকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দলে শিক্ষিত নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে (বিশ্বব্যাপী ৩০ শতাংশ কার্যকর রয়েছে)। চুড়ান্ত প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরীর পূর্বে জেন্ডার বিষয়ক নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

জেন্ডার মূলধারার সাথে "সম্পূর্ণ সরকারী" প্রক্রিয়ায় অংশ করা যেতে পারে এবং জেন্ডার স্বল্পতার জন্য বাজেট করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ, ফিলিপাইনের কেস স্ট্যাডি ১০ দেখুন) অথবা নারী ক্ষমতায়নের জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে (যেমন- ভারত)। দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের সাথে জেন্ডারকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে (কেস স্ট্যাডি ১৩ দেখুন)।

কেস স্ট্যাডি -১৩ ঃ এম জি এন আর ই জি এর মূলধারাতে জেন্ডার

ভারতের মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA) এ গ্রামীন পরিবারগুলোর কর্মসংস্থান তৈরী এবং উচ্চ হারের দারিদ্রতা মোকাবিলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একই সময়ে এম জি এন আর ই জি এ গ্রামীন জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা এবং কৃষিকাজে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীন অব কাঠামো নির্মাণের কাজ করেছে।

MGNREGA এ তে গ্রামীন অর্থনীতিতে নারীরা যেসব বাধার মুখোমুখি হয় তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ নারী কোটা আছে এবং নারীকর্মীদের শিশুর যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং একক নারীদের বাড়ীর কাছাকাছি কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সম পারিশ্রমিক আইন ১৯৭৬ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সমান মজুরি দেওয়া হয়। এটি জেন্ডার বৈষম্য রোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গাইডলাইন অনুযায়ী, যেমন কোন পরিবার ব্যাংক হিসাব খুলতে চায় তখন পুরুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল পৃথক হিসাব না খুলে যৌথ হিসাব খোলার জন্য ব্যাংক এবং স্থানীয় সরকার উদ্বুদ্ধ করবে। আইনটিতে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় (MGNREGA বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি) নারীদের অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোকে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক নিরীক্ষা ফোরাম এর সুপারিশ হলো MGNREGA এর কাজগুলি শ্রমিকদের সুবিধামত সময়ে করা উচিত যাতে নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এত অংশগ্রহণ করতে পারে। এটি জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

Source: *Rebecca Holmes, Nidhi Sadana and Saswati Rath, "An opportunity for change?Gender analysis of the Mahatma Gandhi National Rural Employment GuaranteeAct", Overseas Development Institute Project Briefing No. 53, February 2011.Available from https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publicationsopinion-files/6301.pdf*

.নোট: কেস স্ট্যাডি ১৩ কিভাবে নারী কর্মীরা কেন্দ্রীয় ভাবে ফোকাস হয়, কিভাবে কোটার মাধ্যমে সমতা নিশ্চিত করা হয় এবং কিভাবে বিদ্যমান আইনের মাধ্যমে জেন্ডার সমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রত্যেক সরকারের সাংবিধানিক বিধান রয়েছে এবং যথাযথ আইন ও নিয়মকানুনের মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যার মধ্যে উদ্যোক্তা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই ধরনের আইন এবং নিয়ম বিদ্যমান তবে এই বিস্তৃত আইন ও নিয়মগুলি জেন্ডার নিরপেক্ষ। যেমন- সকলের জন্য এবং নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট প্রত্যয় ও শর্তাবলী বিবেচনায় নেওয়া।

ESCAP প্রকাশনা ঃ জেন্ডার বিবেচনা উদ্যোক্তা নীতিমালা ঃ

- জেন্ডার সহনশীল নীতিমালা ও কর্মসূচী গুলো বিচ্ছিন্ন এবং এ্যাডহক।
- সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে এসএমই নীতিমালা তৈরীতে জেন্ডার সংক্রান্ত চাহিদাগুলি মূল্যায়ন করা হয় না।
- নীতিমালাগুলি অসমভাবে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করে আঞ্চলিক পর্যায়ে।
- অসঙ্গত, কষ্টকর এবং দূর্বল রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রক্রিয়ার কারণে নারী মালিকানাধীন উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হয়।

- জ্ঞানের অভাব এবং সরকারী নিয়মকানুন গুলো সঠিকভাবে না জানার কারণে অপ্রত্যাশিত ভাবে নারী উদ্যোক্তাদের[৭৮] উপর প্রভাব পড়ছে।

অন্য কথায় অনেক প্রচলিত আইন আছে যে জেন্ডার বান্ধব নয় এবং নারীদের বিশেষ প্রয়োজন গুলোকে উপেক্ষিত করা হয়েছে। ADB ও অন্য একটি গবেষণায় মধ্য এশিয়ার কিছু দেশে এই সমস্যাগুলো দেখা গেছে।[৭৯]

ADB ও জেন্ডার সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো হলো- ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের পুঁজি বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন[৮০]। এই সংক্ষিপ্ত চেকলিষ্টের মধ্যে সমস্যা সমাধান করার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা রয়েছে। অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ অনুকূল আইন এবং আইনি কাঠামো, অর্থায়ন, ব্যবসায় দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসা উন্নয়নের জন্য পারিপার্শ্বিক সেবা, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা উন্নয়ন করা। সরকারী, বেসরকারী ও নাগরিক সমাজদের সংগঠন, প্রত্যেকেই নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এইসব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[78] ESCAP, Enabling Entrepreneurship for Women's Economic Empowerment in Asia and the Pacific (Bangkok, no date). Availablefrom http://www.unescap.org/sites/default/files/Enabling%20women's%20entrepreneurship.pdf.

[79] ADB, Information and Communication Technologies for Women Entrepreneurs: Prospects and Potential in Azerbaijan,Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, and Uzbekistan (Mandaluyong City, 2014). Available from http://www.adb.org/sites/default/files/publication/42869/ict-women-entrepreneurs.pdf.

[80] ADB, Gender Tool Kit: Micro, Small, and Medium-Sized Enterprise Finance and Development (Mandaluyong City, 2014).Available from http://www.adb.org/documents/gender-tool-kit-micro-small-and-medium-sized-enterprise-finance-anddevelopment.

চিত্র ৫ ঃ উদ্যোক্তা পরিবেশ

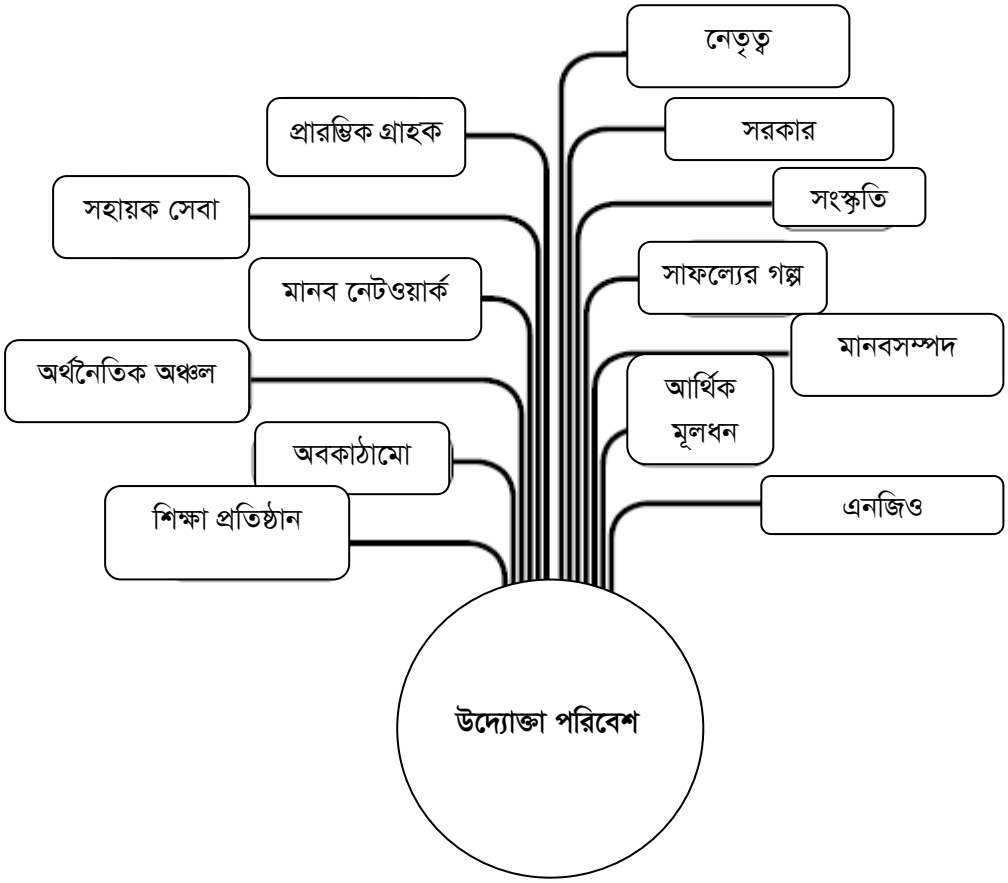

Source: UN-APCICT/ESCAP, Women and ICT Frontier Initiative: Women Entrepreneurs Track –Module W1: Planning a Business Using ICT (Incheon, 2016). Available from http://e-learning.unapcict.org/wifiinfobank/data/Module_W1.pdf.

শুরুতে প্রত্যেকটি বিষয়কে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদিও আলোচনাতে অনেকগুলো বিভাগে দেখানো হয়েছে। যেকোন জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা এবং বাস্তবায়নের কোন প্রচেষ্ঠাকে অবশ্যই বিভিন্ন দিকের ঘনিষ্ট সংযোগগুলি বিবেচনা করা উচিত।

বাস্তবায়নের জন্য ভাল মেকানিজম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যেখানে আইসিটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠে। আইসিটি তাদের ক্ষমতা, গতি, পৌছানো এবং বহুমুখী ডিজাইন তৈরীতে সহায়তা করে। সরকারের জন্য জনপ্রশাসনে আইসিটির ব্যবহার "ই-সরকার" থেকে "স্মার্ট" সরকারের দিকে যাওয়ার সুযোগ তৈরী করে যেগুলি নাগরিকদের উচিৎ/অনুচিত/অনুভূত চাহিদার "প্রয়োজনীয়তা" বোঝায় এবং চাহিদাগুলি সমাধানের জন্য "নকশা" তৈরী ও কার্যকরভাবে "সমাধান" করা হয়।[৮১] আইসিটির ব্যবহার একটি জেন্ডার সংবেদনশীল সরকার গঠনের সুযোগ তৈরী করে।

[81] Arti Gupta, "Smart government means going beyond mobile", 20 January 2014. Available from http://www.slideshare.net/leadonco/smart-government-means-going-beyond-mobile.

নারীর ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য আইসিটির উপযুক্ত ব্যবহারে অনেক উপায় আছে। ESCAP[82] এর প্রকাশনা ই-গর্ভনমেন্ট ফর উইমেন এ্যাম্পাওয়ারমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক দেখুন। ১২টি কেস নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে,

> জেন্ডার সংবেদনশীল "ই-সরকার" এর হস্তক্ষেপগুলি জেন্ডার সমতার জন্য অনকেগুলি ইতিবাচক ফলাফলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তারা নারীদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি, ঐতিহাসিক রীতিনতি, বাঁধা অতিক্রমে সক্ষম করে এবং সমজাতীয় নারীদের মধ্যে সংযোগ তৈরী করে, চাকরির বাজারে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, প্রধান বাধাগুলোর তথ্য প্রদান করে এবং তা প্রতিহত করার জন্য সুযোগ প্রদান করে। তারা প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক ভাবে জেন্ডারভিত্তিক সেবা প্রদানের জন্য জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান গুলোকে সক্ষম করে গড়ে তোলে। [৮৩]

গবেষণার ফলাফলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় ঃ

- ই-গভর্নমেন্টে জেন্ডার সহনশীল চর্চা শক্তিশালী নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করে কিন্তু ই-গভর্নমেন্টে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকী করনের কারণে জনসাধারনের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি ও মানবসম্পদ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়।
- যেখানে জেন্ডার আইন ও নীতিমালা এবং বাজেটের নিয়ম আছে সেখানে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকী করনের ক্ষেত্রে ই-গভর্মেন্টের নকশা তৈরী ও বাস্তাবয়ন বেশ শক্তিশালী।
- সুপরিকল্পিত ই-গভর্নমেন্ট কৌশল উন্নয়নে নারীদের বর্জন না করে তাদের অংশগ্রহণের জন্য জায়গা তৈরী করে।[৮৪]

আইসিটি সহায়ক নীতিমালা প্রচারের উপায় ঃ

- সরকার ম্যাক্রো এবং মাইক্রো পর্যায়ের ডেটা সংগ্রহ এবং সংকলন করার জন্য বিদ্যমান সূচকের উপাত্তগুলি ব্যবহার করতে পারে।
- সরকারের ডাটাবেজে[৮৫] যৌন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ বা খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে যৌন নির্যাতন তথ্য বিদ্যমান তথ্য থেকেই খুব দ্রুত বের হয়ে আসবে।
- অনলাইন ভিত্তিক "জেন্ডার কমিউনিটি" নামক একটি জাতীয় সেবামূলক সার্ভিস চালু করা যেতে পারে,যার মাধ্যমে জেন্ডার বিশেষত্ব এনজিও এবং অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মতামত ভাগাভাগি[৮৬], শ্রেষ্ঠ অর্জন, কেস স্ট্যাডি, জেন্ডার সমতা বাস্তবায়ন কৌশল এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা যায়।

[82] ESCAP, "E-Government for Women's Empowerment in Asia and the Pacific", May 2016. Available from http://egov4women.unescapsdd.org/.

[83] Ibid.

[84] Ibid.

[85] Data mining is the practice of examining large pre-existing databases in order to generate new information

[86] See United Nations in India, "UN Solution Exchange". Available from http://in.one.un.org/page/un-solution-exchange.

তাহলে কিভাবে আইসিটিকে ব্যবহার করে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় নীতিমালা এবং পরিবেশ তৈরী করা যেতে পারে। পরবর্তী ধাপে নারী উদ্যোক্তা সম্পর্কিত জেন্ডার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা এবং সেই সাথে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে জানতে পারবে।

৫.২ MSME পলিসি, আইন এবং প্রবিধান ঃ

বিদ্যমান MSME পলিসি, আইন এবং প্রবিধান বিষয়ে একটি জেন্ডার নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এগুলি বেশিরভাগই হয় "জেন্ডার ব্লাইন্ড নতুবা জেন্ডার নিরপেক্ষ" অথবা এমন আছে যে তাদের অজান্তে নারী উদ্যোক্তাদের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয় যেমন- লাইসেন্স প্রদান, শ্রম আইন অনুযায়ী কাজের সময় ও মজুরি নির্ধারণ।

এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় করণীয় ঃ

- এই অসমতা কমানোর জন্য আইন ও নীতিমালগুলি পূর্ণবিবেচনা বা সংশোধনী করা দরকার।
- রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান এবং ট্যাক্স প্রদানের পদ্ধতিগুলো সহজ এবং সুসংহত করতে হবে যাতে নারী উদ্যোক্তাদের সময় এবং খরচ উভয়ই কম হয় এবং তারা যেন কর্মকর্তা বা এজেন্টদের হয়রানি থেকে বাঁচাতে পারে। আইসিটি ভিত্তিক প্রচারণা বা সেবা এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে যেমন একক উইন্ডোর ওয়েবভিত্তিক পোর্টাল বা মোবাইল সমাধান তৈরী (যেমন- মেবাইল অ্যাপ বা এসএমএস)। পোর্টাল বা মোবাইল সমাধান গুলোতে স্থানীয় ভাষায়, সহজ, স্পষ্ট নির্দেশাবলী এবং আইকনভিত্তিক কমান্ড ব্যবহার করা উচিত।
- বিভিন্ন প্রকার আইনি সাক্ষরতা সক্রিয়করনের জন্য তাদের মোবাইল ফোনে (এসএমএস), অনলাইন পোর্টাল এবং প্রচলিত মিডিয়ার (যেমন- রেডিও এবং টিভি) মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করা।

৫.৩ ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্তি করা ঃ

নীতিমালা সক্রিয়করণের জন্য একটি দেশের সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন নারীর আর্থিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং জেন্ডার বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর্থিক কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তির জন্য সরকারকে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সেই সাথে অনুকূল নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরী করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ পাপুয়া নিউগিনিতে নতুন ব্যাংক হিসাবে অর্ধেক নারী হওয়া বাধ্যতামূলক।[৮৭]

[87] Alliance for Financial Inclusion, Policy Frameworks to Support Women's Financial Inclusion (2016). Available from http://www.afi-global.org/publications/2325/Policy-Frameworks-to-Suppport-Women-s-Financial-Inclusion.

কেস স্ট্যাডি- ১৪ দেশব্যাপী নারীদের জন্যে পাপুয়া নিউগিনিতে মাইক্রো ব্যাংকের মাধ্যমে মাই ক্যাশ চালু করেছে।

দেশব্যাপী নারীদের জন্যে পাপুয়া নিউগিনিতে মাইক্রো ব্যাংকের মাধ্যমে মাই ক্যাশ চালু করেছে, যা ব্যাংকটির সুস্পষ্ট লক্ষ্য। মাইক্যাশ প্রাথমিক ভাবে সঞ্চয় করার জন্য চালু হলেও তাতে মোবাইল অর্থ সেবা অন্তর্ভূক্ত। শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যে প্রচুর পরিমানে গ্রাহক অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলো। ২০১২ সালের জুন মাসে দেখা যায় মাইক্যাশের শতকরা ৭০ শতাংশ গ্রাহক ইতিপূর্বে কোন ব্যাংকের সাথে জড়িত ছিলো না। অক্টোবর ২০১৪ এর মধ্যে মোট গ্রাহকের শতকরা ৩৮ শতাংশ নারী গ্রাহক তৈরী হয়, তারা মূলত এটি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। মাইক্রো ব্যাংক তাদের নারী গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম চালু করে।

উৎস *GSMA, 2014 State of the Industry: Mobile Financial Services for the Unbanked (2014). Available from http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf.*

নীতিমালা গ্রহণের সরকারের ভূমিকা ঃ

- ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন-ডিজিটাল স্বাক্ষর)
- আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো সংস্কার করুন, যেমন- "আপনার গ্রাহককে জানুন" (KYC) প্রক্রিয়া।[৮৮]
- নারীদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরী করুন।

উপরের তিনটি নীতিমালার মধ্যে আইসিটি উদ্ভাবনীমূলক অনুশীলনের জন্য স্পষ্ট ভূমিকা আছে। নিচে কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

৫.৩.১ সরকারের পক্ষ থেকে ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ ঃ

নাগরিকদের সরকারি অনলাইনের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লেনদেন করতে উৎসাহ দেওয়া কেননা এর ফলে সময় এবং খরচ দুটোই কমে। এটি সরকারকে ট্যাক্স রিটার্ন, ঋণ এবং অন্যান্য সরাসরি আর্থিক স্থানান্তর ও লাভ্যংশ প্রদানের জন্য নিম্ন আয়ের পরিবারকে চিহ্নিত ও লক্ষ্য করতে সহায়তা করে।

সরকারী সংস্থাগুলো থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের (যেমন- বেতন, সামাজিক সুবিধা স্থানান্তর এবং মানবিক সাহায্য) অর্থ প্রদানে ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থার ব্যবহার করলে সময় ও খরচ কম হয়। এটি ব্যবহার করলে আর্থিক দূর্নীতি যেমন কমে তেমনি জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থয় সম্পৃক্ত করা যায়।

[88] KYC is the process of a business verifying the identity of its clients. The term is also used to refer to the bank regulationwhich governs these activities. KYC policies are becoming much more important globally to prevent identity theft, financialfraud, money laundering and terrorist financing. Wikipedia, "Know your customer". Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer.

চীর সরকার এখন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ভুর্তকী প্রদান করে। গ্রহকরা একটি হিসাবে মাধ্যমে নয় লক্ষ ব্যাংক এজেন্ট পরিদর্শন করতে পারে। যেমন- "মম এন্ড পপ সপ" তাদের অর্থ একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে।

৫.৩.২ নারীদের আর্থিক সেবামুলক কার্মকান্ড বৃদ্ধি করা

নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি সহজতর করার জন্য ডিজিটাল সনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, কেননা ব্যাংক হিসাব খোলার সময় পুরুষের তুলনায় নারীদের কম আনুষ্ঠানিক সনাক্তকরণ প্রয়োজন হয়।

পাকিস্তানে সরকার একটি বায়োমেট্রিক আইডি সিষ্টেম চালু করেছে (যেমন- আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের স্ক্যান) যা ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং KYC র জন প্রয়োজনীয় প্রবিধান চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে কম লেনদেনের হিসাব ও ব্যালেন্স এর তথ্য সংগ্রহ করা যায়।[৮৯]

বাংলাদেশে, বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের[৯০] জন্য KYC কে সহজতর করেছে। এবং নিউগিনিতে মাইক্রোব্যাংক এর মাইক্যাশ মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য গ্রাহকের সনাক্তকরণের জন্য একটি ফর্ম চালু করেছে যা তাদের গ্রামের নেতাদের নিকট থেকে প্রত্যয়ন করে নিতে হয়।[৯১]

ঋণের বাজারে, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং নিম্ন আয়ের ঋণ গ্রহীতার জন্য ঋণদাতাকে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রয়োজন হয়। ডিজিটাল ফুড প্রিন্টের মাধ্যমে ঋণ আবেদনকারীর আর্থিক লেনদেন এর তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

আলীফিন্যান্স চাইনিজ ই কমার্স ফার্ম আলীবাবার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান তাদের ই-কমার্স প্লাটফর্মের বিক্রেতাদের ঋণ প্রদান করে থাকে। আলীফিন্যান্স এর ক্রেডিট স্কোরিং প্রক্রিয়া হলো তারা ঋণ আবেদনকারীর কমপক্ষে তিন মাসের অনলাইন কার্যক্রমের উপরভিত্তি করে প্রায় সংগে সংগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সহজ KYC প্রক্রিয়া যা সিম নিবন্ধন এবং নারীদের মোবাইল ফোনের মালিকানা সহজতর করে যা ক্রমবর্ধমান মোবাইল ব্যাংকিং এর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে।[৯২]

উদাহরণস্বরূপ- ডিজিটাল সঞ্চয় সেবাগুলো বীমা ও ঋণের সাথে জড়িত, উচ্চতর সুদের স্থায়ী আমানতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারী গ্রাহকরা টাাক সংরক্ষণ করে। সুনির্দিষ্ট সঞ্চয় এর পর সুদ জমা হয়।[৯৩]

---

[89] Women's World Banking, "Digital Savings: The Key to Women's Financial Inclusion?" 2015. Available from https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2015/08/Digital-Savings-The-Key-to-Women%E2%80%99s-Financial-Inclusion_WomensWorldBanking.pdf.

[90] Alliance for Financial Inclusion, Policy Frameworks to Support Women's Financial Inclusion (2016). Available from http://www.afi-global.org/publications/2325/Policy-Frameworks-to-Support-Women-s-Financial-Inclusion.

[91] Mobile banking is the use of a mobile device to conduct banking services such as deposits, withdrawals, account transferand balance inquiry. Mobile money is a service to perform and receive payment using a mobile device.

[92] World Bank, World Development Report 2016: Digital Dividend (Washington D.C., 2016).

[93] ICICI Bank, "Presenting the new Advantage Woman Savings Account". Available from http://www.icicibank.com/Personal-Banking/account-deposit/advantage-woman-savings-account/index.page.

৫.৩.৩ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বাস স্থাপন

যেহেতু রেডিও এবং টেলিভিশনের মত প্রচলিত মাধ্যম এর ব্যাপক ভাবে ছড়িয়েছে ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এই প্রচার মাধ্যমকে জনসাধারনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিও জন্য কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে যেখানে অবকাঠামো ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম উন্নত নয়। নারীদের সবচেয়ে কাছাকাছি ব্যাংক বা সেবাদানকারী পয়েন্টগুলোতে "ওভার দ্যা কাউন্টার" লেনদেনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। ডিজিটাল আর্থিক সেবায় নারীদের বিশ্বাস স্থাপন এবং নির্ভর যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মীদের গুরুত্ব অপরিসীম। উদাহরণস্বরুপ- বাংলাদেশের ইনফোলেডি (কেস স্ট্যাডি ৪ দেখুন) এবং ফিলিপাইনের কমিউনিটি ই-সেন্টার এর জ্ঞান কর্মীদের কার্যক্রম।

৫.৩.৪ ক্রাউড ফান্ডিং

ক্রাউড ফান্ডিং একটি আর্থিক সেবা যা প্রচলিত আর্থিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যতিক্রম, যা মূলত অনলাইন ওয়েবভিত্তিক এবং মোবাইল প্লাটফর্ম। যেকানে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত প্রকল্প, ব্যবসা অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থযোগান দিয়ে থাকে।

ঐতিহ্যগত মহাজন, আত্মীয় বা পুঁজি পতিদের বৃত্তের বাইরে ক্রাউড ফান্ডিং এর বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে উদ্যোক্তা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রাউড ফান্ডিং কে নিয়ন্ত্রণ করতে কিছু নীতিমালা প্রয়োজন। বর্তমানে চীনে ১০০০০ এর মত ক্রাউড ফান্ডিং প্লাটফর্ম (সম অর্থায়ন ও পুরস্কারভিত্তিক অর্থায়ন) রয়েছে, চীনা ব্যাংকিং রেগুলটরি কমিশন ক্রাউড ফান্ডিং এর জন্য একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা স্থাপনে কাজ করে যাচ্ছে। নীচে সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্রাউড ফান্ডিং এর দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো।[৯৪]

কেস স্ট্যাডি -১৫ রোটেটিং সেভিংস অ্যান্ড ক্রেডিট এসোসিয়েশন

কিছু ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একত্রে সঞ্চয় সংরক্ষণ এবং বিতরণে সম্মত হয়। একটি পিয়ার টু পিয়ার ব্যাংকিং এবং পিয়ার টু পিয়ার ঋণ সমিতি/ সংস্থা গঠন করে। এই অনানুষ্ঠানিক দলের প্রত্যেক সদস্য নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ জমা দেন এবং নির্দিষ্ট মাসে নির্দিষ্ট কোন দিনে জমাকৃত সকল অর্থ একজন সদস্যকে প্রদান করে। ফলস্বরূপ প্রত্যেক সদস্যই একটি বড় অংকের টাকা পায় এবং এটি তার ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারে। দলের প্রত্যেক সদস্যই একজন ফান্ড ম্যানেজার।

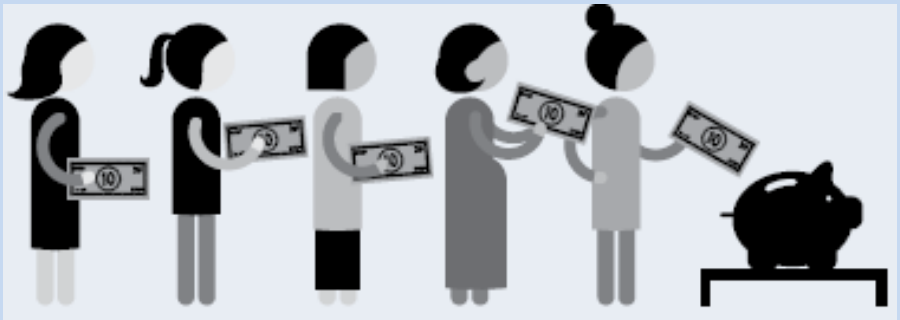

[94] 94 Alliance for Financial Inclusion, Policy Frameworks to Support Women's Financial Inclusion (2016), p. 12. Available fromhttp://www.afi-global.org/publications/2325/Policy-Frameworks-to-Support-Women-s-Financial-Inclusion.

আঞ্চলিক ভাষায় "চিট তহবিল" বা "যৌথ তহবিল পাটি" নামে খ্যাত এই অনানুষ্ঠনিক সঞ্চয় দল দক্ষিণ এশিয়ার মহিলাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এটি লটারী অথবা নিলামের মত প্রক্রিয়া।

যার মাধ্যমে নির্ধারণ হয় কে এই মাসে অর্থ পাবে। যেহেতু প্রতিমাসে প্রতিটি লেনদেনে প্রত্যেক সদস্য দেখেন এবং কোন সদস্যের অর্থ বাকী থাকে না তাই এই প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ এবং স্বচ্ছ তাই আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাইতে জনপ্রিয়। সম্প্রতি পূর্ব অফ্রিকায় "হারামবি" বা "চাঙ্গা" নামক অনানুষ্ঠানিক সামাজিক গঠন করা হয়েছে এবং কেনিয়ার "M-Changa" দ্বারা ডিজিটাল করা হয়েছে। M-Changa প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে পরিবারের সদস্য বন্ধুবান্ধব এর মাঝে স্থানান্তর করতে পারে এবং সামাজিক তহবিল গঠন করতে পারে। "M-Changa" এর ১০,০০০ গ্রাহক ৬৫,০০০ ডালারের মাধ্যমে ১৮০০০০ ডলার সাফারিকমে এর MPES এ, এয়ারটেল এবং পেপালের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে।

উৎস- http://changa.co.ke

কেস স্ট্যাডি-১৬ KIVA.org এর মাধ্যমে ক্রাউড ফান্ডিং

KIVA.org ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা, যা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে গতিশীল এবং দারিদ্রতা দূরীকরণে সমজাতীয় ব্যবসায়ীদের তহবিল গঠন ক্রাউড ফান্ডিং এ সহযোগীতা করে আসছে।

KIVA.org - তে সর্বনিম্ন ২৫ ডলার ঋণ করে যে কেউ ব্যবসা, পড়ালেখা, বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ কিংবা তার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী যে কোন কাজ করতে পারে।

যখন একজন ঋণগ্রহীতা KIVA.org এর মাধ্যমে একটি ঋণ আবেদন করেন তখন তা দায়গ্রহণ এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ার জন্য এটি KIVA.org ওয়েবসাইটে পোষ্ট করা হয়। যে কোন ব্যক্তি সর্বনিম্ন ২৫ ডলার পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারেন।

KIVA.org ঋণ পরিশোধের হার শতকরা ৯৭ ভাগ। সূত্র ঃ kiva, "How Kiva Warks", available from https://www.kiva.arglabout/how.

৫.৪ অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি

নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটি ও অন্যান্য অবকাঠামো এবং স্মার্ট ফোন ব্যবহারে সুযোগ খুবই কম[৯৫]। এইগুলি বর্তমান বিশ্বের ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজন।

আইসিটি ব্যবহারে মহিলাদের সীমাবদ্ধতা গুলো নিম্নে অন্তর্ভূক্ত করা হলো ঃ

- মূল্য

[95] A dumb phone is a basic mobile phone that lacks the advanced functionality characteristic of a smartphone. There arestill six dumb phones for every smartphone in the world.

- গুণগতমান সম্পন্ন নেটওয়ার্ক এবং কভারেজ
- নিরাপত্তা এবং হয়রানি
- পরিচালনাকারী / পরিবেশক বিশ্বাস স্থাপন
- প্রযুক্তি সাক্ষরতা এবং আত্মবিশ্বাস।

এই সীমাবদ্ধতা গুলো মোকাবিলার জন্য সরকারি পদক্ষেপ ঃ

- আইসিটি অবকাঠামো এবং সেবা বিস্তৃত করার পাশাপাশি স্থানীয় ভাষায় মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন তৈরী ব্যবস্থা করা।
- নারীদের মধ্যে সময় বাঁচে এরকম প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর সংঙ্গে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমকে একত্রীকরণ করা।
- তথ্য প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নতুন ও পুরাতন আইসিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করুন।
- সাইবার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য অনলাইন (যেমন- টেলিসেন্টার) পয়েন্ট স্থাপন করুন এবং সাইবার নিরাপত্তা ও হয়রানি নিশ্চিত করার জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নারীদের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করুন।

৫.৫ দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসা উন্নয়ন সেবা ঃ

আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাক্ষরতা এবং সচেতনতার কারণে নারীরা বিদ্যমান সুযোগ এবং ব্যবসা উন্নয়ন সেবাগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছেনা। কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবসা উন্নয়ন সেবার অভাব।
- প্রচলিত সেবাগুলো গুণগতমান সম্পন্ন নয়।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দূর্বল প্রচারণা (বর্তমান ও সম্ভাব্য)।

নিম্নে আলোচিত কার্যক্রমগুলো নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে ঃ

- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অনলাইন কোর্স এবং প্রশিক্ষণ প্রদান। অনলাইনে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজের সুযোগ নিশ্চিত করা, যাতে মুখোমুখি কার্যকর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- অনলাইনভিত্তিক সার্টিফিকেট প্রদান ব্যবস্থা চালু করুন। উদাহরণস্বরূপ- যেসব নারী প্রশিক্ষণ গ্রহন করার পর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে তা তাদেরকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিরাপদ অর্থায়নে খুবই সহযোগীতা করবে।

৫.৬ সেবার প্রচার এবং বাজারজাতকরণ ঃ

নারীরা চিহ্নিত করেছেন যে সময় এবং গতিশীলতার সীমাবদ্ধতার কারণে সেবাগুলো থেকে তারা উপকৃত হতে পারছেন না। তারা নিচের কারণগুলোকে উল্লেখযোগ্য মনে করছেন।

- শিক্ষা এবং আর্থিক সাক্ষরতার অভাব।
- সময়গত তথ্যের অভাব।

বাস্তবায়নকালীন সময়ে নারী এবং পুরুষ সদস্যদের মাঝে পার্থক্য বোঝা যায় না সেই সাথে পার্থক্যের প্রভাব সম্পর্কেও নারী ও পুরুষদের জ্ঞান খুবই সামান্য। ফলস্বরূপ কার্যক্রমগুলি নারী সুবিধাভোগীদের নিকট পৌছাতে পারে না, কখনও যদি সম্ভব হয় তাহলে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

সবস্তরে কার্যকর বিপননের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবিলা করতে পারে ঃ

- স্থানীয় শাখার অবস্থান গুলি বিবেচনা করে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- তথ্য প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
- জেন্ডার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা এবং সেই অনুযায়ী পণ্যের মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন।
- উদাহরণস্বরূপ সাক্ষরতার বাঁধা মোকাবিলা করতে ভয়েস মেইল এবং ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপনস সার্ভিস (IVRS) এর ব্যবহার।

পরিশেষে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গুণগতমান সম্পন্ন সেবা প্রদান করতে পারে ঃ

- আপ টু ডেট তথ্যের জন্য এসএমএস এলার্ট চালু করা।
- প্রচারণা এবং বাজারজাতকরণের সহায়তার জন্য অনলাইন বা মোবাইল সার্ভিস চালু করুন।
- অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণগুলো সুবিধাজনক সময়ে সামাজিক নিরাপদ স্থানে মুখোমুখি সেশনের ব্যবস্থা করুন।
- প্রধান প্রধান মিডিয়া গুলির মাধ্যমে তথ্য ও সচেতনতামূলক প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

উপরে উল্লেখিত অনেকগুলি বিষয় বহুমুখী এবং বিভিন্ন সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয়। একইভাবে অনেকগুলো আইসিটিভিত্তিক পরামর্শ বহুমুখী কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত। ব্যক্তি, স্থান এবং সমস্যাযুক্ত নীতি বা কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত পরামর্শগুলো বেছে নিতে হবে। কোন এক ধরণের পরামর্শ সকল ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য নয়, প্রতিটি পরিস্থিতির প্রকৃতি বিবেচনা করে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আইসিটিভিত্তিক উদ্যোগ প্রয়োগ করা হবে।

উপরের অধ্যায়টিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী উপবিভাগগুলিতে বাস্তবায়নের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৭ নারী উদ্যোক্তার জন্য সংবেদনশীল ই-সরকার ঃ

ই-সরকার হলো নাগরিক সরকারি সেবা প্রদানের ইলেকট্রনিক মাধ্যম। এই মডিউলে পূর্বে একটি বির্তক ছিল যে, একটি অসম সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইসিটি জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়। তারা নারী এবং পুরুষদের সমানভাবে অধিকার প্রদান পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্র করে না।

ইউএনডিপির একটি প্রতিবেদনে ই-গর্ভন্যান্সের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করেছে যার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সেগুলো হলো ঃ

১. ই- গভর্নেন্স নীতি ও কৌশল ডিজাইন
২. মৌলিক ই সেবা সরবরাহ
৩. নাগরিকদের ই-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী এবং যুবক।
৪. আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া
৫. আই সি টি-র মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য পৌছানো।

অনেক ক্ষেত্রে সরকার নির্দিষ্ট ই-গভর্নমেন্ট সেবাগুলিকে ব্যবহার করছে এবং সে সম্পর্কে নজর রাখছে। এই ধরনের তথ্য থেকে বোঝা যায় কারা আসলে সেবাগুলো গ্রহণ করছে।

উদাহরণস্বরূপ জেন্ডার পরিকল্পনা এবং নিরীক্ষার অনুশীলন হলো বিভিন্ন প্রকার নিদশর্ন, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সনাক্ত করার উপায়। সংগৃহিত তথ্য অনুযায়ী জেন্ডার বিবেচনায় বাজেট বরাদ্দ রাখা উচিত। সেই সাথে নিম্নলিখিত যৌন বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ঃ

১. আইসিটির মাধ্যমে নারীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং ই-সেবাতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে কি না।
২. তারা কখন, কোথায় এবং কিভাবে এই ধরনের সেবা গ্রহণ করে এবং
৩. অভিগম্যতা তৈরী এবং সুযোগ প্রদানের সেরা উপায় গুলো চিহ্নিত করা।

দুই দশক ধরে আইসিটি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দেশে দেখা গেছে যে, সরকার যে কোন সেবামূলক কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার করতে পারে। যেমন ঃ (১) উন্নত এবং ন্যায়সঙ্গত ডেলিভারি প্রদান, (২) বহুমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সকল বিভাগে সমন্বয় সাধন করা, (৩) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময়, প্রচার এবং মুল্যায়ন করা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাতে বাস্তবায়নকালীন সময়ে নিবিড়ভাবে প্রচেষ্ঠা চালায়। যখন আইসিটিকে সমন্বিত এবং কার্যকর সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন মোট বাস্তবায়ন ও পরিচালনা খরচ কমে যেতে পারে।

কর্মসূচীতে আরও ই-সেবা চালু থাকা প্রয়োজন। এই প্লাটফর্মে যারা কাজ করে তাদের মনে রাখতে হবে যে, বাস্তবায়ন ও ডিজাইন নারীদের বিবেচনায় প্রয়োগ করতে হবে। ডিজাইন এবং উন্নয়নে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ ছাড়া এই সব কার্যক্রম উপযুক্ত হয়ে উঠে না।

যদি সকল ই-সেবা কার্যক্রমগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত না থাকে এবং সাধারণ ব্যবহারকারীরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারে তাহলে নতুন করে ই-সেবা গড়ে তোলা অর্থহীন হবে। ই-সার্ভিস গুলো একাধিক প্লাটফর্মে পাওয়া যাবে (যেমন-অনলাইন পোর্টাল, অ্যাপস এবং আইভিআরএস)। নিম্ন এবং উচ্চ সংযোগ ব্যবস্থা ও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ESCAP এর এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগীয় অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ই-সরকার গবেষণায় জেন্ডার সহনশীল ব্যবস্থার জন্য তিনটি উপাদান চিহ্নিত করেছে ঃ

১. সেবা প্রদান, যার মধ্যে রয়েছে :
   - ডিজিটাল প্রক্রিয়া এবং মানব মধ্যস্থতার মধ্যে সমতা।
   - সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা।
   - তথ্য ও সংযোগ উভয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা।
   - জেন্ডার সংবেদনশীল তথ্যের স্বচ্ছতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা।

২. নাগরিক বিশ্লেষণ, যার মধ্যে রয়েছে :
   - নারীর পছন্দ এবং সরকারী কাঠামোতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তি ডিজাইন করা।
   - নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করা প্রথম সারির কর্মীদের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন এবং ডিজিটাল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
   - নারী নেতৃত্বকর্তৃক জেন্ডার সংবেদনশীল ই-সরকার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা।

৩. সংযোগ
   - নারীদের অর্থপূর্ণ অনলাইন অংশগ্রহনের জন্য মডেল তৈরী।
   - সকল নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ এবং সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, একটি জেন্ডার সংবেদনশীল সরকারের কাছে আইসিটির অবদান খুবই সম্ভাবনাময় বিশেষ করে আইসিটির নীতিমালাতে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা যেমন- আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ, গুণগতমান সম্পন্ন সেবা নিশ্চিত, নারীদের জেন্ডার সম্পর্কিত আইন ও রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত।

৫.৮ বাস্তবায়ন ঃ

একটি নীতিমালা, কর্মসূচী বা প্রকল্প সফলভাবে কার্যকর করার জন্য আইসিটি ব্যবহারের বাঁধা হিসেবে যৌন বিচ্ছিন্ন তথ্য জানা খুবই জরুরী। বিশ্বব্যাপী নারীদের জন্য কিছু বাঁধা লক্ষণীয় যেমন- স্বাক্ষরতা, দারিদ্রতা, নারীর কাজ, গতিশীলতার অভাব এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতা।

যৌন বিচ্ছিন্ন তথ্য সংঙ্গায়িত এবং সংগ্রহ করার মূল কারণ হলো জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিভিন্ন পর্যায়ের আইসিটি ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের সুযোগ সম্পর্কে তথ্য জানা। এধরনের তথ্য সংগ্রহ নীতিমালা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন কৌশল গ্রহণে সহায়তা করে।

যেখানে কোন তথ্য নেই সেখানে কোন দৃশ্যমানতা নেই এবং দৃশ্যমানতা ছাড়া কোন অগ্রাধিকার নেই। অতএব আইসিটি ব্যবহার করে জেন্ডার সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারনের পূর্বশর্ত হলো জেন্ডার ও আইসিটি পরিসংখ্যান সংগ্রহ।

যেহেতু সমষ্টিগত তথ্য প্রায়ই জেন্ডার পার্থক্যকে আড়াল করে, তাই এই পার্থক্য নীতিতে প্রতিফলিত হয় না। মাঠ পর্যায়ের পরিমানগত ও সংখ্যাগত তথ্য নারী ও মেয়েদের অন্তর্নিহিত উদ্বেগ বোঝার জন্য প্রয়োজন হয়।

বেশীরভাগ তথ্য গুণগতমানসম্পন্ন এবং প্রতিটি প্রকল্পের জন্য পৃথক ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এডিবি কয়েকটি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে যেখানে জেন্ডার সম্পর্কিত প্রকল্পকে প্রথমে সনাক্ত করা হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাস্তবায়নের জন্য পরিবার পর্যায়ে যে সব অভ্যন্তরীন তথ্য সংগ্রহ করা দরকার তা নিম্নরূপ ঃ

- পরিবার পর্যাযে তথ্য সংগ্রহের চাইতে ব্যক্তি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা অনেক সহজ।
- পরিবার পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার সময় পরিবারের অভ্যন্তরীন সম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিবরণের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে পরিবারের নারী সদস্যটি উর্পাজনকারী হলেও পুরুষটি নিজেকে প্রধান হিসেবে মনে করে। তখন প্রাপ্ত তথ্যগুলি অপর্যাপ্ত হয় বিশেষ করে যখন নারীদের আইসিটিগুলির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কথা আসে। যার পরিবারে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ আছে এবং আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে সেসব ব্যক্তি বা পরিবারের তথ্য নেওয়া প্রয়োজন।
- পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত কাজ সম্পর্কিত তথ্য নেওয়া প্রয়োজন। নারীরা বাড়ীতে যে সমস্ত অপরিশোধিত কাজ করে প্রায়ই সেসব কাজকে অনানুষ্ঠনিক কাজ বলে মনে করা হয় এমনকি গবাদী পশুর যত্ন নেওয়ার কাজটিকে তাই মনে করা হয়।
- বাড়ির কাজে নারী ও মেয়ে শিশুদের কি পরিমান সময় ব্যয় হয় সেই তথ্য নেওয়া। যেমন- পানি সংগ্রহ ও জ্বালানী সংগ্রহে সে কত সময় ব্যয় করে। এসব তথ্য প্রস্তাবিত কোন প্রকল্পে খুবই কাজে লাগবে।
- ব্যাংকিং- পরিসংখ্যান এবং পারিবারিক ব্যাংক হিসাবে মালিকানা বা যার নামে ব্যাংক হিসাবটি থাকে সে পুরোপুরি সেই হিসাবটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করতে পারে কিনা।
- মোবাইল ব্যাংকিং এর ব্যবহার যদি থাকে, সেই সম্পর্কিত বিবরণ গুলির তথ্য গ্রহণ (যদি পরিবারের কেউ অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কাজ করে তার নিকট থেকে রেমিটেন্স গ্রহণ)। এ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং এ নারী ও পুরুষদের আস্থা কতটুকু তা বোঝা যাবে।
- বাড়িতে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন- টয়লেট ও পানির ব্যবহার দুটোই নারী ও মেয়ে শিশুদের সময়, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই তথ্যটিতে নারীরা কি পরিমান সময় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য ব্যয় করে তা জানা যাবে সেই সাথে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে কতটা সময় ব্যয় করে তা বোঝা যাবে।
- সামাজিকভাবে নারীরা যেসব বাঁধার সম্মুখীণ হয় তা চিহ্নিত করা।
- বাড়িতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা যার কারণে নারীরা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।
- জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এবং আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ যা একটি যোগাযোগ মাধ্যম তৈরীতে সহায়তা করবে।

উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা এবং আইসিটি ও জেন্ডার এর অংশীদারিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে আইসিটিভিত্তিক নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যাতে জেন্ডার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ

- নারী ও পুরুষের আইসিটি ব্যবহারের পার্থক্য কি কি ?
- ইন্টারনেট ব্যবহারে নারীর বাঁধাসমূহ কি কি ?
- তথ্য সমাজে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের কি ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন ?

- আইসিটি কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা তৈরীর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য গুলো কি কি ?
- কি উপায়ে আইসিটি নারী উদ্যোক্তা, আয় বৃদ্ধি এবং স্ব-কর্মসংস্থান তৈরী করতে পারে ?
- নারী ও মেয়েরা কি চায় এবং তাদের চাহিদাগুলি কি ? এবং তাতে কি তাদের ব্যবহারের সুযোগ আছে?

- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তথ্য প্রযুক্তি কিভাবে পরিবারের বালিকা, নারীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারে ?
- গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ব্যবস ।তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জেন্ডার বিষয়ক তথ্য প্রযুক্তি কি হতে পারে ?
- তথ্য প্রযুক্তিগত নীতিমালা ও শাসনের ক্ষেত্রে কি পরিমান নারী অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করছে ?[৯৬]

নির্দিষ্ট জেন্ডারের বিষয়গুলো সুনিশ্চিত করার জন্য জেন্ডার মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আইসিটি সম্পর্কিত যৌন বিভিন্ন তথ্য গুলির দ্বারা কর্মসূচীর মাধ্যমে ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারীদের নির্দিষ্ট চাহিদা সনাক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: জেন্ডারের নির্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে-

- কম সংযোগের জায়গাগুলোতে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির সরঞ্জাম এর মাধ্যমে সংযোগের উন্নয়ন ঘটানো যেমন ঃ সাধারন ফোনের পরিবর্তে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করা।
- নিরাপদ সামাজিক স্থানের ক্ষেত্রে জনবহুল জায়গাগুলোতে বাড়ির কাছাকাছি নারী সেবা কেন্দ্র গুলো তৈরী করা।
- ঐ সকল কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের দেখাশুনা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুবিধা প্রদান করা।
- সুবিধামত বা যথাসময়ে প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করা যেখানে ৯-৫ টা সময়সূচীর সব সময়ে প্রয়োজন নেই।
- প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো মেটাতে প্রশিক্ষণের জায়গাগুলি সাজানো।
- প্রশিক্ষককে অবশ্যই জেন্ডার সংবেদী হতে হবে যদি তারা সবাই নারী গত্ত হয়।
- স্থানীয় ভাষায় বিষয়গুলি ব্যবহার করা, নারীদের বিষয়গুলি উন্নয়নে ব্যবহার করা যাতে তারা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণীয় বিষয় ব্যবহার করতে পারে।
- যে সকল নারীরা কোন অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে না তাদের কাছে তথ্য ও জ্ঞান পৌছে দেয়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির উপাদনগুলির সমন্বয় ও অধিক্রমন বিভিন্ন মাধ্যমে প্রয়োজন রয়েছে।
- নিরক্ষতা, সময় ও দুরত্ব বাঁধা দূর করার জন্য সাধারন ভাষায় এসএমএস এলার্ট, আই ভি আর এস এবং ভয়েস মেইল দেয়া যেতে পারে।
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে নারীদের সেবার লক্ষ্যে একটি নিরাপদ ও নিজস্ব প্লাটফর্ম এর উন্নয়ন।

নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের জেন্ডার ভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বাঁধা দূর করার জন্য উদ্ভাবন ও উন্নতির পরিবেশ সৃষ্টি করা। যার মধ্যে কিছু বিষয়গুলো ক্ষমতা, সময় বা সম্পদের উর্ধ্বে। যাইহোক জেন্ডার ও আইসিটি বিষয় গুলোকে সনাক্ত ও মোকাবেলা করা প্রয়োজন কারণ যাতে এগুলো স্থানীয় বা সম্প্রদায় জেন্ডার অসমতার তৈরী করে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন যেমন এস ডি জি অর্জনের বিপদ হতে পারে।

[96] UNDP, "Primers in Gender and Democratic Governance #4 – Gender Responsive E-governance: Exploring the TransformativePotential", 2008. Available from http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womensempowerment/primers-in-gender-and-democratic-governance-4/f_GenderGovPr_eG_Web.pdf.

কিছু অনুশীলন করার জন্য-

- আপনার দেশে উদ্যোক্তা সংক্রান্ত আইন খুজুন যেমন ঃ শ্রম আইন, আর্থিক সেবা আইন বা তথ্য প্রযুক্তি আইন।
- জেন্ডার এর উপর ভিত্তি করে আইনকে পর্যবেক্ষণ / দেখা। সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক উপাদান বা বাধাগুলি চিহ্নিত করা।
- আইন সংশোধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপায় প্রস্তাব করা।
- আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভূক্ত করা।
- উপকারভোগীর কাছে তথ্য পৌছানোর লক্ষ্যে যোগাযোগ ও পরিকল্পান পরামর্শ প্রস্তাব করা।

মূল বার্তা ঃ

- কাঙ্খিত নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সম আর্থিক সেবা অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে আইনের সংশোধন করা যা একটি সক্রিয় নাতি ও পরিবেশ তৈরী করবে যেখানে নারী উদ্যোক্তারা বিভিন্ন আইনী ও আথিক কর্মকান্ডের সাথে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।
- সক্ষমদের জন্য তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে- ১. আর্থিক বিনিময়ের প্রক্রিয়াকে সহজ্যকরার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিয়ম সনাক্তকরণে সরকারকে সহযোগীতা করা। ২. মার্কেটিং ও আউটরিচের জন্য একাধিক প্লাটফর্ম প্রদান করা। ৩. নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরঞ্জাম প্রদান।
- নারী উদ্যোক্তা বিস্তারের লক্ষ্যে আইন ও নীতিমালা তৈরীতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
- নতুন আইন তৈরী বা আইনগুলোকে সংশোধী করা যাতে জেন্ডার সংবেদী ব্যবহার মধ্য দিয়ে জেন্ডারকে মূল স্রোতে অন্তর্ভূক্ত করা যায়।
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তি সেবা অর্থনীতির মূলধারায় নারী ও মেয়েদের বড় অংশ অন্তর্ভূক্তিতে সহায়ক হবে।
- নীতিমালা তৈরি করে সরকারের এক অংশ এবং বাস্তবায়ন করে আরেক অংশ। বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচী বা প্রকল্প পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যৌন বিচ্ছিন্ন আন্ত পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত জেন্ডার সংবেদী চর্চার অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন রয়েছে।

৬.সারাংশ ঃ

টেকসই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের কেন্দ্রবিন্দু অবমূল্যায়িত বা অপ্রচলিত হতে পারে না, যদি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এই মডিউল প্রণীত হয় তবে তা ক্ষমতায়নের অন্য ধাপকে নেতৃত্ব দিবে তখন নারীর অর্থণৈতিক ক্ষমতায়নে সরকারের এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দেবে।

এর আগে মডিউল তিনটি ই (E) এর কথা বলা হয়েছে- এডুকেশন (শিক্ষা), ইমপ্লয়মেন্ট (কর্মসংস্থান) এবং এন্টারপ্রেনিউরশীপ (উদ্যোক্তা)। যদিও শিক্ষা মৌলিক, কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোক্তা নারীদেরকে চাকরী খোজার পরিবর্তে চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্রিয় করবে।

মডিউলের এই শেষ অংশের প্রচেষ্টায় পূর্ববর্তী বিভাগে আলোচিত টেঁকসই উন্নয়ন, জেন্ডারকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা, সরকারের ভূমিকা এবং নারী উদ্যোক্তা তৈরীতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাবহার বিষয়ক একই সঙ্গে বলা হয়েছে।

৬.১ আইন ও নীতিগুলিকে মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করা

নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসা অপরিহার্য, এটা নারীদের জাগ্রত হওয়া নিশ্চিত করবে। জেন্ডার ভিত্তিক নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করবে এবং উদ্যোক্তা হওয়ার পথের বাধাগুলো দূর করবে। জেন্ডার মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।

এর অর্থ হতে পারে ঃ

- জেন্ডার সংবেদী করার জন্য বিদ্যমান আইনগুলি পরিবর্তন করা
- নারীদের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান /কর্মসূচী যেমন - প্রতিটি মন্ত্রণালয় জেন্ডার তহবিল স্থাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত বরাদ্দ জেন্ডার বাজেটের দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধি থাকতে হবে।
- নারীদের ব্যবসা উন্নয়ন, ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ সেবা তৈরী করা।
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণ যেমন ঃ ইন্ডিয়াতে ভারতীয় মহিলা ব্যাংক সবার থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে কিন্তু শুধু নারীদের আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করে। আরেকটি উদাহরণ ঃ কেলুয়ারগা হারাপান একটি ইন্দোনেশিয়ার কর্মসূচী যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার সাথে যুক্ত পরিবারগুলোকে নারীদের সঞ্চয় একাউন্টের সাথে টাকা স্থানান্তরের জন্য যুক্ত করা হয়।[৯৭]
- নারীবান্ধব জায়গা স্থাপন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সেবা প্রদান। এরকম কিছু পরামর্শ রয়েছে এবং আরো অন্যান্য অনেক কিছু হতে পারে যা স্থানীয় বাস্তবতা, পরিস্থিতি ও অবস্থার উপর নির্ভর করে।[৯৮]

[97] Bharatiya Mahila Bank. Available from http://www.bmb.co.in/.
[98] Alliance for Financial Inclusion, Policy Frameworks to Support Women's Financial Inclusion (2016). Available from http://www.afi-global.org/publications/2325/Policy-Frameworks-to-Support-Women-s-Financial-Inclusion.

৬.২ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা ঃ

কাস্টমার, ব্যবসাী অংশীদার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে ব্যবসা প্রসারণ, সরবরাহ চেইন নিয়ন্ত্রণ, উন্নত বিপণন ব্যবস্থা, ব্যবসায় সহযোগীতামূলক সেবা প্রাপ্তি, নেটওয়ার্ক তৈরী, ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য প্রযুক্তি, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ ও পদ্ধতি তৈরী করে। তথ্য প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নারীদের আত্নমর্যাদা ও বিশ্বাস বাড়ে। এবং যদি ই সেবাগুলি যথাযথ উপায়ে নমনীয়তার উপায়ে সহজলভ্য হয়।

গত দুই দশক ধরে মুলধারার মিডিয়া ও ইন্টারনেটের প্রভাবে স্মার্ট ফোন আজকের প্রযুক্তি যা নারীরা ব্যবহার করছে। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে স্মার্ট ফোনের দ্রুত বৃদ্ধি নারীর নিজস্ব উদ্যোগে সরকার বা বিভিন্ন সেবা প্রদানকারীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

যাই হোক ব্যবহারের মূল হচ্ছে প্রাপ্তি ও নিয়ন্ত্রণ।

নীতি নির্ধারকরা নারীর তথ্য প্রযুক্তির প্রাপ্তির উপায় অন্বেষণ করতে পারে-

- জাতীয় পরিকল্পনায় জেন্ডারকে অন্তর্ভূক্ত করা, মোবাইল গ্রাহকদের চিহ্নিত এবং জেন্ডার ব্যবহারকারীদের তথ্য সংগ্রহ।
- সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের দ্বারা নারীদের মোবাইল ও অনলাইনের সুরক্ষার বিষয়টি নিমিত করা এবং মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট হয়রানির মোকাবেলা করার জন্য নীতি বা আইন তৈরী করা।
- নারীদের জন্য বিধানগুলো কম খরচে নিশ্চিত করা যেমন : মোবাইলের নির্দিষ্ট করসমূহ কমানো যা খরচের বাঁধা বৃদ্ধি করে। মোবাইল অপারেটরদেরকে স্বেচ্ছায় অবকাঠামোর অংশীদারিত্বের সুযোগ দেয়া এবং মোবাইল অপারেটর গুলোকে সাশ্রয়ী সেবা দানে সুযোগ করে দেয়া।
- মোবাইল ও ডিজিটাল দক্ষতার মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের প্রযুক্তিগত স্বাক্ষরতা, আত্নবিশ্বাস এবং দক্ষতা সরকারী কর্মসূচী, মাধ্যমিক বা প্রাইমারী পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরী করা।

আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বিশেষত করে মোবাইলে অর্থের /টাকার লেনদেন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই জন্য সরকার টাকা লেনদেনের জন্য নতুন প্রযুক্তি চালু করতে পারে যা বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সরাসরি স্থানান্তর করার মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক সনাক্তকরণ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। এবং নতুন ব্যবসা ও অন্যান্য সকল ব্যবসার ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন এর জন্য ইন্টারনেটের অনলাইনে বিরতিহীন সেবা প্রদান করবে।

বাজারের সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে সরকার অন্যান্য বিকল্প নীতিমালা অনুসরণ করতে পারে। ADB চারটি দেশের যথা ঃ আজারবাইজান, কাজাখস্তান, কিরগিজ রিপাবলিক ও উজবেকিস্থানের নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার শীর্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সম্মিলিত সুপারিশমালা তৈরী করেছে যার মধ্যে রয়েছে-

- নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবসায়িক সুযোগের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা। অনেক ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে টেলিভিশন, রেডিও বা প্রিন্ট মিডিয়াকে মুলধারায় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পরামর্শ সেবা চালু করা।
- SMS ও IDRS ভিত্তিক তথ্য সতর্কতা সেবা তৈরী করা।
- অনলাইনে ব্যবসা এবং তথ্য প্রযুক্তি সেবা শিল্পে নতুন নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ কর্মসূচী চালু করা।
- মন্ত্রণালয় নারী উদ্যোক্তা সেল তৈরী করা।

- গ্রামীন ও মফস্বল শহরের নারীদের আর্থিক সেবার সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায় উন্নয়ন সেবা শীর্ষক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগীতা করা।
- তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো যেমন- সাশ্রয়ী ব্রডব্যান্ডের ১০০ ভাগ কাভারেজ, বৈদ্যুতিক পারিশ্রমিক প্রদান ব্যবস্থা এবং মোবাইল অর্থের মাধ্যমে উন্নয়ন।[৯৯]

৬.৩ একটি জেন্ডার সহনশীল নীতির পরিস্থিতি তৈরী করা ঃ

যদি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে নারীর সংস্থা চালু বহাল। সেক্ষেত্রে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তা খুবই কাম্য এবং এই অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটবে। যদি বাস্তবতা পাল্টে যায়, তবে সকল অংশীদারদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং এর জন্য নারীদের চাহিদাগুলো পূরণের লক্ষ্যে তাদেরকে জাগ্রত করা। জেন্ডারকে মুলধারায় অন্তর্ভূক্ত করণের নীতি ও চর্চার ক্ষেত্রে নারীর অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে হবে।

জেন্ডার মুলধারায় অন্তর্ভূক্ত করা পুরোপুরি সরকারের উদ্যোগ। যদিও এটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বিশেষ বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রয়োগ করে থাকে। জেন্ডার, জেন্ডার নীরিক্ষা ও জেন্ডার বাজেটকে মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করা কঠিন এবং এটা বাড়িতে করা বা আউট সোর্স করা যেতে পারে। একই সময়ে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট তৈরীর মাধ্যমে সরকার বড় কিছু অর্জন করতে পারে যা যৌন বিচ্ছিন্ন আন্ত-পারিবারিক পর্যায়ের তথ্য বার্ষিক জেন্ডার রিপোর্টে প্রকাশ করার মাধ্যমে। জেন্ডার সংবেদী নীতিমালা তৈরী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসকল অবিচ্ছিন্ন তথ্য খুবই মূল্যবান উপাত্ত।

টেকসই উন্নয়নের উদ্যোগে নারীর অন্তর্ভূক্তি করণের ক্ষেত্রে এই মডিউলটি বর্তমান উন্নয়নের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। নারী তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এটি জেন্ডার মুলধারায় অন্তর্ভূক্ত করণের জন্য প্রয়োগকৃত বর্তমান বিশ্বের ধারনার একটি বিবরন। পরিশেষে এই মডিউলটি একটি জেন্ডার সংবেদী কাঠামোর নীতিমালার ক্ষেত্রে একটি বিবরণ প্রদান করে।

ব্যবসা শুরু করার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং নারীদের জন্য সমর্থন এবং একটি সক্রিয় নীতির পরিবেশ প্রয়োজন। কিন্তু একা ও প্রয়োজনীয় মনোযোগ ছাড়া নারী ও মেয়েদের পিছিয়ে থাকা বদলানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতায়ন না ঘটবে। ক্ষমতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা যা বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অংশ হিসেবে নারীদের জন্য বর্তমানেও অব্যহত আছে। জেন্ডার সমতা ছাড়া কোন বাস্তবিক টেঁকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

[99] ADB, Information and Communication Technologies for Women Entrepreneurs: Prospects and Potential in Azerbaijan,Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, and Uzbekistan (Mandaluyong City, 2014). Available from http://www.adb.org/sites/default/files/publication/42869/ict-women-entrepreneurs.pdf.

রেফারেন্স

ADB. Gender Tool Kit: Micro, Small, and Medium-Sized Enterprise Finance and Development. Mandaluyong City, 2014. Available from http://www.adb.org/documents/gender-tool-kitmicro-small-and-medium-sized-enterprise-finance-and-development.

ADB. Information and Communication Technologies for Women Entrepreneurs: Prospects and Potential in Azerbaijan, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, and Uzbekistan. Mandaluyong City, 2014. Available from http://www.adb.org/sites/default/files/publication/42869/ictwomen-entrepreneurs.pdf.

ADB. Gender Equality Results Case Studies. Available from http://www.adb.org/publications/series/gender-equality-results-case-studies. Adger, W. Neil. Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography, vol. 24 (September 2000). Available from https://groups.nceas.ucsb.edu/sustainability-science/2010%20weekly-sessions/session-102013-11.01.2010-emergentproperties-of-coupled-human-environment-systems/supplemental-readings-fromcambridge-students/Adger_2000_Social_ecological_resilience.pdf.

Alliance for Financial Inclusion. Policy Frameworks to Support Women's Financial Inclusion. 2016. Available from http://www.afi-global.org/publications/2325/Policy-Frameworks-to-Support-Women-s-Financial-Inclusion.

Association for Progressive Communications. Gender Evaluation Methodology for Internet and ICTs: A Learning Tool for Change and Empowerment. Available from http://www.genderevaluation.net/gem/en/gem_tool/index.htm.

Bhavnani, Kum-kum, J. Foran, and P. Kurian, eds. Feminist Futures: Re-imagining Women, Culture and Development. New Delhi: Zubaan, 2006.Crossette, Barbara. Access, Employment and Decision-Making. Prepared for the ExpertGroup Meeting on Participation and Access of Women to the Media, and the Impact ofMedia on, and Its Use as an Instrument for the Advancement and Empowerment of Women. Beirut, Lebanon, November 2002. Available from http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/media2002/reports/EP1Crossette.PDF.

Data2X. Gender Data Gaps. Available from http://data2x.org/what-is-gender-data/genderdata-gaps/.

Dighe, Anita, and Usha Vyasulu Reddi. Women's Literacy and Communication Technologies: Lessons that Experience has Taught Us. New Delhi: Commonwealth Educational Media Centre for Asia and Commonwealth of Learning, 2006. Available from http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/CEMCA_Womens_Literacy1.pdf.

ESCAP. Gender Equality and Women's Empowerment in Asia and the Pacific: Perspectives of Governments on 20 Years of Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action. Bangkok, 2015. Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/B20%20Gender%20Equality%20Report%20v10-3-E%20(Final%20for%20web).pdf.

ESCAP. Policy Brief: Unlocking the potential of women's entrepreneurship in South Asia. July 2015. Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/Policy%20Brief%20Women%27s%20Entrepreneurship.pdf.

ESCAP. Empowering Women Economically: Illustrative Case Studies from Asia. Bangkok, 2014. Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/Empower-Women- Economically.pdf.

ESCAP. Enabling Entrepreneurship for Women's Economic Empowerment in Asia and the Pacific. Bangkok, no date. Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/ Enabling%20women's%20entrepreneurship.pdf.

Food and Agriculture Organization. Use of Mobile Phones by the Rural Poor: Gender Perspectives from Selected Asian Countries. Bangkok, 2016. Available from http://www.fao.org/3/a-i5477e.pdf.

Food and Agriculture Organization. The State of Food and Agriculture 2010-2011: Women in Agriculture –Closing the gender gap for development. Rome, 2011. Available from http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/095-eng-ed2010-2011.pdf.

Global Entrepreneurship Development Institute. Female Entrepreneurship Index. Available from https://thegedi.org/research/womens-entrepreneurship-index.

Economic Participation. November 2015. Available from http://www.uncdf.org/sites/default/files/documents/womens_economic_participation_report_16_ november_2015.pdf.

GSMA, Connected Women – Bridging the Gender Gap: Mobile Access and Usage in Lowand Middle-Income Countries, Executive Summary (2015), p. 4. Available from https://www.intgoforum.org/cms/igf2016/uploads/proposal_background_paper/GSMAReport_Executive-Summary_NEWGRAYS-web3.pdf.

GSMA. 2014 State of the Industry: Mobile Financial Services for the Unbanked. 2014. Available from http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf.

Hafkin, Nancy J. Is ICT gender neutral? A gender analysis of six case studies of multi donor ICT projects. Santo Domingo: United Nations Research and Training Institute for the Advancement of Women (now UN Women), 2002.Hannan, Carolyn. Mainstreaming gender perspectives in national budgets: an overview. April2008. Available from http://www.un.org/womenwatch/daw/news/speech2008/2008%20 Korea%20Gender-responsive%20budgets%20April%2019.pdf.

Holmes, Rebecca, Nidhi Sadana, and Saswatee Rath. An opportunity for change? Gender analysis of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Overseas Development Institute Project Briefing No. 53, February 2011. Available from https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6301.pdf.

International Telecommunication Union. A Bright Future in ICTs: Opportunities for a New Generation of Women. February 2012. Available from https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Documents/ReportsModules/ITUBrightFutureforWomeninICTEnglish.pdf.

Legal Momentum, Thomson Foundation, and Orrick. A Call to Action: Ending "Sextortion" in the Digital Age. July 2016. Available from http://www.trust.org/contentAsset/raw-data/f3b8d35c-27bf-4ba7-9251-abc07d588347/file.

Marcelle, Gillian M. Information and communication technologies (ICT) and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women. Report from the online

conference conducted by the Division for the Advancement of Women (now UN Women). No date. Available from http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/ict2002/reports/Report-online.PDF.

Ministry of Women's Affairs of Cambodia. Gender Mainstreaming: Institutional, Partnership and Policy Context – Cambodia Gender Assessment. Policy Brief 1. 2014. Available from http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/DemoGov/NearyRattanak4/Neary%20Rattanak%204%20-%20PB%20Gender%20Mainstreaming_Eng.pdf.

Myers, Lis and Lindsey Jones. Gender Analysis, Assessment and Audit Manual & Toolkit: For use by ACDI/VOCA staff and consultants in completing gender studies. August 2012. Available from http://www.acdivoca.org/wp-content/uploads/2016/07/ACDI-VOCAGender-Analysis-Manual.pdf.

National Economic and Development Authority, Philippine Commission on Women, and Official Development Assistance Gender and Development Network. Harmonized Gender and Development Guidelines for Project Development, Implementation, Monitoring and Evaluation. Second edition. December 2010. Available from http://pcw.gov.ph/sites/default/files/documents/resources/harmonized-gad-guidelines-2nd_ed_0.pdf.

Ng, Cecilia and Swasti Mitter, eds. Gender and the Digital Economy: Perspectives from the Developing World. New Delhi: Sage, 2006. OECD. Gender Equality in the "Three Es" in the Asia/Pacific Region. In Society at a Glance: Asia/Pacific 2014. 2014. Available from http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8114171ec005.pdf?expires=1464400445&id=id&accname=guest&checksum=AA2CD88D76694B1591FAF95AA8C10D24.

Shah, Hina. Creating an Enabling Environment for Women's Entrepreneurship in India. ESCAP. May 2013. Available from http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-SSWADevelopment Paper_1304_1.pdf.

Social Institutions and Gender Index. Available from http://www.genderindex.org.

Spence, Nancy. Gender, ICTs, Human Development, and Prosperity. USC Annenberg School for Communication and Journalism, Volume 6, Special Edition (2010). Available from http://itidjournal.org/itid/article/download/626/266.

The Economist Intelligence Unit. Women's Economic Opportunity Index 2012. Available from http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaign id=weoindex2012.

UN Women. Women's Empowerment Principles: Equality Means Business. Second edition. 2011. Available from http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/10/women-s-empowerment-principles-equality-means-business.

UNDP. Primers in Gender and Democratic Governance #4 – Gender Responsive E-governance: Exploring the Transformative Potential. 2008. Available from http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womensempowerment/primers-in-gender-anddemocratic-governance-4/f_GenderGovPr_eG_Web.pdf.

UNDP. Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit, Part 1 and 2. 2007. Available from http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/library/womens_empowerment/atoolkit gender-mainstreaming-in-practice.html.

UNDP. Resource Guide: Mainstreaming Gender in Water Management. Version 2.1. November 2006. Available from http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/water-governance/resourceguide-mainstreaming-gender-in-water management/IWRMGenderResourceGuide-English-200610.pdf.

United Nations. The Millennium Development Goals Report 2015. New York: United Nations, 2015. Available from http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/ pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf.

United Nations. Measuring ICT and Gender: An Assessment. New York, 2014. Available from http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=924.

United Nations. Gender equality and empowerment of women through ICT. In Women 2000 and Beyond. September 2005.United Nations Conference on Trade and Development. Measuring ICT and Gender: AnAssessment. New York and Geneva, 2014. Available from http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/measuring-ict-and-gender.pdf.

Viet Nam's Ministry of Planning and Development and UNICEF. Gender Audit Manual: A social audit tool to monitor the progress of Viet Nam's Socio-Economic Development Plan. No date. Available from http://www.unicef.org/vietnam/GENDER_TA.pdf. Who Makes the News. Global Media Monitoring Project. Available from http://whomakesthenews.org/gmmp.

Women's World Banking. Digital Savings: The Key to Women's Financial Inclusion? 2015. Available from https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2015/08/Digital-Savings-The-Key-to-Women%E2%80%99s-Financial-Inclusion_WomensWorldBanking.pdf.

World Bank. The Little Data Book on Gender 2016. Washington D.C., 2016. Available from http://data.worldbank.org/products/data-books/little-data-book-on-gender.

World Bank. Promoting Women's Agency. In World Development Report 2012 Washington D.C., 2012. Available from http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/chapter-4.pdf.

World Bank. Engendering ICT Toolkit: Indicators for Monitoring Gender and ICT. Available from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/EXTICTTOOLKIT/0,,contentMDK: 20272986~menuPK:562601~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:542820,00.html

World Bank. Gender Data Portal. Available from http://datatopics.worldbank.org/gender/.World Wide Web Foundation. Five barriers, five solutions: Closing the gender gap in ICT policy. 9 June 2015. Available from http://webfoundation.org/2015/06/five-barriers-fivesolutions-closing-the-gender-gap-in-ict-policy/.

সংযুক্তি

প্রশিক্ষকদের জন্য নোট

এটি একটি জটিল মডিউল কাজেই একবারে সম্পূর্ণ মডিউলের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত না। । মডিউলটির বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়গুলি এসডিজি, জেন্ডার, অর্থনৈতিক ও অর্থসংস্থান এবং আইসিটি এর পুঃখানুপুঃখভাবে

বোঝার প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতির জন্য এখানে অনেক কিছু চেষ্টা করা হয়েছে যেগুলো সতন্ত্রভাবে সংযুক্তি বিভিন্ন বিষয়গুলির একটি সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা হয়। নারী উদ্যোক্তার উপর ফোকাস করা হয় তবে, আলোচনার অনেক নীতি নারী উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক। প্রশিক্ষকদের জন্য এই নোটের উদ্দেশ্য হলো লেখক এবং যাদের প্রশিক্ষকের দৃষ্টিতে রাখা হবে এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষকদের সংঙ্গে কার্যকারীভাবে জড়িত করার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা ।

মডিউলের লক্ষ্য

জেন্ডার সমস্যাগুলি অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত। এটা মানতে হবে যে, জেন্ডার বিষয়গুলোর শুধু নারীদের জন্য নয়। সেগুলো নারী-পুরুষের সাম্যতার সাথে সম্পর্কিত। কোন জেন্ডার সংবেদনশীলতার বা জেন্ডারভিত্তিক প্রচেষ্ঠার চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তাদের উন্নয়ন বিষয়ক জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরির্বতন আনা।

কেউ একজন প্রচলিত পথ অনুসর করে সবগুলো জেন্ডার প্রশিক্ষণ নিতে চাইবে না। এটা মনে করা হয় যে, এটি নারী বিষয়ক তাই নারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হউক। এজন্যই নারী ও পুরুষদের মধ্যে মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রশিক্ষকদের পটভূমি

সঠিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রশিক্ষক সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। এই মডিউলটি নারীর উনয়ুন এব আইসিটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে। ।প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো তবে জরুরী নয়। মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রশিক্ষকের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য।

নির্দিষ্ট অংশগ্রহণকারী

এই মডিউলের প্রাথমিক টার্গেট গ্রুপ হলো সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান এবং মধ্য পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা এবং নীতিমালা প্রণয়নকারীগণ। এটা মনে করা হয় যে, সরকারী প্রশাসনের জ্ঞান ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মডিউলটি অন্যান্য গ্রুপের জন্যও উপযুক্ত।

সবক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ সমান অংশে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। জেন্ডার বিষয়গুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমস্যা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অনেক নারী থাকার ফলে জেন্ডার সংবেদনশীলতা হ্রাস পায় এবং অনেক পুরুষ থাকলে নারীরা কথা বলতে চায় না।

আবার, অংশগ্রহণ কেবল নারী-ভিত্তিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে নয়, সব স্তরের সরকারের ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। জেন্ডার ইস্যুগুলি সব মন্ত্রণালয়ের ব্যবসায়ের ক্রম যেমন- কৃষি, গ্রামীন উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বাণিজ্য ও শিল্পের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করার মতো উন্নয়নে মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করা।

অর্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্থায়নে এদের বক্তব্যই চুড়ান্ত।

প্রশিক্ষণের সময়কাল

মডিউল উপস্থাপনের গভীরতা নির্ভর করে কতটুকু সময় আছে তার উপর। অনুচ্ছেদ ১, ২ এবং ৩ প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ ৪ জেন্ডার মুলধারার এবং অনুচ্ছেদ ৫ জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি এবং বাস্তবায়নের উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা সমগ্র প্রচেষ্ঠার কেন্দ্রে রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬ পূর্বের সকল অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। প্রশিক্ষণের জন্য কতক্ষণ সময় নির্ধারিত তার উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষক কিছু বাদ দিতে বা অগ্রাধিকার দিতে পারেন। তবে অবশ্যই অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

মডিউলের মধ্যে প্রচুর তথ্য ও কার্যকলাপ আছে। প্রশিক্ষণের জন্য নূন্যতম এক কার্যদিবস লাগবে, চারটি সেশন, প্রতিটি ৯০ মিনিট সময়কাল। স্থানীয় পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষক একই বিষয়বস্তু দুই থেকে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণে বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভাগ করে ব্যবহার করতে পারে বা একটি সেশন সপ্তাহে একদিন। একটি অনুচ্ছেদের জন্য নূন্যতম ৯০ মিনিটি রাখতে হবে। ৯০ মিনিটের মধ্যে ৬০ মিনিট বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য এবং বাকী ৩০ মিনিট গ্রুপে অনুশীলনের জন্য রাখা যেতে পারে। যদি বেশী সময় পাওয়া যায় তবে বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ও গ্রুপে অনুশীলনের জন্য সমানভাবে তা ভাগ করে নিন। উদাহরণস্বরূপ যদি দুই দিন পাওয়া যায়, তবে প্রতি দুইটি অনুচ্ছেদের জন্য একদিন পাওয়া যাবে (তখন উপস্থাপনার জন্য ৯০ মিনিট ও গ্রুপে অনুশীলনের জন্য ৯০ মিনিট রাখা যেতে পারে।)

উদাহরণ হিসাবে দেয়া কেস স্ট্যাডি ব্যবহার করুন। আদর্শভাবে, প্রশিক্ষকগণ তাদের নিজস্ব দেশীয় প্রেক্ষাপট বা একই রকম উন্নয়নশীল দেশ থেকে কেস স্ট্যাডি খুঁজে নেয়া উচিত।

বিভাগভিত্তিক নির্দেশিকা

মুলত প্রশিক্ষকদের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসরণ করা উচিত। যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত ঃ

- প্রাপ্তবয়স্করা তখনই ভালোভাবে শিখবে যখন তারা অযৌক্তিক এবং অনুশীলনের চাপমুক্ত থাকেন।
- প্রাপ্তবয়স্করা যখন নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয় কি শেখা জরুরী।
- প্রাপ্তবয়স্করা নতুন কিছু শিখতে চায় না যা তাদের জীবনের অতীত অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তাদের কাছে এরকম শিক্ষা মূল্যহীন।
- প্রাপ্তবয়স্করা একটি অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি ভিত্তিরেখা আঁকে এবং এর সাথে নতুন কিছুর তুলনা করে পরিমাপ করে। তাদের ইতিমধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নির্দিষ্ট করা আছে।
- প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজনগুলি তাদের জীবন এবং তাদের কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তারা একটি দরকারী শেখার অভিজ্ঞতার সাথে তাদের অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করতে পারে।
- প্রাপ্তবয়স্করা আশা করে শেখার প্রক্রিয়াটি হবে সহজ, সুবিধাজনক এবং আকর্ষনীয় এবং 'কেন' শেখা গুরুত্বপূর্ণ ও 'কিভাবে' শিখতে হবে।

উপরে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী মডিউল লেখা হয়েছে। এবং প্রশিক্ষকদের মনে রাখা উচিত "শেখানো" নয় বরং অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলা'র মাধমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।

একটি একদিনের কর্মশালায় নিম্নলিখিত ৯ মিনিটের প্রতিটি অধিবেশন থাকতে পারে ঃ

- অধিবেশন ১ ঃ মডিউলের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল উপস্থাপন। তারপর সহজভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতা অনুশীলন এবং জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে SDGs, আইসিটি এবং উদ্যোক্তা সম্পর্কে আলোচনা।
- অধিবেশন ২ ঃ বর্তমান জেন্ডার মূলধারা ধারণা এবং জেন্ডার মূলধারার পর্যায়সমূহের ভিত্তি হিসাবে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ এবং জেন্ডার পরিকল্পনা।
- অধিবেশন ৩ ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন তবে সেই সাথে নারী উদ্যোক্তাদের প্রতি এবং কি করতে হবে তার দিকে দৃষ্টিপাত করুন।
- অধিবেশন ৪ ঃ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন অনুশীলন (নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) দ্বারা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করুন।

যেহেতু জেন্ডার বিষয়গুলি প্রায়ই প্রাক বিদ্যমান ধারণা এবং প্রত্যেক সমাজে সমাজতন্ত্র প্রকিয়ার ফলে সৃষ্ট মনোভাব দ্বারা মুখোমুখি হয়, সেক্ষেত্রে "সেক্স" এবং "লিঙ্গ/জেন্ডার" এর মধ্যে পার্থক্যগুলি নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ শুরু করার জন্য এটি কার্যকর হবে। অংশগ্রহণকারীদের নিয়োজিত করার জন্য এবং একঘেয়েমি ভেঙ্গে জেন্ডার সংবেদনশীলতার উপর একটি বা দুটি অনুশীলন করা যেতে পারে।

জেন্ডারগত সমস্যাগুলো সংবেদনশীল, তাই এই বিষয়গুলো কৌশলগতভাবে পরিচালনা করতে হবে। প্রশিক্ষকরা সময় অনুযায়ী কার্যকরভাবে এগুলি পরিচালনা করবে।

প্রশিক্ষকগণ দেশের উন্নয়নের উদ্বেগ, জেন্ডার বিষয়, আইসিটির অবস্থা এবং উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা এবং বিদ্যমান নীতি ও আইন প্রসঙ্গে বর্ণনা করে শুরু করতে পারেন।

জাতীয় প্রশিক্ষকরা দেশের প্রেক্ষাপট বুঝতে ভালো হবে। অতএব, প্রশিক্ষণ এবং আলোচনার দৃশ্য এবং টোন সেট করতে নিম্নলিখিতগুলি সাহায্য করবে ঃ

- জেন্ডার সম্পর্কে জাতীয় প্রেক্ষাপটে একটি ব্যাখ্যা
- উদ্যোক্তা সম্পর্কে জাতীয় প্রেক্ষাপটে একটি ব্যাখ্যা

নারীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়নের উপর ৪নং অনুচ্ছেদটি কঠিন ও জটিল কারণ অংশগ্রহণকারীরা এখানে উপস্থাপিত ধারণার সাথে পরিচিত না থাকতে পারে। এমন দেশ হতে একজন অতিথি বক্তা থাকা উচিত যার সরকারের পক্ষে জেন্ডার অনুশীলনের অভিজ্ঞতা আছে। তবে এই ধরনের ব্যক্তি সবসময় খুঁজে পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। অতএব প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ দিতে হবে তারা যেন জেন্ডার মুলধারার বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য সময় দেয় এবং বর্তমান সাহিত্যের কিছু বিষয়ের উপর (বিশেষ করে মডিউলের শেষে তালিকাভূক্ত রেফারেন্সগুলো) পড়তে সময় ব্যয় করে।

"অনুশীলনগুলো" একটি দলীয় আলোচনা বিকাশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুশীলনগুলো অংশগ্রহণকারীদের ধারণাটি আরও ভালেভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। ৪.১.১ এর অনুশীলনে উত্তরটি সহজ। যদি একজন ব্যক্তি জেন্ডার সংবেদনশীল হয়, তাহলে প্রার্থীর যৌনতা কোন ব্যাপার নয়, কেবল যোগ্যতা এবং কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা যাচাই করা হবে। অনুচ্ছেদ ৫ এ লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কতগুলো বিকল্প নীতি প্রস্তাবিত হয়েছে। যাইহোক, প্রশিক্ষকগণকে তাদের নিজস্ব দেশ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে বিষয়বস্তু উন্নত করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষক একটি অনুশীলনের মাধ্যমে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরীর মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারে। এই অনুশীলন সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত দেয়া হলো। অংশগ্রহণকারীরা মডিউলটির বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছে কি-না তা নিশ্চিত করার জন্য হওয়ার জন্য এটি একটি ভালো উপায়।

প্রশিক্ষকদের এই মডিউল এবং অন্যান্য সম্পদ উপকরণ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা তাদের জাতীয় এবং স্থানীয় প্রশিক্ষণগুলো সমৃদ্ধ করতে পারে কারণ তারা এ ধরনের কাজের জন্য উপযোগী।

লেখক বর্তমানে কি বিদ্যমান আছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে আরও জ্ঞান সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে, স্থানীয় কেস স্ট্যাডি এবং উদাহরণসমূহ শিক্ষণীয় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে এবং বিষয়বস্তুকে আরও মুল্যবান করবে।

প্রশিক্ষকরা সম্পদসমূহ এবং জাতীয় স্থানীয় উদাহরণসমূহ (মডিউলে উল্লেখিত ছাড়া) স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে । স্থানীয় উদাহরণসমূহের অন্তর্ভূক্তি প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

প্রশিক্ষকদের মডিউলে সেকশনগুলি যেভাবে সংযুক্ত আছে সে ক্রম অনুযায়ী ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। সব বিভাগ বা সেকশন বা অনুচ্ছেদগুলি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই কিন্তু একটি ক্রম বজার রাখা উচিত।

কর্মপরিকল্পনা তৈরীর অনুশীলন ঃ

কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য ওরিয়েন্টেশন (Orientation) ঃ

মডিউল P1 ঃ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি সক্রিয় পরিবেশ

- এ প্রশিক্ষন কর্মশালার শেষের দিকে সকল অংশগ্রহণকারীকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলীয়ভাবে একটি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

কর্মপরিকল্পনাটি অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি প্রদান করতে এবং প্রত্যেক দেশের/ সরকারের/ সংস্থার বর্তমান বিষয়সমূহ ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে এবং সমস্যা সমাধান করতে বিকল্প উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করবে।

কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনা ঃ

এটি সুপারিশ করা হয় যে, প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি যেন অংশগ্রহণকারীদের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনা ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয়।

মডিউলের লেখক, জাতিসংঘ APCICT সংস্থার লোকজন এবং স্থানীয় প্রশিক্ষকগণ মন্তব্যকারী হিসাবে ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উপস্থাপন স্লাইডে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনা টেমপ্লেটটি (Template) অনুশীলনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

লেখক সম্পর্কে কিছু কথা

উষা রানী ভাইসুলু ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত একজন স্বাধীন উন্নয়ন পরামর্শক। তিনি পূর্বে ভারতের হায়দ্রাবাদে প্রশাসনিক ষ্টাফ কলেজের অধ্যাপক ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের নতুনদিল্লিতে অবস্থিত কমনওয়েলথ শিক্ষা বিষয়ক মিডিয়া সেন্টারের এশিয়া বিভাগের পরিচালক ছিলেন। তার কাজগুলো এশিয়ার কমনওয়েলথ দেশগুলির সবাইকে আকৃষ্ট করে এবং আইসিটি শিক্ষার প্রয়োগে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের উপর দৃষ্টিনিবন্ধ করা হয়। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অডিও ভিজ্যুয়াল রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ছিলেন। তার বিভিন্ন একাডেমিক, আন্তর্জাতিক পর্যালোচনা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

UN-APCICT

জাতিসংঘের এশিয়ান প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (UN-APCICT) , এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের একটি সহায়ক সংস্থা। UN-APCICT আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার করার জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে ESCAP সদস্য দেশগুলোর প্রচেষ্টাকে শক্তিশারী করার লক্ষে কাজ করে। UN-APCICT এর কাজসমূহ তিনটি স্তম্ভের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে ঃ

১। প্রশিক্ষণ- আইসিটি জ্ঞান, নীতিমালা ও আইসিটি পেশাজীবিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি প্রশিক্ষক ও আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা জোরদার করা।

২। গবেষণা- আইসিটি মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক অধ্যায়ন বা স্ট্যাডি করা।

৩। পরামর্শ- ESCAP সদস্য এবং সহযোগী সদস্যদের মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর পরামর্শমূলক সেবা প্রদান ।

UN-APCICT কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের ইনচেওনে অবস্থিত। http://www.unapcict.org

ESCAP

ESCAP হল জাতিসংঘের আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় জাতিসংঘের প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। সংস্থাটি তার ৫৩টি সদস্য ও ৯টি সহযোগী সদস্যদের মধ্যে সহযোগীতা জোরদার করার জন্য কাজ করে।

ESCAP বিশ্বব্যাপী এবং বিভিন্ন দেশের প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে কৌশলগত সংযোগ স্থাপন করে। সংস্থাটি আঞ্চলিক অবস্থানকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দেশগুলির সরকারকে সহযোগীতা করে এবং বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অন্যান্য সামাজিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি পূরণের জন্য আঞ্চলিকভাবে সহযোগীতা করে। ESCAP এর অফিসটি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত। http://www.unescap.org